১৯১৩-২০১৩ 1913-2013

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ১৯তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ১৪ জমাঃ সানিঃ, ১৪৩৫ হিজরি | ১৫ শাহাদাত, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ এপ্রিল, ২০১৪ ঈসাব্দ

আহমদনগর-শালসিড়ি'র ৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসা ২০১৪,

জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন-

পঞ্চগড়-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সুজন

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

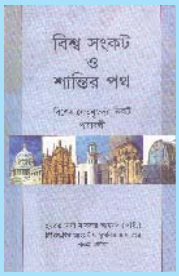

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**। **বইটির মূল্য ৬০/- (ষাট টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন**।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

শুভ নববর্ষ

১৪২১ বঙ্গাব্দের শুভ পদার্পণে আমরা আমাদের পাঠক, লেখকবৃন্দ এবং সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। নববর্ষের অনাবিল এই আনন্দ ধারায় আমরাও সিক্ত। সেই সাথে এই আনন্দ ধারা আমাদের আরো পুলকিত করেছে এ কারণে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তির পর আমাদের জাতীয় জীবনে এটাই প্রথম বৈশাখ।

বৈশাখের রৌদ্রকরজ্জ্বল তাপদাহে তপ্ত ধরণী যেমন সঞ্চিত তাপ শক্তি ধারণ করে পরবর্তীতে বর্ষার বারিধারায় হয়ে উঠে সুজলা-সুফলা, তেমনি ধর্ম জগতে নিষ্ফলা এক কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঘটে গেছে এক মহা বিপ্লব। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতায় আবির্ভূত হয়েছেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)। তাঁর (আ.) মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় ***'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত'***-এর ধারায় আহমদীয়া খিলাফত।

আজ এই খিলাফতের পঞ্চম খলীফা সারা বিশ্বের কোটি কোটি পথহারা মানুষকে আলোর সন্ধান দিচ্ছেন। সারা বিশ্বের প্রকৃত আনন্দ তখনই প্রকাশ পাবে যখন সবাই এই ঐশী খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে।

এ নববর্ষে দূর হোক পুরনো বছরের যত গ্লানি আর সব দুঃখ-কষ্ট, সেই সাথে বয়ে আনুক আমাদের সবার জন্য সুখ শান্তি ও স্বস্তিভরা দিন।

মোঘল সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা নববর্ষ প্রবর্তন করেছিলেন। ঋতু পরিক্রমায় বৈশাখকে শস্য রোপনের মাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বৈশাখে খরতপ্ত মাঠ নবধারা জলে সিঞ্চিত হলে কৃষক জমিতে হালকর্ষণ করে বীজ বোনে, আশায় বুক বাঁধে সোনালী ফসলের। পহেলা বৈশাখে দোকানীরা পুরনো বছরের হিসাব চুকিয়ে হালনাগাদ করে নেয় তার হিসাব, খুলে নেয় নব বর্ষের খাতা, তাই এদিনে ব্যবসায়ীরা 'হালখাতা' আনুষ্ঠানিক জাঁকজমকের সাথে করে।

যুগ যুগ ধরে এদেশের চাষী মজুর, কামার-কুমোর, তাঁতি-জেলে নববর্ষ বরণ করে আসছে প্রাণবন্ত উৎসবের আমেজে। বৈশাখ আসে বাঙ্গালী জীবনে নতুন শস্যের আবাহন নিয়ে। বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে গ্রাম গঞ্জে মেলা বসে নানা পসরা সাজিয়ে, ঘোড়দৌড়ও হয়। সেই প্রাণ প্রবাহ আজ ম্রিয়মান হলেও পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালীর অন্যতম জাতীয় উৎসব হিসেবেই পরিণত হয়ে আছে।

দেশ ও সমাজ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক আর সমগ্র জাতি অর্জন করুক উন্নয়ন ও অগ্রগতি, নববর্ষ সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি ও আনন্দ আর দূর হোক সব হিংসা-বিদ্বেষ ও গ্লানি, সবাই ফিরে পাক প্রকৃত সুখের নীড়। জাতিগত ভেদবুদ্ধিকে পরাস্ত করে বাঙ্গালী ঐতিহ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরো মজবুত ও সুদৃঢ় হোক সবার মাঝে, এটাই আমাদের কামনা।

Love For All Hatred For None

সবার তরে ভালোবাসা ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

সূচিপত্র

১৫ এপ্রিল, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২২ অক্টোবর, ২০১০-এর **জুমুআর খুতবা**। ৬

কলমের জিহাদ ১৭
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

শান্তির নিলয় কাদিয়ান ২১
মীর মোবাশ্বের আলী

এতায়াতে নেযাম ২৬
মাহমুদ আহমদ সুমন

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ২৮

নবীনদের পাতা-
নামাযের প্রথম শর্ত–সময় ২৯
অনুবাদ: আসিফ আহমদ

কবিতা- ভক্তি ৩১
মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ

নবীনদের পাতা- ৩২
মানুষ আজ ইসলাম ছেড়ে কোন পথে?
মোহাম্মদ সালাউদ্দীন ঢালী

সংবাদ ৩৪

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:

www.youtub.com/shottershondhane

Please visit

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿۲۰﴾

২০। আর ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করেছি[১৪৮৯] এবং এতে সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত[১৪৮৯-ক] সংস্থাপন করেছি এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সব কিছুই এতে উৎপন্ন করেছি।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿۲۱﴾

২১। আর তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাদের রিয্‌কদাতা নও তাদের জন্যও আমরা এতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি।

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿۲۲﴾

২২। আর আমাদের কাছে সব কিছুরই (অফুরন্ত) ভান্ডার রয়েছে এবং আমরা তা কেবল নির্ধারিত পরিমাণেই[১৪৯০] অবতীর্ণ করে থাকি।

১৪৮৯। 'ওয়াল আরযা মাদাদনা-হা' অর্থ ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করেছি বা আমরা যমীনকে উর্বরা ও সুশোভিত করেছি। উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এই আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ্ তা'লা এই পৃথিবীকে এত বৃহৎ বা বিস্তৃত করেছেন যে এটি গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এই কারণে কোন অসুবিধা বোধ করে না। অথবা এটি এই মর্ম ব্যক্ত করে যে, আল্লাহ্ তা'লা যমীনকে সার দ্বারা উর্বর করে সম্পদশালী করেছেন অর্থাৎ সুজলা-সুফলা করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্তৃক উদ্ঘাটিত বাস্তব ঘটনা হলো, নক্ষত্র থেকে নব নব শক্তি এবং উর্বরতা পৃথিবী লাভ করতে থাকে। নক্ষত্ররাজি থেকে জড়-পদার্থের অণু-পরমাণু উল্কাপিন্ডের ধূলি বা গুঁড়া আকারে পতিত হয় এবং তা পৃথিবীর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির কাজ করে।

১৪৮৯-ক। খাদ্যসশ্য উৎপন্ন করার জন্য মাটিতে প্রচুর পানি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন, যা পানি সংরক্ষণে জলাধাররূপে কাজ করে, অর্থাৎ বরফ আকারে পানি জমা করে রাখে এবং নদনদী প্রবাহের মধ্য দিয়ে মাটির বুকে তা বিতরণ করে।

১৪৯০। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক বস্তুর অফুরন্ত ভান্ডারের মালিক। কিন্তু তাঁর অসীম করুণায় তিনি মানুষের মন নির্দিষ্ট জিনিসের দিকে পরিচালিত করেন, যখনই প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশাল জড়-জগতের ন্যায় পবিত্র কুরআন এক বিশাল আধ্যাত্মিক-জগৎ, যার অভ্যন্তরে নিদ্রিত রয়েছে আধ্যাত্মিক-জ্ঞানের ভান্ডার। সেখান থেকেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় চাহিদা অনুযায়ী মানবের নিকট জ্ঞান প্রকাশিত হয়ে থাকে।

হাদীস শরীফ

বল প্রয়োগ করে ইসলাম প্রচার করা নিষিদ্ধ

কুরআন :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল-প্রয়োগ নেই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে; সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনে, সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা কখনও ভাঙ্গবার নয়।"

(সূরা বাকারা : ২৫৭)

"ধর্মের ব্যাপারে কোন বল-প্রয়োগ নেই"

হাদীস :

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতফা (রা.) বর্ণনা করেছেন-

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল! শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না, বরং আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করো এবং মুকাবেলা হলে ধৈর্য ধারণ করো।

(বুখারী-কিতাবুল জিহাদ।)

হযরত সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) হযরত মুয়াজ (রা.) ও হযরত আবু মুসা (রা.)-কে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় উপদেশ দান করলেন, "তোমরা লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কষ্টদায়ক কাজ করবে না, আশার বাণী শুনাবে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে বীতশ্রদ্ধ করবে না এবং ঐক্যমত সহকারে কাজ করবে; মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না।"

(বুখারী-কিতাবুল জিহাদ)

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন–

"কুরআন করীমে পরিষ্কার আদেশ রয়েছে যে ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না, বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পেশ কর এবং নেক-নমুনা, উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর।

এ ধারণা পোষণ করো না যে, শুরুতে ইসলামে তলোয়ার চালাবার আদেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা সেই তলোয়ার দীনকে বিস্তার দানের উদ্দেশ্যে চালান হয় নি, বরং শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করার কিংবা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালানো হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।"
(সিতারা ই কায়সারিয়া)

অমৃতবাণী

প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর উচিত নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর উচিত নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং হিসাব-নিকাশ দিবসকে স্মরণ রেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করা। সে মুহূর্তকে ভয় করা উচিত, যখন পাপাচারীদের আক্ষেপ চরম পর্যায়ে পৌঁছুবে আর সীমালঙ্ঘনকারীদের চেহারা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হবে। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি, শায়খাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর) এবং তৃতীয় জন অর্থাৎ হযরত যুন্নুরাঈন [অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.)]-কে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর অগ্রসেনানী হবার সম্মানে ভূষিত করেছেন।

সুতরাং যে তাঁদের পদমর্যাদাকে অস্বীকার করে, তাঁদের সত্যতাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করে না বরং তাদেরকে অপমান ও গালমন্দ করতে উদ্যত হয় এবং তাঁদের ওপর নোংরা আক্রমণ করে, আমি এমন ব্যক্তির অশুভ-পরিণাম ও ঈমান নষ্ট হবার আশংকা করি। যারা তাদেরকে কষ্ট দেয়, অভিসম্পাত বর্ষণ করে, ও তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে–পরিণতিতে এমন লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং তারা পরম করুণাময়ের ক্রোধভাজন হয়।

এটি আমার বারবারের অভিজ্ঞতা এবং একথা আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এসব নেতৃবর্গের প্রতি শত্রুতা, সব কল্যাণের উৎস আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার সবচেয়ে বড় কারণ। যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, এমন মানুষের জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না। আল্লাহ্ তাআলা তাকে ইহজগতের মোহ ও ইহজাগতিক কামনা-বাসনার অধীনস্ত করে দেন এবং সে অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ভয়াবহ খাদ ও গহ্বরে পতিত হয়, যা তাকে গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করে। ফলে তার বোধবুদ্ধি লোপ পায়। তাঁদেরকে (অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফাকে-অনুবাদক) নবীদের ন্যায় কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং রাসূলদের মত অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা যে রাসূলদের উত্তরাধিকারী, তা সাব্যস্ত হলো এবং যুগে যুগে আগত ইমামদের ন্যায় বিচার-দিবসে তাঁদের পুরস্কারও অবধারিত হয়ে গেল।

কেননা ***যদি কোন মু'মিনকে বিনা দোষে অভিসম্পাত করা হয়, কাফের আখ্যা দেয়া হয়, নোংরা নামে ডাকা হয় এবং অকারণে গালি দেয়া হয়, তাহলে এমন মানুষ নবী ও মনোনীতদের সদৃশ হয়ে যান। তাঁকে নবীদের মত পুরস্কৃত করা হবে এবং তিনি রাসূলদের মতই পুরস্কার পাবেন।***

সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যে এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্মান ও মহিমার অধিকারী খোদার প্রশংসানুসারে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন এবং সব মনোনীত লোকের ন্যায় তাঁদেরকেও তিনি তাঁর ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

[সির্‌রুল খিলাফাহ্ (বাংলা সংস্করণ) ২০-২১ পৃ: থেকে উদ্ধৃত]

জুমুআর খুতবা

ওয়াকফে জিন্দেগী ও ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত

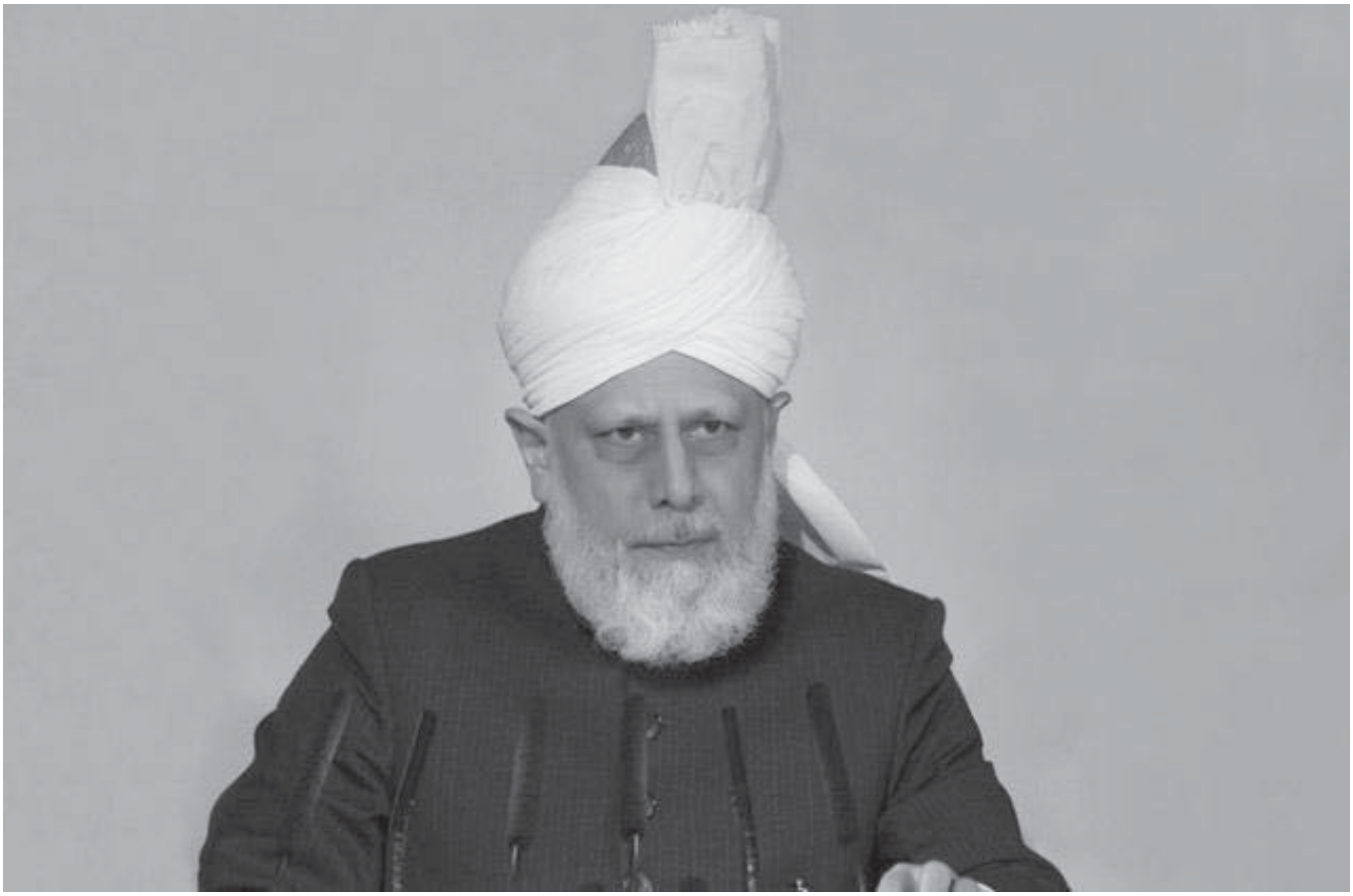

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২২ অক্টোবর, ২০১০-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْٓا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝

সূরা আলে ইমরান-১০৫ ও সূরা তাওবা-১২২

অত:পর হুযূর (আই.) বলেন, এ আয়াতগুলো, যা আমি তেলাওয়াত করেছি, প্রথম আয়াতটি হচ্ছে সূরা আলে ইমরানের। এটির অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা প্রয়োজন যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে থাকবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে আর অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে আর এরাই সফলকাম হবে।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা তাওবার, এটির অনুবাদ হচ্ছে, মুমিনগণের সবার পক্ষে একযোগে বের হওয়া সম্ভব নয়। সূতরাং কেন তাদের প্রত্যেক জামা'ত থেকে একটি করে দল ধর্মের বুৎপত্তি লাভে বের হয় না, যাতে তারা নিজ জাতির কাছে ফিরে এসে তাদের সতর্ক করে, যেন তারা ধ্বংস থেকে

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহ.) আল্লাহ্ তা'লা থেকে পথ নির্দেশনা পেয়ে ওয়াকফে নও স্কীমের সূচনা করেন।

এটির ভিত্তি-প্রস্তর তাকওয়ার ওপর রেখে পিতা-মাতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, তাদের সন্তানগণ বড় হয়ে জীবন উৎসর্গকারী হোক, নিজের জীবন উৎসর্গ করুক এবং নিজেরা নিজেদেরকে উপস্থাপন করার পরিবর্তে পিতা-মাতা ধর্মের ভালবাসায় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের সন্তানদের জন্মের পূর্বে ধর্মের রাস্তায় নিবেদিত করুক।

রক্ষা পায়।

এ আয়াতগুলোতে এখনই আমরা যেভাবে দেখলাম, আল্লাহ্ তা'লা এমন দলের উল্লেখ করেছেন, যারা ধর্মের খাতিরে নিজেদের জীবন সমূহ উৎসর্গ করেন। পূণ্যকে প্রতিষ্ঠা করেন, মন্দ থেকে বারণ করেন, আর ইসলাম প্রচারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন। আলাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া জামা'তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে কোন না কোনভাবে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গের ব্যবস্থা জারী আছে। দ্বিতীয় খেলাফতে এটি নিয়মিত করা হয়।

জীবন উৎসর্গের নিয়মিত বন্ড বা ফরম পূর্ণ করা (আরম্ভ) হয়ে যায়। ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে জামেয়া আহমদীয়াকে আরো সুশৃঙ্খল করা হয়। মোবাল্লেগদেরকে দেশের বাইরে পাঠানো হচ্ছিল, যারা তবলিগের ক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজও তা জারী আছে। বিভিন্ন দেশে মোবাল্লেগণ এ কাজে নিবেদিত রয়েছেন। এখন ঐ মোবাল্লেগ, মুরুব্বী এবং, মোয়াল্লেমগণের মাঝে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ছাড়া বিভিন্ন জাতির সদস্যগণও অন্তভূর্ক্ত হয়ে গেছেন। বিশেষ করে আফ্রিকান দেশ সমূহের মোবাল্লেগ এবং মোয়াল্লেম অধিক সংখ্যায় অন্তর্ভূক্ত। তদ্রুপ ইন্দোনেশিয়াও আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বস্ততার সাথে তাদের সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন। জীবন উৎসর্গকারীদের ব্যবস্থাপনায় অন্য আরেকটি দলও আছে, কেবল মোবাল্লেগণ নন, ডাক্তার, শিক্ষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণও আছেন। তারাও সেবা করে যাচ্ছেন।

যাহোক, জামা'তী প্রয়োজন যত বৃদ্ধি পাচ্ছে তবলিগের ক্ষেত্রেও ব্যাপকতা সৃষ্টি হচ্ছে আর অন্যান্য সেবা সমূহের ক্ষেত্রেও ব্যাপকতা সৃষ্টি হচ্ছে। যেভাবে ব্যাপকতা সৃষ্টি হচ্ছে, কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে আহমদীয়াতের সংবাদ ছড়াচ্ছে, পৃথিবীও আহমদীয়াতের ছায়াতলে আসছে। সেইসাথে জীবন উৎসর্গকারী এবং ধর্মীয় বুৎপত্তি সম্পন্নদের প্রয়োজন ও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা তবলিগ এবং তরবিয়তে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এ আয়াত গুলো থেকে যেভাবে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তির সব সময় তবলিগ এবং তরবিয়তি কাজে ব্যাস্ত থাকা সম্ভব নয়, তাই এ কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষ করে যেন দল (প্রস্তুত) থাকে। যদিও অন্য এক জায়গায় উম্মতের প্রত্যেক সদস্যকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তারা পুন্যের সম্প্রসারণ, মন্দ থেকে বারণ এবং দাওয়াত ইলাল্লাহ্ এর হক আদায় করবেন।

তিনি (আ.) এটিও বলেন, পৃথিবীর যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সেটির পরিচালনাও আবশ্যক তাই যারা এতে ব্যস্ত থাকবেন, তারা সবসময় সময় দিতেও পারবেন না। অত:পর প্রত্যেকের প্রকৃতিও এমন না যে, সে তবলিগ এবং তরবিয়তের কাজকে উত্তম ভাবে সম্পন্ন করতে পারে। এছাড়া উম্মতের সকল সদস্যগণ ধর্মের সেই বুৎপত্তি এবং বুদ্ধিমত্তা রাখে না যা একজন মোবাল্লেগ ও মুরব্বীর জন্য আবশ্যক। অত:পর এটিও যে, সবাইকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব নয়। এ কারণে একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা পূর্ণ-মনযোগ দিয়ে ধর্ম শিখবে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ সমুহ, আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করবে। এ গুলোর সূক্ষ্ম-প্রজ্ঞা শিখবে, অত:পর ছড়াবে। আল্লাহর ইচ্ছায় জামা'তে এমনও অনেক আছেন, যারা নিজেদের ইচ্ছা ও আকাঙ্খার কারণে পার্থিব-শিক্ষা ছাড়াও ধর্মীয়-জ্ঞানে পারদর্শী, তবে অনেক সময় বরং অধিকাংশ সময় অন্য ব্যস্ততা এমন এসে যায়, যা সবসময় সময় দিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ধর্মের কাজের জন্য জীবন উৎসর্গকারী

মায়েরা যখন নিজেদের সন্তানদেরকে জামা'তের জন্য পেশ করেন এবং করবেন, তখন তাদের অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাদের সন্তানদের তরবিয়ত যেন এ ভাবে করেন যে, তারা স্বীয় জীবন খোদার রাস্তায় এর হক আদায় কারী হয়ে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকেন।

একটি দল থাকা উচিত। আর ইসলাম যেহেতু একটি বিশ্বজনীন ধর্ম, তাই প্রত্যেক ফিরকায় অর্থাৎ প্রত্যেক দলে, প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক অংশের মানুষের, বিভিন্ন ধরণের মানুষের মাঝ থেকে একটি দল থাকা আবশ্যক। অত:পর অধিক ব্যাপকতা সৃষ্টি করুন। তাই বলেন, প্রত্যেক জাতিতে এমন মানুষ থাকা আবশ্যক, যারা ধর্ম শিখবে এবং পরবর্তীতে (অন্যদের) শিখাবে। প্রত্যেক জাতি, দল, স্তরের মন মানসিকতা, সত্তা এবং পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ অনুযায়ী তবলিগের পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এভাবে তবলিগ করা এবং তরবিয়ত করাও সহজ হবে।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদের পথ-প্রর্দশন করেছেন, একটি দল যেন তবলিগ এবং তরবিয়তের কাজ সম্পাদন করে। অত:পর এটি যে, প্রত্যেক জাতি এবং স্তরের মানুষ থেকে যেন এতে থাকে, তাহলে এ কাজে সুবিধা হয়। সুতরাং জামা'তে আহমদীয়ায় এ নিয়ম অনুযায়ী জীবন উৎসর্গের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। যেভাবে আমি বলেছি, বিভিন্ন জাতি ও স্তরের প্রতিষ্ঠিত-মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে গিয়েছে এবং হচ্ছে। আর যেভাবে আমি বলেছি, জামা'তের প্রয়োজন বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সংখ্যাও বৃদ্ধির প্রয়োজন ভবিষ্যতে এ প্রয়োজন আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বর্তমানেই কেবল প্রয়োজন নেই, বরং ভবিষ্যতে এ প্রয়োজন আরো বৃদ্ধি পাবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহ.) এ প্রয়োজনকে অনুভব করে আল্লাহ্ তা'লা থেকে পথ নির্দেশনা পেয়ে ওয়াকফে নও স্কীমের সূচনা করেন।

এটির ভিত্তি-প্রস্তর তাকওয়ার ওপর রেখে পিতা-মাতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, তাদের সন্তানগণ বড় হয়ে জীবন উৎসর্গকারী হোক, নিজের জীবন উৎসর্গ করুক এবং নিজেরা নিজেদেরকে উপস্থাপন করার পরিবর্তে পিতা-মাতা ধর্মের ভালবাসায় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের সন্তানদের জন্মের পূর্বে ধর্মের রাস্তায় নিবেদিত করুক। মরিয়মের মাতার ন্যায় এ ঘোষনা দিক,

"হে আমরা প্রভু, যা কিছু আমার গর্ভে আছে, তাকে আমি তোমার নিকট সোর্পদ করছি, মুক্ত করে দিয়েছি, অর্থাৎ ধর্মের কাজের জন্য উপস্থাপন করছি, আর পৃথিবীর ঝামেলা থেকে মুক্ত করে দিচ্ছি, তাই আমার নিকট থেকে কবুল কর।" সুতরাং বিশেষ করে মায়েরা যখন নিজেদের সন্তানদেরকে জামা'তের জন্য পেশ করেন এবং করবেন, যুগের খলীফার সম্মুখে পেশ করেন এবং করবেন, যুগ খলীফার সম্মুখে পেশ করেন, তখন তাদের অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাদের সন্তানদের তরবিয়ত যেন এ ভাবে করেন যে, তারা স্বীয় জীবন খোদার রাস্তায় এর হক আদায় কারী হয়ে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকেন। গর্ভে থাকার সম্পূর্ণ সময় তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট এ দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! সন্তানদেরকে ধর্মের সেবক বানিয়ে দাও। এদেরকে জাগতিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র কর, জগতের প্রতি যেন আকৃষ্ট না হয় বরং এরা যেন ধর্মের জন্য নিবেদিত হয়। অত:পর জন্মের পর সন্তানের তা'লিম ও তরবিয়ত যেন এ ধারায় হয় যে, সমসময় এটি দৃষ্টি পটে থাকে। তাকেও যেন এ ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়, 'আমি জীবন উৎসর্গকারী, জাগতিক ঝামেলায় জড়ানোর পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের সেবায় জীবন অতিবাহিত করা উচিত।'

শুরু থেকেই যখন এভাবে তরবিয়ত হবে তখন যৌবনে পর্দাপন করে সন্তান নিজেই নিজেকে নিবেদিত করবে আর নিষ্ঠার সাথে ধর্মের সেবায় নিবেদিত থাকার চেষ্টা করবে। সুতরাং পিতা-মাতার সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, সন্তানকে ওয়াকফের জন্য প্রস্তুত করা, তার তালিম-তরবিয়তের দিকে দৃষ্টি দেয়া, তাদের কাজ যেন সুন্দর ফলদায়ক-বৃক্ষ আকারে জামা'ত এবং যুগের খলীফার নিকট খোদা তা'লার ধর্মের সেবার জন্য নিবেদন করা যায়। কতকের এই যে ধারণা, আমাদের সন্তান ওয়াকফে নও, তাই শুরু থেকে জামা'ত তাকে দেখা শুনা করবে, এটি সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। জামা'ত অবশ্যই তালিম তরবিয়তের জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে, আর দেয়া উচিত। এ কারণে কেন্দ্রে রাবওয়াতে ওয়াকলতে ওয়াকফে নও প্রতিষ্ঠিত আছে, কাদিয়ানে নাযারত তালিমের অধিনে ওয়াকফে নও বিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে লন্ডনে কেন্দ্রীয় ভাবে যুগ খলীফার

তত্ত্বাবধানে এ বিভাগের কাজ চলছে।

জামা'তগুলোর সেক্রেটারী ওয়াকফে-নও এর দায়িত্ব হচ্ছে পরামর্শ ও গাইডেন্স সমূহ প্রদান করা আর তাদেরকে জামা'তের সক্রিয় অংশে পরিণত করার চেষ্টা করা। এতে নিজেদেরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা আবশ্যক। এগুলো সত্ত্বেও পিতা মাতার অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। যাহোক, যেভাবে আমি বলেছি, জামা'তের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে সম্মুখে রেখে ওয়াকফে-নও স্কীম জারী হয়েছিল। আর এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যতে জামা'তের প্রয়োজন নিবারণের স্কীম, যেখানে ভবিষ্যতে মুরব্বী, মোবাল্লেগ ছাড়াও জামা'তের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সর্ম্পকযুক্ত জীবন উৎসর্গকারীদের প্রয়োজন হবে। সুতরাং পিতা-মাতা এবং ওয়াকফে নও বিভাগকে এ দায়িত্বে নিজেদের বড় ভূমিকা রাখার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। অধিকাংশ জায়গায় দেখা গেছে, ওয়াকফে নও এর সেক্রেটারী সেভাবে সক্রিয় নন যেভাবে তাদের হওয়া উচিত। সক্রিয় হউন, যখন এ সন্তানগণ কর্ম ক্ষেত্রে আসবে, তখন যেন নিজের লোকদের এবং জাতিকে ধ্বংসের গহবরে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। নিজেরা সফলতা লাভকারী দলের অন্তর্ভূক্ত হয়, আর না কেবল নিজেরা সফলতা লাভকারী হয় বরং পৃথিবীর জন্যও সফলতা এবং স্থায়িত্বের কারণ হয়।

নি:সন্দেহে প্রত্যেক পিতা-মাতার এটিও দায়িত্ব যে তারা নিজেদের প্রত্যেক সন্তানের তরবিয়ত করবে। কোন আহমদী সন্তান নষ্ট হয়, জামা'ত এটি সহ্য করতে পারবে না। এগুলো সব জামা'ত এবং জাতির আমানত। তাই শৈশব থেকেই ওয়াকফে-নও সন্তানদের মনে গেথে দিতে হবে যে, আমরা তোমাদেরকে খোদা তা'লার রাস্তায় ওয়াকফ করেছি। কেবল ওয়াকফে-নও এর উপাধি পাওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তোমাদের তরবিয়ত, তোমাদের তালিম, তোমাদের উঠা বসা, তোমাদের কথা বার্তা বলা, তোমাদের মানুষের সাথে মেলা-মেশা, এগুলো তোমাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করবে। এ অভ্যাস গুলো বয়স বাড়ার সাথে সাথে পাকা হবে, আর কখনো যেন তোমাদের চরিত্রে কেউ কোন আঙ্গুল না উঠাতে পারে। অত:পর ওয়াকফে-নওদের সিলেবাস যা কেন্দ্রীয় জামা'ত তৈরী করেছে, সেটি সম্পর্কে অবগত করা, পড়ানো, পিতা-মাতা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যেন এর দিকে শৈশব থেকেই অনুরাগ সৃষ্টি হয়, আর এতে প্রত্যেক আগত দিন উৎকৃষ্ট হতে থাকে, তাহলেই আমরা আগত দিনের চ্যালেঞ্জ সমুহের মোকাবেলা করতে পারব। তাহলেই আমরা সময়মত জগতবাসীকে ধর্ম বুঝানোর গুরু- দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারব। অত:পর এটিও স্মরণ রাখা উচিত, সন্তানদের মাঝে যেন স্ব-প্রণোদিত ভাবে ধর্ম শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সন্তানরা যদি সঠিক থাকে, তাহলেই সঠিক বুঝ ও বুদ্ধি লাভের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। নতুবা বাধ্য হয়ে শেখা, বাধ্য হয়ে ওয়াকফ, এগুলো লাভজনক আর কার্যকার হতে পারে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এমন মানুষের প্রয়োজন যারা জ্ঞান লাভ করেন।

অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.) যে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে বুৎপত্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং আমাদের জীবন উৎসর্গ কারী এবং বিশেষ করে যারা ধর্ম শিখে নিজেদের জীবন সমূহ ওয়াকফ করতে চায় অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন জামেয়ায় পড়ালেখা করছে, তাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আঁ হযরত (সা.) যে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন, সেটি শিখতে হবে। তিনি (সা.) কি ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন? তিনি (সা.) যে ধর্ম আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন আর যার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে সম্পর্ক হযরত আয়শা (রা.) এর এ বর্ণনা আমাদের জন্য আমলের পথ খুলে দেয়, তাঁর (সা.) চরিত্র ছিল কুরআন। তাঁর ধর্ম ছিল কুরআন করীমের প্রত্যেক নির্দেশকে বুঝে তাতে আমল করা এবং প্রচার করা।

সুতরাং তাঁর নমুনায় চলা প্রত্যেক মুমিনের জন্য নির্দেশ। তবে যারা ধর্মে বুৎপত্তি লাভকারী, যারা ধর্মকে বুঝার এবং শিক্ষার দাবীকারী, যারা সাধারণ মুমিনদের চেয়ে অধিক কল্যাণের দিকে আহবানকারী, যাদের নিকট অন্যদের তুলনায় বেশি আশা করা হয়, তাঁরা সৎকর্মের নির্দেশ দান কারী এবং মন্দ থেকে বারণকারী। তাদের এ দৃষ্টান্তের ওপর কি পরিমাণ আমল করা উচিত? তাই যারা জীবনউৎসর্গকারী, তাদের নিজেদেরকে যাচাই করা উচিত। আমাদের দাবী যদি এটি হয় কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গিন শরীয়ত, তা হলে ধর্মে বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে সর্বাধিক অধিকার রাখেন, নিজেদের জীবনকে এ শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তুলার, যেন নিজেদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে পারেন। নিজের আদর্শের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে যদি খোদা তা'লার দিকে আহ্বান কারী হন, তাহলেই উত্তম ভাবে তবলিগ এবং তরবিয়তের দায়িত্ব সম্পাদন কারী হবেন।

এখন আমি আপনাদের সম্মুখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা তুলে ধরছি। তিনি (আ.) কি ধরনের জীবন উৎসর্গকারী চেয়েছেন? তিনি (আ.) বলেন, আমাদের এমন লোকের প্রয়োজন, যারা কেবল মৌখিক নয় বরং আমলের মাধ্যমে কিছু করে দেখাতে পারে। জ্ঞানের মৌখিক দাবী কোন মূল্য রাখে না। আমি এখানে সমস্ত মোবাল্লেগ এবং বিভিন্ন জামেয়ায় যারা অধ্যয়ন করছেন, সেই অধ্যয়নকারীদেরও বলতে চাচ্ছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশকে সব সময় দৃষ্টিতে রাখবেন। সর্বদা যাচাই করতে থাকুন, আমাদের কথা ও কাজে মিল আছে কি-না। আমরা উপদেশ তো দিচ্ছি, নামাযে দুর্বলতা পাপ, অথচ নিজে নামাযে দুর্বল। জামেয়া আহমদীয়ার যারা ছাত্র, তাদের বিশেষ করে মনে রাখা উচিত, কতক কর্মক্ষেত্রে এসে দুর্বলতা প্রদর্শন করে থাকেন। বিভিন্ন জায়গায় যে বদ-রসুম প্রচিলত, যেমন- বিয়ে শাদিতে যা হয়ে থাকে তা বিদয়াত। যুগের খলীফা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা এ গুলোর অনুমতি দেয়না, ধর্মও এ গুলোর অনুমিত দেয় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কঠোরভাবে এগুলো বারণ করেছেন, আল্লাহ্ আর রাসুল (সা.) সেগুলোকে রদ করেছেন।

তথাপি নিজের সন্তান বা আত্মিয়দের বিয়েতে সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হয় না অথবা এমন বিয়েতে শামিল হয়ে যায়, যাতে এ বদ-রসুম করা হচ্ছে, সেখানে বসে থাকেন, তথাপি তাদের বুঝান না, আর উঠেও আসেন না, তা হলে এগুলো ভুল। মনে রাখবেন, ধর্মের শিক্ষা এজন্য অর্জন করেছেন যেন আমল সম্পাদনকারী আলেম হতে পারেন, আর হওয়ার চেষ্টা করুন। অত:পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

“যারা জীবনউৎসর্গকারী, তাদের নিজেদেরকে যাচাই করা উচিত। আমাদের দাবী যদি এটি হয় কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গিন শরীয়ত, তা হলে ধর্মে বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে সর্বাধিক অধিকার রাখেন, নিজেদের জীবনকে এ শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তুলার, যেন নিজেদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে পারেন”

বলেন, জীবন উৎসর্গকারী অহংকার এবং গর্ব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হবে।” প্রত্যেক জীবন উৎসর্গকারী, কর্মক্ষেত্রে অবস্থান কারী, অথবা বিভিন্ন জায়গায় কার্যসম্পাদনকারীরা যাচাই করুন। তারাও, যারা জামেয়া সমূহে শিক্ষা গ্রহণ করছেন, আমাদের যাচাই করার অভ্যাস গড়ে উঠলে ইনশাআল্লাহ্ একটি পরিবর্তনও সাধিত হবে।

এ বৎসর ইনশাআল্লাহ্ তা’লা জামেয়া আহমদীয়া কানাডা থেকে মুরব্বী এবং মোবাল্লেগের প্রথম ব্যাচ বের হতে যাচ্ছে। বাকী অন্যান্য জায়গাগুলো থেকেও বের হওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে বরং হতে পারে । পাকিস্তানে ওয়াকফে নও থেকে কিছু মুরুব্বী তৈরীও হয়ে গেছেন। সর্বদা মনে রাখবেন, বিনয় এবং নিষ্ঠা একজন মোবাল্লেগের বৈশিষ্ট হওয়া উচিত। তবে গাম্ভীর্য প্রতিষ্ঠিত রাখাও আবশ্যক।

অত:পর তিনি (আ.) জীবন উৎসর্গকারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, আমার কেতাব সমূহের অধিক অধ্যয়নে তাদের জ্ঞান পূর্ণ-মার্গে পৌছে। এটি বলা হয় নাই যে, পৌঁছাবে। এত অধ্যয়ন করুন যেন জ্ঞানকে পূর্ণ মার্গে পৌছে দেয়। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কেতাব সমূহের অধ্যয়ন জামেয়া পড়া অবস্থায় এবং কর্ম ক্ষেত্রেও অত্যাধিক আবশ্যক। কেননা এটিই এযুগে সঠিক ইসলামী-শিক্ষার দিকে পথ প্রদর্শন করে। অত;পর তিনি (আ.) বলেন, স্বল্পে তুষ্ট থাকাও একজন মোবাল্লেগ ও মুরুব্বীর জন্য আবশ্যক। তিনি (আ.) স্বল্পে তুষ্ঠির যে মানদন্ড নির্ধারন করেছেন, তিনি (আ.) বলেন, আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যদি স্বল্পে তুষ্ট না থাকে, তাহলে (তবলিগের) পূর্ণ অধিকারও দেয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ যে স্বল্পে তুষ্ট হবে, তাকে সেই তবলিগের অনুমতি দেয়া যেতে পারে, জীবন উৎসর্গের কাজে অনুমতি দেয়া যেতে পারে। আর উদ্দেশ্য কি? তিনি (আ.) বলেন, আঁ-হযরত (সা.) এর সাহাবীগণ এমন স্বল্পে তুষ্ট ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন, অনেক সময় গাছের পাতা দিয়েই জীবন চালিয়ে নিতেন। আল্লাহ্ তা’লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়া এবং আকাঙ্খাকে পূর্ণতা দান করে স্বীয় ফযলে এমন বৃযূর্গ মোবাল্লেগ দান করেছেন, যাদের স্বল্পে তুষ্টি ঈর্ষার যোগ্য ছিল। বর্তমানে মোবাল্লেগদের সুযোগ-সুবিধাও আছে, কিন্তু এক সময় এমন ছিল যখন সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

এখন জামা’তের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভাল। আল্লাহ্ তা’লার ফযলে সম্ভাব্য প্রত্যেক ধরনের খেয়াল রাখার চেষ্টাও করা হয়ে থাকে। তথাপি কতক জায়গায় এখনো কষ্ট ও কাঠিন্য রয়েছে, তবে ধর্মের খাতিরে যখন প্রত্যেক ধরনের কুরবাণীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন, তখন এ কাঠিন্যগুলো কোন মূল্য রাখে না, আর তাই হওয়া উচিত। বর্তমানে আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় রাবওয়াহ এবং কাদিয়ান ছাড়াও পৃথিবীর পাশ্চাত্য-দেশ সমূহেও যেমন, ইউ কে, জার্মানী, কানাডাতে জামেয়া প্রতিষ্ঠিত আছে।

যেভাবে আমি বলেছি, কানাডা জামেয়া থেকে এ বৎসর মূরব্বীদের প্রথম ব্যাচ বের হচ্ছে, যারা কর্মক্ষেত্রে যোগ দিবেন। তদ্রুপ ভাবে ইন্দোনেশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও জামেয়া প্রতিষ্ঠিত আছে। আফ্রিকা এবং ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদির যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলোতে সেখানে বসবাসকারী ছাত্রই রয়েছে। তাদের নিয়োগও সাধারনত সেখানেই হয়ে থাকে। নিজের দেশের অবস্থাতে জীবন যাপন করে থাকেন। তবে পশ্চিমা দেশে যে সকল ছাত্র কর্মক্ষেত্রে আসছে এবং ইনশাআল্লাহ্ আসবেন, তাদের মনে রাখা প্রয়োজন, জীবন উৎসর্গকারী হিসাবে যেখানেই তাদের পাঠানো হবে, তাদের সেটি বাস্তবায়ন করা আর যাওয়া উচিত।

এটিই ওয়াকফের রূহ। আবশ্যক নয়, তাদের ইউরোপে লাগানো হবে। হতে পারে এখানে বসবাসকারীকে আফ্রিকায় পাঠালে আফ্রিকার গরম আবহাওয়ায় হতাশ হয়ে যাবে। তবে যখন আল্লাহ্ তা’লার জন্য উৎসর্গ করেছেন, তখন কাঠিন্যের জন্যও প্রস্তুত থাকা উচিত। যেভাবে আমি বলেছি, এখন সুযোগ সুবিধাও আছে। শুরুতে যে সকল মোবাল্লেগ কর্মক্ষেত্রে বাহিরে গিয়েছিলেন, তাদের অনেক কষ্টের সম্মুখিন হতে হয়েছিল। ঐ সকল মোবাল্লেগদের কতক ঘটনা আমি নিয়েছি, যেন আপনারা অনুভব করতে পারেন, তারা কিভাবে কুরবানী দিয়েছিলেন আর কি অবস্থায় জীবন ধারণ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমাদের এমন লোকের প্রয়োজন, যারা কেবল মৌখিক নয় বরং আমলের মাধ্যমে কিছু করে দেখাতে পারে। জ্ঞানের মৌখিক দাবী কোন মূল্য রাখে না। আমি এখানে সমস্ত মোবাল্লেগ এবং বিভিন্ন জামেয়ায় যারা অধ্যয়ন করছেন, সেই অধ্যয়নকারীদেরও বলতে চাচ্ছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশকে সব সময় দৃষ্টিতে রাখবেন। সর্বদা যাচাই করতে থাকুন, আমাদের কথা ও কাজে মিল আছে কি-না। আমরা উপদেশ তো দিচ্ছি, নামাযে দুর্বলতা পাপ, অথচ নিজে নামাযে দুর্বল। জামেয়া আহমদীয়ার যারা ছাত্র, তাদের বিশেষ করে মনে রাখা উচিত, কতক কর্মক্ষেত্রে এসে দুর্বলতা প্রদর্শন করে থাকেন।

আমাদের একজন মোবাল্লেগ ছিলেন হযরত সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ সাহেব। তিনি তাঁর ঘটনাটি বর্ণনা করেন, আমি লাগাতার আঠার বৎসর ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করেছি আর আল্লাহ ফযলে কখনো কারো কাছে হাত পাতিনি। নিজের পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রেখেছি। অত্যন্ত অল্প এলাউন্সে জীবন ধারণ করতাম, সম্ভবত: কষ্টে দু'বেলায় খাবার জুটত। নিজের প্রত্যেক প্রয়োজনে স্বীয় প্রভুর আস্তানায় ঝুকতাম আর তিনি আমার প্রয়োজন মিটাতে থাকেন। আঠার বৎসর পর যখন আমার ফেরত আসা হলো, তখন আমি অনেক আনন্দিত ছিলাম। সামুদ্রিক জাহাজে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। (তিনি) বলেন, আমার নিকট পুরানা একটি শেরওয়ানি আর এক জোড়া ধোয়া সেলওয়ার কামিয (পাঞ্জাবি পায়জামা ধরনের) ছিল, আর কিছু ছিল না।

তিনি বলেন, সে সময় উড়জাহাজের ধারণাই ছিলনা, আমি সামুদ্রিক জাহাজে ভ্রমণ করছিলাম। রাস্তায় আমার মনে হল যে, আমি এতদিন পর দেশে ফেরত যাচ্ছি, আমার নিকট নতুন কাপড়ও নেই, যা পড়ে আমি রাবওয়াহ্ রেল ষ্টেশনে নামব। সে সময় মোবাল্লেগণ করাচি থেকে ট্রেনে রাবওয়াহ পৌছাতেন। আমি এই চিন্তা এবং দোয়ায় রত ছিলাম। তিনি বলেন, আমার মনে চিন্তা হল, আমার এ ধরনের আকাঙ্খা করা ঠিক হয় নাই, এটি ওয়াকফের পরিপন্থি। তিনি বলেন, আমি এতে অনেক তওবা এবং ইস্তোগফার করলাম। কয়েকদিন পর জাহাজ সিঙ্গাপুরে আসল। তিনি বলেন, জাহাজের ছাদে দাঁড়িয়ে ডেক থেকে দৃশ্য দেখছিলাম।

আমি এক জন ব্যক্তিকে একটি থলে নিয়ে জাহাজে উঠতে দেখি, তিনি সরাসরি কাপ্তানের নিকট এসে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কাপ্তান তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আমার সাথে কুলাকুলি করলেন, বুকে বুক মেলালেন এবং বললেন, আমি একজন আহমদী আর সেলাইয়ের কাজ করি। তিনি বলেন, আমি যখন আল ফযলে পড়েছি, 'আপনি আসছেন আর রাস্তায় সিঙ্গাঁপুর থামবেন, তখন আমার আকাঙ্খা হল আমি আপনাকে কোন তোহফা দিব। আমি আপনার ছবি দেখেছিলাম (শরীবের) উচ্চতার অনুমান ছিল। আমি আপনার জন্য দুই জোড়া কাপড় শিলাই করেছি, একটি শেরওয়ানি আর একটি পাগড়ি তৈরী করেছি। আমি দরজি, তাই এ সমস্ত কিছুই পেশ করতে পারি, আপনি এগুলো গ্রহণ করুন।'

হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, এটি শুনে আমার চোখে অশ্রু চলে আসে, আমার আকাঙ্খাকে পূর্ণ করার জন্য আমার খোদা কিভাবে একজন আহমদী যাকে আমি চিনি না আর তিনিও আমাকে চেনন না, তার হৃদয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মুরুব্বী ও মোবাল্লেগদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, মোবাল্লেগ যদি কেবল আল্লাহর দরবারে অবনত থাকে আর কারো সম্মুখে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করে, তা হলে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে তার জন্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করে থাকেন। কেবল মোবাল্লেগদের নয়, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জীবন-উৎসর্গকারীদের সাথে এ ব্যবহার করে থাকেন। আজও (আমরা) কর্ম ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ দৃশ্য অবলোকন করি।

অত:পর মাওলানা গোলাম ফারুক সাহেব সম্পর্কে তাঁর এক ছেলে লিখেন, জামা'তের পক্ষ থেকে ইনিও দীর্ঘ সময় মোবাল্লেগ হিসাবে বাহিরে ছিলেন। তিনি যখন ফেরত আসলেন, তখন হায়দ্রাবাদে তার পোষ্টিং হয়। সেখানে জামা'তের পক্ষ থেকে ছোট একটি বাসা পেলেন, বাসাটি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ ছিল। যেহেতু তিনি একটি দীর্ঘ সময় বাহিরে কর্মরত ছিলেন, তাই আমরা এ বিষয়ে আনন্দিত ছিলাম যে, এখন আমাদের পিতা আমাদের সাথে

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, জীবন উৎসর্গকারী অহংকার এবং গর্ব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হবে।" প্রত্যেক জীবন উৎসর্গকারী, কর্মক্ষেত্রে অবস্থান কারী, অথবা বিভিন্ন জায়গায় কার্যসম্পাদনকারীরা যাচাই করুন। তারাও, যারা জামেয়া সমূহে শিক্ষা গ্রহণ করছেন, আমাদের যাচাই করার অভ্যাস গড়ে উঠলে ইনশাআল্লাহ্ একটি পরিবর্তনও সাধিত হবে।

থাকবেন। কিন্তু বাসার অবস্থা দেখে তার ছোট ভাই হযরত মাওলানা গোলাম রসূল ফারুক সাহেবকে নিজের বুঝ অনুযায়ী বলে দিল, আব্বাজান জামা'তকে অনুরোধ করুন, বাসাটি মেরামত করিয়ে দিক।

হযরত মাওলানা ফারুখ সাহেব নিজের ওয়াকফ পূর্ণ করতে জানতেন। তাঁর এ বিষয়ে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে সব ভাই বোনদেরকে নিকটে বসালেন আর অত্যন্ত প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে ওয়াকফকারীগণের অতিবাহিত অতীত সময়ের সরলতা, জীবন ধারণে বিনয় ও নিষ্ঠার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক আকাঙ্খা ও চাহিদা থেকে বেচে চলাও জীবন উৎসর্গ কারীর মূল উদ্দেশ্য। আমার হৃদয়ের আকাঙ্খা, তোমরা সবাই আমার সাহায্যকারী হবে। সন্তানদের এ উপদেশ দিয়েছেন, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কাঠিন্যকে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট কর। মাওলানা গোলাম ফারুক সাহেবের সন্তানগণ বলেন, একদা সেনাবাহিনী থেকে অবসর পেয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আমাদের ইচ্ছা ছিল আমরা তার কিছু সেবা করি। তাই তিনি যেন অবসর নেন। সন্তানগণ ভাল জায়গায় কাজ করছিল, তাই তারা নিজের পিতার সামনে এ আকাঙ্খা ব্যক্ত করল। তিনি বললেন, কাল উত্তর দিব, (সন্তানগণ বলল) আমরা সবাই এ উত্তরে অনেক খুশি হলাম আর সন্তুষ্ট হলাম এটা ভেবে যে, সম্ভবত কাল মেনে নিবেন। উত্তর হবে, ঠিক আছে আমি তোমাদের নিকট এসে যাব। কিন্তু তারা বলেন, আমাদের আনন্দ সাময়িক প্রমাণিত হল।

তিনি আমাদেরকে নিজের নিকট বসালেন আর বললেন, আমি একজন অত্যন্ত দুর্বল মানুষ, তোমরা আমাকে কাল যে কথা বলেছিলে সেটি আমার মন মানষিকতাকে হেলিয়ে দিয়েছে। খোদার খাতিরে পুনরায় কখনো আমাকে এ কথা বলবেনা। আমি আমার খোদার কসম দিয়ে এ প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবন উৎসর্গের প্রতিটি নি:শ্বাস জীবন উৎসর্গকারী হিসাবে কাটাব। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হবে, হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে এ পৃথিবী থেকে তুলে না নাও। ভয় পাচ্ছি, তোমাদের এ কথায় আমার প্রতিজ্ঞা নবায়নে দুর্বলতা না এসে যায়। তাই পুনরায় তোমাদের বলছি, আজকের পরে কখনো আমাকে এভাবে বলবেনা। এটি বলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন আর বললেন, সব সময় দোয়া করতে থেকো আমি যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত নিজের প্রতিজ্ঞায় সফল হই।

সুতরাং এ লোকেরা জীবন উৎসর্গ এবং স্বল্পে-তুষ্টির হক আদায় করেছিলেন। অত:পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'একজন জীবন উৎসর্গকারীকে সফরের কষ্ট দু:খ এবং কাঠিন্য সহ্য করতে হবে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে আমাদের আবির্ভাবের সংবাদ দিবে।'

আফ্রিকাতে প্রথমে যখন আমাদের মোবাল্লেগ গিয়েছিলেন আর হিন্দুস্থানেও যে মোবাল্লেগগণ তবলিগ করছিলেন, তারা সফরের কাঠিন্য সহ্য করেছিলেন। সফরে স্বাচ্ছন্দ তো ছিল না, পথ খরচও এত ছিল না। যে সকল সুবিধা সমূহ লভ্য ছিল, সেগুলো দিয়ে চলতে পারে, সেগুলো ব্যবহার করতে পারে, এত পয়সা ছিল না। আর কেবল যে সফরের কষ্ট সহ্য করতেন এটি নয়, বরং বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলাও করতে হত। হিন্দুস্থানের বাহিরে, আফ্রিকা ইত্যাদিতেও। মাওলানা নবীর আহমদ আলী সাহেবের এমন অনেক ঘটনা আছে। গ্রামবাসিরা যখন তাকে তিরস্কৃত করল, তিনি জঙ্গলে রাত কটিয়েছেন। মশার মাঝে সারা রাত বসেছিলেন। আফ্রিকায় মশাও অত্যন্ত ভয়ানক। আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আফ্রিকাতে জামা'তের যে সুনাম আর বড় উন্নতি, এগুলো ঐ বুযূর্গদের কুরবানীর ফল।

একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব অমৃতসরী লিখেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মৌলভী নযীর আহমদ আলী সাহেবের সাথে তিনিও ছিলেন। একদিন হযরত মাওলানা নযীর আহমদ আলী এবং খাকসার (মৌলভী সিদ্দিক সাহেব) সিয়েরালিওন এর কাছরী নামক একটি বাণিজ্যিক উপশহরে তবলিগের প্রোগ্রাম করি। সেটি ফ্রীটাউন থেকে চল্লিশ মাইল দূরত্বে ছিল। নদীর অপর প্রান্তে, নৌকা দিয়ে সেখানে যেতে হত।

হযরত মাওলানা নযীর আহমদ আলী পূর্বেও সেখানে ইসলামের সংবাদ পৌঁছিয়েছিলেন। তবলিগের কারণে

বিরোধীতা বেড়ে গিয়েছিল। এটি দ্বিতীয় সফর ছিল। সেখানকার অধিকাংশ লোক ফোলামী গোত্রের। তাদের নিজেদের ইসলামে নিজেদের বড় গরিমা ছিল যে, আমরা মুসলমান আর সঠিক মোসলমান। বংশের দিক দিয়ে নিজেদের সম্পর্ক আরবদের সাথে সংযুক্ত করত। যাহোক, তারা সেখানে গেলেন, সাধারণ মানুষের মাঝে মিথ্যা মনগড়া ধারণা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

এ কারণে ফোলানী (গোত্র), অন্য মুসলমান, আর সেখানকার মানুষ এ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তারা আমাদেরকে দ্বিতীয়বার অবস্থানের জন্য জায়গা দিবে না। অথচ তারা বলেন, (জামা'তের মোবাল্লেগণ) আমাদের উদ্দেশ্য তো কেবল ইসলামের প্রচার ছিল। আহমদীয়াতের সংবাদ পৌছানো, ইসলামের সংবাদ পৌছানো আর এর প্রকৃত-তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করা। গায়ের মুসলমান এবং খৃষ্টানদের তবলিগ করা। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, সেখানে গিয়ে নিজেদের সম্পর্কে যে ভুল ধারণা ছড়ানো হয়েছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করব। তারা বলেন, যাহোক আমরা নৌকা যোগে মাগরেবের সময় কাসরী গ্রামে পৌঁছে গেলাম।

কয়েক দিন অবস্থানের প্রোগ্রাম ছিল আর লেকচারের ব্যবস্থা করা ছিল। তারা বলেন, আমারা নৌকা থেকে নেমে সোজা চীফ এর কুঠিতে যাই, কেননা সেযুগে সরকারের পক্ষ থেকে চীফকে অতিথিদের আথিতেয়তার জন্য একটি গ্রান্ট দেয়া হত। কিন্তু আমাদেরকে ভুল বলা হয়েছিল। যাহোক, চীফ নিজের ফার্মে চলে গেছেন আর এখনও তিনি সেখান থেকে ফিরত আসেন নি। অন্য যারা দায়িত্বশীল লোক ছিলেন, তারা অত্যন্ত নির্দয়তার সাথে বিরুদ্ধাচরণ করছিল। কতক যারা তাদের সহানুভূতিশীল ছিলেন, তারাও অন্যদের বিরোধিতায় প্রভাবান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বলেন, আমাদের জিজ্ঞাসা করার কেউ ছিল না।

আমাদের সাথে কতক আহমদী আফ্রিকান ছাত্র ছিল। তাদের আফ্রিকান হওয়ার প্রেক্ষিতে কোথাও জায়গা জুটে গিয়েছিল আর তারা আমাদের জিনিসপত্র সাথে নিয়ে চলে গেল। আমরা গ্রামের বাহিরে ঘুরা-ফেরা করছিলাম। কতক লেবাননী ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ হয়। নদীর পারে তাদের দোকান ছিল। যাহোক, একজন লেবাননী মুসলমানের সাথে আমাদের কথা হয়। আরবী ভাষায় কথাবার্তা হয়। আমাদের আরবীতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। আমাদেরকে তারা সাথে নিয়ে যায়। সেখানে তবলিগ আরম্ভ হয় আর সে জোরপূর্বক আমাদেরকে রাতের খাবার খাওয়ায়। কিন্তু রাত দশটায় আমরা সেখান থেকে কিছু লিটারেচার দেয়ার ওয়াদা করে উঠে চলে আসি। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে নাই আর আমরাও বলি নাই আমাদের রাতে থাকার কোন জায়গা নাই। আমরা রাতে এসে নদীর পারে বসে যাই, সমস্ত এলাকা বিষাক্ত সাপ আর জঙ্গলের পশুতে পূর্ণ ছিল। নদীর কিনারায় কুমীরের আক্রমনও হত। প্রায়ই এরকম ঘটনা ঘটত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেছেন, তাদেরকে প্রত্যেক পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন। ঘুম তো আসা সম্ভব ছিল না, এমত অবস্থায় গ্রামের বাহিরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পায়চারি করতে থাকলেন।

অত:পর তারা বলেন, মাঝ রাতে আমরা নদীর পারে বালুতে বসে কুরআন করীমের যে অংশ মুখস্ত ছিল একে অপরকে শুনাতে লাগলাম। তারপর আয়াতের তফসির নিয়ে কথা হল। যাহোক, এই ধর্মীয় কথাবার্তা চলতে থাকল। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত মাওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেব বিগলিত চিত্তে দীর্ঘ দোয়া করালেন, আল্লাহ্! এ গ্রামবাসীদের হেদায়াত দাও। ইসলাম এবং আহমদীয়তের উন্নতি আর নিজেদের পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্যও দোয়া করান। পূনরায় পায়চারি আরম্ভ করেন। তারা বলেন, প্রায় তিনটার দিকে উঠে আমরা গ্রামে যাই যেন মসজিদে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে পাড়ি। যখন মসজিদে প্রবেশ করি, তখন মুসলমান নামধারীদের মসজিদের অবস্থা এমন ছিল যে, ঘোর অন্ধকারে অদ্ভূত ধরণের আওয়াজ আসতে শুরু করল, আর কিছুক্ষণ পর মসজিদ থেকে ছাগলের পাল বের হল, যেগুলো মসজিদ নোংড়া করে রেখেছিল।

তারা বলেন, আমরা মসজিদ পরিষ্কার করে অত:পর নামাযের বিছানা বিছিয়ে নামায পড়া আরম্ভ করি। ফজর নামাযের সময় হলে উভয়ে একে একে আযান দেই। আযান দেয়াতে মানুষ আমাদের দিকে আসতে আরাম্ভ করে। গায়ের মুসলমানও আসতে আরাম্ভ করে। মুসলমানদের বড় নেতারা এজন্য আসল, কোথাও কেউ রাতে জায়গা দিয়েছে, তারা আমাদের মসজিদ দখল করে নিয়েছে। আমরা নামায পড়লাম। তারা আমাদের নামায পড়া দেখতে থাকল। তারা বলল পার্থক্যতো কিছু নেই, ভুল ছড়ানো হয়েছে যে তাদের আযান বা নামাযে পার্থক্য আছে। কেবল এটি পার্থক্য যে সেখানে অধিকাংশ মালেকী, তাই তারা হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়ে, আর আহমদী হাত বেধে পড়ে। গ্রামবাসীরা স্বাগত জানায়নি তবে বিরোধিতা কমে যায়।

ধন্যবাদ যে, তারা মসজিদে তাদেরকে নামায পড়তে বাধা দেয় নি। তারা নামায পড়ে ফেরত চলে আসে। এমন অবস্থাও অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা সেখানে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর সে এলাকাগুলোতে আহমদীয়াত ছড়িয়েছে। এভাবে যা হয়েছে তা হলো, ধর্মীয় বুৎপত্তির বাস্তব এবং ব্যবহারিক প্রকাশ, যা আমাদের মোবাল্লেগগণ করেছেন।

সুতরাং একজন জীবন উৎসর্গকারীকে নিজের আকাঙ্খার কুরবানী দিতে হয়, কাঠিন্যের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় আর যেভাবে আমি বলেছি, কতক জায়গায় আজও এ দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই এবং দেখছি। আমাদের নতুন অংশগ্রহণকারী মুরুব্বী-মোবাল্লেগ এবং ওয়াকফে নও কেও এ বিষয় গুলোকে সম্মুখে রেখে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষার মাঝেও এভাবে কাজ করা উচিত। নিজেকে এ চিন্তা ভাবনার সাথে প্রস্তুত করা উচিত যে, এ আবেগ সমূহ সহ আমাদেরকে কর্মক্ষেত্রে যেতে হবে। আমার সম্মুখে জামেয়ার অনেক ছাত্র বসে আছেন। এখন থেকেই চিন্তা আরম্ভ করে দিন। এছাড়া আমরা ধর্মকে ছড়াতে পারব না। এটি যদি না হয়, তাহলে কর্মক্ষেত্রে ভীত হওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না।

কতক দুর্ভাগা তাদের ট্রান্সফার করা

নিজের সামর্থ্যের ভিতর থাকাই একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর জন্য আবশ্যক।

জীবন-উৎসর্গকারীগণের স্ত্রীদেরকেও এটি বলব, তারাও যেন নিজেদের মাঝে স্বল্পে-তুষ্টির অভ্যাস গড়েন, নিজের স্বামীদের নিকট এমন কোন দাবী না করেন যা পূর্ণ হবে না আর জীবন উৎসর্গকারীকে পরীক্ষার মাঝে ফেলে দিবে। সুতরাং যে মহান কাজ এবং মহান চেষ্টা-প্রচেষ্টার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বিশেষ করে মোবাল্লেগ, মুরুব্বীগণ নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাদের স্ত্রীদের সেই কাজ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

হয়েছে- একথা শুনেই ওয়াকফ ভঙ্গ করে দিয়েছেন আর ওয়াকফ থেকে পিছনে সরে এসেছেন। তাই এখন থেকেই নিজেদের প্রস্তুত করুন, আমাদের এ ধরণের সব কাঠিন্য সহ্য করতে হবে। জামেয়াতে অধ্যয়নকারীদেরকে আমি বিশেষ ভাবে বলছি, এখন থেকেই এ কষ্ট সমূহ সম্পর্কে চিন্তা করে নিন।

ইদানীং বিভিন্ন দেশের জামেয়ায় যারা পড়ছে তাদের অধিকাংশ ওয়াকফে নও, অধিকাংশ তো নয়, ওয়াকফে নও –এর একটি বড় সংখ্যা। আর সংখ্যার দিক থেকে একটি বড় সংখ্যা। তবে ওয়াকফে নও এর দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। তাদের সর্বদা প্রথমে নিজের পিতা-মাতার প্রতিজ্ঞা, তারপর নিজেদের প্রতিজ্ঞা, নিজেদের বুযুর্গদের কুরবানী আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অভিপ্রায়কে সম্মুখে রাখা উচিত।

এ সকল বিষয়কে সম্মুখে রেখে আল্লাহতালার সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, মুরুব্বী এবং মোবাল্লেগের একটি গাম্ভীর্যতা রয়েছে। তাই বিনয় প্রদর্শন করুন। মোবাল্লেগের জন্য বিনয় আবশ্যক, তবে গাম্ভীর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিজের প্রয়োজন, নিজের আকাঙ্খার বহি:প্রকাশ কারো সামনে করবেন না, যেভাবে হযরত মৌলভী সাহেবও উপদেশ দিয়েছেন, সর্বদা নিজের প্রয়োজন খোদার সম্মুখে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে এটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমি ঘানায় ছিলাম, অত্যন্ত কঠিন অবস্থা ছিল। আল্লাহ তালা প্রয়োজন পূর্ণ করেন, যা কিছু চাওয়ার খোদা তালার নিকট চান। মিতব্যয়ী হোন। কিন্তু কখনো নিজের গাম্ভীর্যতাকে নষ্ট করবেন না। এ বিষয়গুলি শুধু নবাগতদেরকে বলছি না বরং পুরানো যারা কর্মক্ষেত্রে আছেন তাদেরও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। কতক সময় পারিপার্শ্বিক লোকদের দেখে জাগতিক আকাঙ্খা বেড়ে যায়। ভুলে যান, প্রত্যেক মুরুব্বী জামা'তের দৃষ্টিতে, কেন্দ্রের দৃষ্টিতে, জামা'তের সদস্যদের দৃষ্টিতে যুগ-খলীফার প্রতিনিধি। তাই এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত যা দ্বারা এই প্রতিনিধিত্বে আঘাত আসতে পারে। কতক সময়ে স্ত্রী-সন্তানদের কারণে বাধ্য হয়ে কিছু প্রয়োজনের প্রকাশ ঘটে যায়।

জামা'ত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবন-উৎসর্গকারীদের সুবিধা দেয়ার চেষ্টা করে, আর তা করা উচিত। কিন্তু পৃথিবীতে যেভাবে অর্থনৈতিক দূরবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে গরীব দেশসমূহে খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়, চেষ্টা সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধির মোকাবেলা করা কঠিন। কিন্তু একজন মুরুব্বী, একজন জীবন-উৎসর্গকারীর সম্মান এতেই নিহীত যে, কারো সম্মুখে নিজের অসুবিধার কথা বর্ণনা দিবে না। যে কান্না করার তা খোদাতালার সামনে করুন, তাঁর থেকে চান। আমি পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যে উদাহরণ দিয়েছি আজও খোদাতালার ফযলে সে কুরবানীসমূহ বিদ্যমান আছে। তবে কতক বেসবুরও আছে, যেমন আমি বলেছি ওয়াকফও ভঙ্গ করে বসে। অন্যদের দেখে যখন নিজের আকাঙ্খাকে প্রসারিত করা হয়, তখন এ অবস্থাই হয়ে থাকে।

আপনারা অন্যদের দেখে যখন নিজেদের আকাঙ্খা সমূহকে প্রসারিত করে থাকেন, তখন এতে অসুবিধা সমূহ আরো বেড়ে যায়। তারপর হয় ওয়াকফ ভঙ্গ করবে বা ঋণী হয়ে যাবে। সুতরাং নিজের সামর্থ্যের ভিতর থাকাই একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর জন্য আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আমি জীবন-উৎসর্গকারীগণের স্ত্রীদেরকেও এটি বলব, তারাও যেন নিজেদের মাঝে স্বল্পে-তুষ্টির অভ্যাস গড়েন, নিজের স্বামীদের নিকট এমন কোন দাবী না করেন যা পূর্ণ হবে না আর জীবন উৎসর্গকারীকে পরীক্ষার মাঝে ফেলে দিবে। সুতরাং যে মহান কাজ এবং মহান চেষ্টা-প্রচেষ্টার জন্য

জীবন উৎসর্গকারী বিশেষ করে মোবাল্লেগ, মুরুব্বীগণ নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাদের স্ত্রীদের সেই কাজ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

একজন মোবাল্লেগ এবং মুরুব্বীকে সর্বদা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলী সামনে রাখা উচিত। তিনি (আ.) মাদ্রাসা আহমদীয়ার গোড়াপত্তনের সময় বলেন, এ মাদ্রাসা ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হোক, এ থেকে এমন আলেম এবং জীবন উৎসর্গকারী ছেলে বেরিয়ে আসুক যারা পার্থিব-চাকুরী এবং উদ্দেশ্যকে ছেড়ে ধর্মের সেবাকে অবলম্বন করবে। যারা আরবী এবং ধর্মীয় বিষয়াদির পিপাসী হবে, অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন আর বুঝার প্রতি তারা আকৃষ্ট হবে। আল্লাহতা'লা আমাদের মুরুব্বী-মোবাল্লেগগণকে এ বিষয়গুলো সামনে রেখে আমল করার তৌফিক দান করুন।

ওয়াকফে নও সর্ম্পকে কতক প্রশাসনিক আলোচনা আছে, সেগুলো বলতে চাচ্ছি। ওয়াকফে নও- এর একটি বড় অংশ (ছেলে এবং মেয়েদের) এমন আছে যারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য জামেয়ায় ভর্তি হন না। এটি অনেক বড় একটি সংখ্যা আর তারা শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যান। জামা'তের এমন ওয়াকফকারীদেরও প্রয়োজন, যারা বিভিন্ন ফিল্ডে যাবে আর জামা'তের সেবা করবে। এ জন্য পড়ালেখার প্রত্যেক স্তরে ওয়াকফে নওদের কেন্দ্রের সাথে পরামর্শ করা উচিত, 'আমরা এখন এখানে পৌঁছেছি, আমাদের ইচ্ছা এই, আমরা কি করব?' বর্তমানে পনের বছর বয়সের উপরে ১৪,৫০০ (সাড়ে চৌদ্দ হাজার) ওয়াকফে নও ছেলে-মেয়ে আছে। সর্বমোট ওয়াকফেনও সংখ্যা ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার)। প্রথমত এ বয়সে তাদের নিজেদের ওয়াকফের ফরম পূর্ণ করা উচিত। তারা নিজেদের ওয়াকফ কায়েম রাখতে আগ্রহী কি-না? এটি বুঝার বয়স, ওয়াকফে নও সন্তান বুঝে–শুনে এ সিদ্ধান্ত নিক, নিজে জীবন-উৎসর্গ করুক। যদি ওয়াকফ কায়েম রাখতে চায়, তাহলে কেন্দ্রকে জানানো আবশ্যক। আর দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করুন, 'আমাদের কি করা উচিত?'

আমরা জামেয়ায় যাচ্ছি না, আমাদের আকাঙ্খা এই, এই শিক্ষায় আমাদের আগ্রহ, তাই আপনি আমাদের পথ প্রদর্শন করুন, আমরা কোন ধরনের শিক্ষা গ্রহন করব। যেভাবে আমি বলেছি, নি:সন্দেহে নিজের আগ্রহ এবং আকাঙ্খার উল্লেখ করুন কিন্তু অবগত করা আবশ্যক। অত:পর বিভিন্ন সময়ে তাদের দিক নির্দেশনা দেয়া হতে থাকবে। যেভাবে আমি বলেছি, ওয়াকফে নও সেক্রেটারীগণেরও সক্রিয় হওয়া উচিত। তারা যদি সক্রিয় হন, তাহলে নিজের সম্পর্ক-যুক্ত জামা'তের ওয়াকফে নও সন্তানদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রকে অবহিত করবেন। অত:পর কেন্দ্র বলবে, কোন্ কাজটি করতে হবে আর কোন কাজটি করতে হবে না, অথবা সামনে আরো পড়বে, না কেন্দ্রে নিজের সেবা উপস্থাপন করে দিবে।

পড়া সম্পূর্ণ করার পর নিজে সিদ্ধান্ত নেয়া ওয়াকফে নও বা পিতা-মাতার কাজ নয়। যদি নিজে সিদ্ধান্ত নিতে চান, তাহলেও জানিয়ে দিন, আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর এখন আমি ওয়াকফে নও-এ থাকতে চাই না। যেন তাকে ওয়াকফে নও এর তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়। এখন পর্যন্ত যদিও এই নির্দেশনা রয়েছে, পনের বৎসরের পরে যখন নিজের ওয়াকফের ফরম পূর্ণ করে দিবে, তখন ফেরত যাওয়ার আর কোন রাস্তা নেই। কিন্তু এখন আমি এ রাস্তাও খুলে দিচ্ছি। পড়া শেষ করার পর পূনরায় লিখুন আর লিখানোর এ বিষয়টি ওয়াকফে নও সেক্রেটারীর কাজ। কেন্দ্রে সংবাদ আসা আবশ্যক, আমারা এ শিক্ষা সম্পন্ন করেছি আর এখন আমরা আমাদের ওয়াকফ জারী রাখতে চাই বা চাই না। পনের বছরের উপরের যে সংখ্যা রয়েছে, সেটির প্রায় দশ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৪২৬(এক হাজার চার শত ছাব্বিশ) জন ওয়াকফে নও বিভিন্ন দেশের জামেয়া আহমদীয়ায় পড়াশুনা করছে অর্থাৎ নব্বই ভাগ নিজেদের অন্য শিক্ষা গ্রহন করছে। বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পড়াশুনা করছে বা পড়া ছেড়ে বসে আছে বা কোন পেশাগত শিক্ষা অর্জন করছে, এ বিষয়েও নিয়মিত রিপোর্ট তৈরি থাকা উচিত।

আমার মনে হয় না নব্বই ভাগ ওয়াকফে নও সন্তান সম্পর্কে কেন্দ্রকে নিয়মিত জানানো হয়েছে যে এরা কি করছে। তাদের রিপোর্ট প্রস্তুত হওয়া উচিত, আমি ওয়াকফে নও সেক্রেটারীদের বলছি, কেন্দ্রে এ রিপোর্ট প্রেরন করুন। তদ্রুপ ওয়াকফে নওদের জন্য, তারা জামেয়ায় পড়ুক বা না পড়ুক, পার্থিব-শিক্ষা অর্জন করছে, তাদের ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করাও আবশ্যক। তাদের জন্য সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে, পূর্বে (১৫) পনের বৎসর বয়সের সন্তানদের জন্য ছিল, এখন (১৯) উনিশ বৎসর বয়সের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

এটিকে পড়া আর এর পরীক্ষা দেয়াও আবশ্যক। আর (১৯) উনিশ বৎসরেরটি (২০) বিশ বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে। ওয়াকফে নও এর সেক্রেটারীগণ চেষ্টা করুন শতভাগ ওয়াকফে নও যেন এতে অংশ গ্রহণ করে। সেই সুবিধা সৃষ্টি হয় এটিও আবশ্যক। অত:পর সেগুলোর ফলাফল কেন্দ্রে পাঠানো হোক। এখানে কেন্দ্র হতে বিভিন্ন সময় ওয়াকফে নও বিভাগ থেকে নির্দেশনা যেতে থাকে, সেগুলো সম্পর্কে কতক বরং অধিকাংশ জামা'ত জবাব দেন না। কতক বিষয় যদিও পূর্বে এসে গিয়েছে, তথাপি তাদের স্মরণ করানোর জন্য আমি পূণরায় সেই সকল সার্কুলার যা পাঠানো হয় আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে দিচ্ছি। উদাহারণ স্বরূপ, এটি একটি নির্দেশনা, ওয়াকফে নও তে অংশ গ্রহনের জন্য বাধ্যতা মূলক যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে পিতা মাতা স্বয়ং লিখিতভাবে খলিফায়ে ওয়াক্তের নিকট দরখাস্ত করবে। কতক সময় কতক আবেদন সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর লোকেরা পাঠিয়ে থাকে (এই বলে যে) আমাদের ভুল হয়ে গিয়েছে অথবা অমুক অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

তাই এটি সঠিক নয় বরং শুরুতে আবেদন দেয়া আবশ্যক। তাদের আবেদন গ্রহণ করা হয়, যারা পূর্বে আবেদন করে থাকেন। প্রথম দিন থেকে ওয়াকফে নও বিভাগের এটিই নিয়ম রয়েছে। এখানে কেবল একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিচ্ছি, মানুষ পত্র দিয়ে থাকে, ওয়াকফে নও এর আবেদন করে, সেটিতে নিজের অন্যান্য বিষয়াদিও লিখে দেয়। আর যেহেতু যারা উত্তর দিবে, এ বিভাগগুলো ভিন্ন ভিন্ন,

ওয়াকফে নও এর উত্তর ওয়াকফে নও দিবে। পত্রের অন্য অংশের উত্তর অন্য অংশকে (বিভাগ) দিতে হয়। এ কারণে সেই পুরুষ এবং মহিলা যারা ওয়াকফে নও এর জন্য নিজেদের সন্তানদের ব্যাপারে লেখেন, যদি তাদের অন্য বিষয়াদি নিজের চিঠিতে লেখতে হয়, তাহলে তারা পৃথক পত্রে লেখে দিবেন।

অত;পর ওয়াকফে নও ছেলে মেয়েদের পিতা-মাতা নিজেরা আবেদন করবেন। তাদের আত্মিয়-স্বজনের (মাধ্যমে লেখা) আবেদন মঞ্জুর হবে না। নিজের সন্তানদের ওয়াক্‌ফ করার জন্য দোয়া তো নিজেরা করবেন, তাই আবেদনও নিজেকেই দিতে হবে। কেননা তরবিয়ত, তালিম এবং দোয়া সব আপনার দায়িত্ব।

তারপর এটি যে, কতক এলাকা আফ্রিকা ইত্যাদিতে কতক সময় নির্দেশ সমূহে পূর্ণরূপে আমল করা হয় না। প্রথমত: এমনিতে নিজেদের (ওয়াকফে নও) রেজিষ্টারে নাম লেখে নেয়া হয়, (এ বলে যে) "সে বলেছিল ওয়াকফে নওতে অন্তভূর্ক্ত করে নাও, সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে (তাই) ওয়াকফে নও হয়ে গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কোন ওয়াকফে নওকে অন্তর্ভূক্ত করার ক্লিয়ারেন্স না দেয়া হয়, কোন সন্তান ওয়াকফে নও এ অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। আর জন্মের পরের তো প্রশ্নই আসে না।

তদ্রুপ পোষ্য-সন্তান, সে যদি নিজের নিকট আত্মিয়ের হয়, তারও জন্মের পূর্বে জানানো প্রয়োজন, সন্তানকে ওয়াকফে নওতে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। আপনি যায়েদ বা বকর যাকেই পোষ্য হিসাবে নিয়েছেন নি:সন্দেহে জন্মসূত্রে পিতা-মাতার নাম যা তাই লেখা হবে বাস্তবে সে যার সন্তান। অত:পর জন্মের পরও এটি বাধ্যতা মূলক, পিতা-মাতা কেন্দ্রীয় রেকর্ডে সন্তানের অর্ন্তভূক্ত করাবেন আর হাওয়ালা (উদ্ধৃতি) নাম্বার লেখাবেন। কতক সময় পিতা-মাতা দীর্ঘ সময় নাম অর্ন্তভূক্ত করান না আর স্মরণ করানো সত্ত্বেও অন্তর্ভূক্ত করান না। তারপর কয়েক বৎসর পর এ অভিযোগ দেন, আমাদের সন্তানের রেকর্ড নাই। এ দায়িত্বও পিতা-মাতার।

তদ্রুপভাবে যখন সন্তান পনের (১৫) বৎসর বয়সে পদার্পন করবে, তখন স্থানীয় এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এর দায়িত্ব তার ওয়াকফের নবায়ন করানো। পূর্বেও আমি বলে এসেছি, এখন আমি আবার বলছি, যারা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, পড়ালেখা সম্পন্ন করার পর ওয়াক্‌ফ নবায়ন করবেন। কেননা এখন এ রেকর্ডকে অনেক বেশি আপডেট করার প্রয়োজন আছে, আর এটিকে নিয়ম অনুযায়ী রাখা আবশ্যক। এটি ছাড়া ভবিষ্যতে জামা'তের যে স্কীম এবং, প্রয়োজনাদি আছে, আমারা সেগুলোর অনুমানই করতে পারি না। আমাদের কোন্ কোন্ বিভাগে কত লোকের প্রয়োজন পড়তে পারে আমাদের এখন সেটির অনুমান সম্ভব নয়।

কতক সময় সন্তান যখন বিকলাঙ্গ জন্মগ্রহন করে, তখন পিতা মাতার জন্য বড় দু:খের কারণ হয়। এমন পরিস্থিতিতে ওয়াকফে নওতে অন্তর্ভূক্ত হয় না। যদিও এটি পিতা-মাতার জন্য দ্বিগুন দু:খ, আল্লাহ্ তা'লা এমন পিতা মাতার অন্য কোন মঙ্গল করুন অথবা উত্তম প্রতিদান হিসাবে অন্য সন্তান দান করুন।

অত:পর তদ্রুপ কোন কারণে যখন পিতা-মাতার নেযামে জামা'ত থেকে বহিস্কৃত এর শাস্তি হয়, সাধারনত এটিই হয় যে, জামা'তের কথা মানেনি বা কোন রীতি-নীতি ভঙ্গ করেছে, তখন তাদের সন্তানদের নামও তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। এ কারণে যে পিতা-মাতা নিজে নিজেকে এ মানদন্ডে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, জামা'তের পূর্ণ আনুগত্য এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার সম্মান রাখতে অসমর্থ হয়েছে, সে নিজের সন্তানের কি তরবিয়ত করবে। তাই ওয়াকফে নও সেক্রেটারীগণ এটিও নোট করে নিন, যদি কোথাও কারো সম্পর্কে এমন শাস্তির কোন বিষয় ঘটে, তাহলে সংগে সংগে কেন্দ্রকে অবগত করুন। এটি সেক্রেটারী ওয়াকফে নওদের কাজ।

যেভাবে আমি পূবেই বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে পূর্বে অনুমতি নিয়ে নিন। আর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহন করে নিয়েছেন, নিজের ওয়াকফে থাকাও নিশ্চিত করেছেন, তাদের জন্যও আবশ্যক সময়ে সময়ে জামা'তের সাথে যোগাযোগ রাখবেন যে, এখন আমরা কাজ করছি, আর এত সময় যাবত লেগে আছি। বর্তমানে অধিকাংশকে নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। জামা'তের যখন প্রয়োজন হবে ডেকে নেয়া হবে। কিন্তু তাদের কাজ হবে প্রতি বছর এটি অবগত করা। তেমনি অন্য পেশার লোক, যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি কিন্তু অন্য পেশায় বিভিন্ন রকমের দক্ষতা রাখেন, তাদের মধ্যেও পেশাগত ট্রেনিং বা ডিপ্লমা ইত্যাদি সম্পন্ন করার পরে অবগত করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা সকল ওয়াকফে নও ছেলে মেয়েদের জামা'তের জন্য কল্যানকর সত্বা বানিয়ে দিন আর আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা ঐ সকল লোক, যারা জামা'তের আমানত, জাতির আমানত, তাদের উত্তম ভাবে তরবিয়তও করতে পারি। জামা'তের জন্য কল্যাণকর-সত্বা তৈরিতে তাদের সাহায্যও করতে পারি।

অনুবাদ : ***মওলানা বশিরুর রহমান***
মুরব্বী সিলসিলাহ্

(সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে খুতবা না পাওয়ার ফলে নতুন খুতবা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি, তাই আমরা আন্তরিকভাবে দু:খিত)

To Watch Friday Sermon Regularly

Pleace visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৬)

পুস্তকাবলী, মালফুজাত (উপদেশাবলী) এবং পত্র–পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে কলমের জিহাদের দৃষ্টান্ত ঃ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন "তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক কর যা সর্বাধিক উত্তম" (সূরা নহল :১২৬)। "সেই ব্যক্তিই ধ্বংস হয়, যে দলিল–প্রমাণ দ্বারা ধ্বংশ হয়েছে এবং সেই ব্যক্তিই জীবিত হয়, যে দলিল–প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করেছে" (সূরা আনফাল: ৪৩)। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)–১৯০৮ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কর্মময় জীবন যাপন করেন এবং ইসলামের স্বপক্ষে তিনি বহু তথ্যসম্বলিত ছোট বড় প্রায় ৯১ খানা পুস্তক প্রণয়ন করে গেছেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা নিজ ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে "সুলতানুল কলম" (লেখনী সম্রাট) বলে সম্বোধন করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি লিখেছেন, "এই অধমের নাম আল্লাহ্ তা'লা 'সুলতানুল কলম' রেখেছেন এবং আমার কলমকে 'যুলফিকারে আলী' উপাধি প্রদান করেছেন।" এ ব্যাপারে তিনি উল্লেখ করেছেন "এই অলীর পুস্তকাবলী হযরত আলী (রা.)-এর তরবারী যুলফিকারের তুল্য, যদ্বারা ইসলামের শত্রুকে নাস্তানাবুদ করা হবে।" (তাযকেরা, পৃষ্ঠা: ৮২)। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)–ইসলামের স্বপক্ষে যে মূল্যবান পুস্তকাদি লিখে গেছেন তা অলৌকিক নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই সকল লেখার বিষয়বস্তুগুলো দ্বারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর লিখিত প্রত্যেকটি পুস্তকই হলো কলমের জিহাদের দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে এই সকল পুস্তকের সমাহার সেই 'রূহানী খাজায়েন' তথা আধ্যাত্মিক সম্পদ যা তিনি অকাতরে বিতরণ করেছেন। তাঁর লেখা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল।

* উর্দু ভাষায় প্রণীত হযরত মির্যা সাহেব (আ.)–এর মহা মূল্যবান (বড় আকারের কিতাব) পুস্তকাদির সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে আট হাজার চার শত চুয়ান্ন (৮৪৫৪)।

* তৎপ্রণীত (বড় আকারের কিতাব) আরবী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠার মোট সংখ্যা হচ্ছে দুই হাজার আট শত দুই (২৮০২)।

* তাঁর বক্তৃতা ও বিভিন্ন বিষয়াদিতে তাঁর উপদেশাবলী একত্রে সংকলন করে যে কিতাব প্রকাশিত হয়েছে তার নাম "মলফুযাতে মসীহে মাওউদ"। উক্ত কিতাব ১০টি খন্ডে চার হাজার পাঁচশত পনর (৪৫১৫) পৃষ্ঠা সম্বলিত।

* তাঁর লিখিত পত্রাবলী– ৯০,০০০ এর অধিক।

* হযরত মির্যা সাহেবের জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের অবগতির জন্য যেসব ইশতেহার (বিজ্ঞাপনসমূহ) প্রণয়ন করে দেশ-বিদেশে বিতরণ করে গেছেন, তার সংখ্যা হলো দুইশত পঞ্চাশটি (২৫০) ঐগুলোকে তিন খন্ডে বিভক্ত করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে, যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার পাঁচ শত (১৫০০)।

* সূরা ফাতেহার যে তফসীর তিনি লিখেছেন, তা প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার অধিক।

কলমের জিহাদের জন্য হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)–৯১ খানা পুস্তক (১৮৭৬ সন হতে ১৯০৮ সন পর্যন্ত) রচনা করেন। এই সকল পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপঃ [৭]

১। এক ঈসায়ীকে তিন সওয়ালাত কা জওয়াবঃ (একজন খৃষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তর)।

২। পুরানি তহরীরেঁঃ (আর্য সমাজীদের বিভিন্ন ধর্ম–বিশ্বাসের খন্ডন)।

৩। বারাহীনে আহমদীয়া (১ম খন্ড)ঃ (বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে লিখিত প্রমাণাদি যে কেহ খন্ডন করিবে, তাহার জন্য ১০,০০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞাপন)।

৪। বারাহীনে আহমদীয়া (২য় খন্ড)ঃ (এতে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের বহুবিধ আপত্তি খন্ডন করা হইয়াছে এবং ইসলামের সত্যতা ও অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থের তুলনায় কুরআনের

শ্রেষ্ঠত্বের তিনশত প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে)।

৫। বারাহীনে আহমদীয়া (৩য় খন্ড)ঃ (ঐ)।

৬। বারাহীনে আহমদীয়া (৪র্থ খন্ড)ঃ (ঐ)।

৭। সুরমাহ্ চশমায়ে আরিয়াঃ ('শাক্কুল কমর' (চন্দ্রের দ্বিখন্ডিত হওয়া)–এর মু'জেয়া সম্বন্ধে লালা মুরলী ধর নামক এক ব্যক্তি যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, তৎসমুদয়ের উত্তর)।

৮। শাহনায়ে হকঃ (পন্ডিত লেখরাম লিখিত "সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া কি হকিকৎ"-নামক পুস্তিকার প্রত্যুত্তর)।

৯। সবজ ইশতেহারঃ (প্রথম বশীরের মৃত্যুতে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের উত্তর)।

১০। ফতেহ ইসলামঃ (মসীলে মসীহ হওয়ার প্রমাণ এবং ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আহমদীয়া সম্প্রদায়কে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করার বর্ণনা)।

১১। তৌযীহে মরামঃ (এই পুস্তকে যুক্তি–তর্ক এবং অথরটি–মূলক প্রমাণাদি দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)–এর মৃত্যু সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং ফিরিশতাদের হকীকত সম্বন্ধে অপূর্ব বর্ণনা দান করা হইয়াছে)।

১২। এযালায়ে আওহাম (১ম খন্ড)ঃ (হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জেযাসমূহ এবং তাঁহার দ্বিতীয় আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রকৃত মর্ম)।

১৩। এযালায়ে আওহাম (২য় খন্ড)ঃ (হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ এবং গ্রন্থকার যে স্বয়ং মসীহ মাওউদ (আ.), উহার প্রমাণাদি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল আপত্তি খন্ডন)।

১৪। আল হক্ মোবাহাসায়ে লুধিয়ানাঃ (বাটালার (পাঞ্জাব) অধিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের সঙ্গে মুবাহাসা (তর্ক) প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নতের তুলনামূলক মর্যাদা সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পন্থা সম্পর্কিত বিশদ ব্যাখ্যা)।

১৫। আল হক মুবাহাসায়ে দেহলবীঃ (ভূপালের মৌলবী মোহাম্মদ বশীর সাহেবের সঙ্গে মুবাহাসায় "লা ইউমেনুন্না বিহি কাবলা মৌতেহি" শীর্ষক কোরআন শরীফের আয়াত প্রসঙ্গে পর্যালোচনা)।

১৬। আসমানী ফয়সালাঃ (মু'মিন (বিশ্বাসী)-এর চারটি লক্ষণ বর্ণনা করিয়া দিল্লীর মিঞা নাযীর হোসেন এবং বাটালার মৌলবী মোহাম্মদ হোসেনকে তৎসমুদয়ের সহিত তুলনা করিবার আহ্বান)।

১৭। নিশানে আসমানীঃ (মুসলিম জাতির স্বনামধন্য পুরুষদের কোন কোন ভবিষৎদ্বাণী বর্ণিত হইয়াছে, যাহা তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়াছে)।

১৮। আইনায়ে কামালাতে ইসলামঃ (ইহাতে "ইসলাম" শব্দ এবং ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এবং দীনে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কামালত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে)।

১৯। বারাকাতুদ দোয়াঃ (এই পুস্তকে দোয়া কবুল হওয়া ও ওহী–এলহামের বিরুদ্ধে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ সাহেবের মতের খন্ডন)।

২০। হুজ্জাতুল ইসলামঃ (খৃষ্টীয় ধর্ম–মতের খন্ডন)।

২১। সাচ্চাই কা এযহারঃ (আরব ও সিরিয়ার আলেমগণের এবং আব্দুল্লাহ আথমের চিঠি প্রসঙ্গে)।

২২। জংগে মুকাদ্দাসঃ (আবদুল্লাহ আথমের সঙ্গে তর্ক–যুদ্ধের বিবরণ ও পরিশেষে আথম সম্বন্ধে আসমানী নিদর্শনের ঘোষণা)।

২৩। শাহাদাতুল কুরআনঃ (এই পুস্তকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)–কুরআন শরীফ হইতে প্রমাণাদি দিয়া নিজের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন)।

২৪। তোহ্‌ফায়ে বাগদাদ ঃ (আরবী ভাষায় জনৈক বাগদাদী মৌলবীর আপত্তির জবাব এবং আরবী কবিতা সম্বলিত পুস্তক)।

২৫। কেরামাতুস সাদেকীনঃ (খোদা তা'লার প্রশংসা এবং রসুলাল্লাহ (সা.)–এর প্রশংসামূলক চারিটি আরবী কাসিদা (কবিতা) এবং সূরা ফাতেহার তফসীর)।

২৬। হামামাতুল বুশরা ঃ (হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ এবং এই যুগের অশান্তির উল্লেখ)।

২৭। নুরুল হকঃ (এই দুইটি পুস্তক আরবী ভাষায় উচ্চাঙ্গের গদ্য ও পদ্যে লিখিত হইয়াছে এবং যে এই গুলির উত্তর দিতে পারিবে, তাহার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার নির্ধারিত করা হইয়াছে)।

২৮। নুরুল হকঃ (ঐ)।

২৯। ইতমামুল হুজ্জতঃ (এই পুস্তক অর্ধেক উর্দু এবং অর্ধেক আরবীতে লিখিত হইয়াছে এবং মৌলবী রুসূল বাবার লিখিত "হায়াতুল মসীহ" এর খন্ডন করা হইয়াছে)।

৩০। সিররুল খোলাফাহ্ঃ (শিয়া মতবাদের খন্ডন)।

৩১। আনওয়ারুল ইসলামঃ (আব্দুদুল্লাহ আথম সংক্রান্ত ভাবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার বিস্তারিত বিবরণ এবং খৃষ্টধর্মের খন্ডন)।

৩২। যিয়াউল হকঃ (আথমের মনোভাব পরিবর্তনের পাঁচটি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে)।

৩৩। মিনানুর রহমানঃ (আরবীকে উম্মুল–লিসান (Mother of tongues বা ভাষার জননী) বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে)।

৩৪। নুরুল কুরআন (১ম খন্ড)ঃ (দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, কুরআন আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং রসূলে করীম (সা.)-এর রেসালতের প্রমাণাদি এতে দেওয়া হইয়াছে)।

৩৫। নুরুল কুরআন (২য় খন্ড)ঃ (খৃষ্টীয় ধর্ম মতের খন্ডন)।

৩৬। মায়্যারুল মোযাহাবঃ (ধর্মের সত্যতার মাপকাঠি)।

৩৭। সৎ বচন (ইহাতে দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, শিখ গুরু বাবা নানক মুসলমান ছিলেন)।

৩৮। আরিয়া ধরমঃ (হিন্দুদের ধর্ম–গ্রন্থ বেদের শিক্ষার পর্যালোচনা করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ইহা আল্লাহর অবতীর্ণ শিক্ষা হইতে পারে না)।

৩৯। ইসলামী উসুল কি ফিলাসফীঃ (ধর্ম সংক্রান্ত পাঁচটি সমস্যার ইসলামী সমাধান)।

৪০। আনজামে আথম (৪ খন্ড)ঃ (খৃষ্টধর্মের খন্ডনের প্রমাণাদি এবং আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হইবার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উত্তর)।

৪১। সেরাজে মুনীরঃ (কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার বিস্তারিত বিবরণ)।

৪২। ইসতেফতাহ (উর্দু) (লেখরামের চিঠিপত্র এবং তাহার সম্বন্ধে কৃত ভবিষৎদ্বাণী পূর্ণ হইবার বিস্তারিত বিবরণ)।

৪৩। হুজ্জাতুল্লাহ ঃ (আবদুল হক গযনবীর ভবিষৎদ্বাণীর পর্যালোচনা, আথমের উত্তর এবং আরবী কবিতা সম্বলিত গ্রন্থ)।

৪৪। তোহ্‌ফায়ে কায়সারীয়াঃ (ভারত সম্রাজ্ঞীর প্রতি স্ব স্ব ধর্মপালন ও প্রচারের এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ন্যায়-নীতির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তাঁহাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান)।

৪৫। জলসা আহ্বান ঃ জলসা সংক্রান্ত।

৪৬। মাহমদু কি আমীন ঃ (সন্তানের জন্য দোয়া) ।

৪৭। সেরাজুদ্দীন ঈসায়ীকে চার সওয়ালোঁকে জবাব ঃ (খৃষ্টধর্মের চূড়ান্ত খন্ডন)।

৪৮। কিতাবুল বারিয়াহ্‌ঃ (ডাক্তার মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমায় অলৌকিকভাবে মুক্তি লাভের বিস্তারিত বিবরণ)।

৪৯। আল বালাগঃ ('উম্মেহাতুল মোমেনীন' পুস্তকের উত্তর লিখিবার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ)।

৫০। জরুরতুল ইমামঃ (যুগের ইমামের প্রয়োজনীয়তা ও পরিচয়ের লক্ষণাবলীর বিবরণ)।

৫১। নযমুল হুদা ঃ (রসূলে করীম (সা.)-এর নাম "মুহাম্মদ" এবং "আহমদ" এর মর্ম, ইত্যাদি বিষয়ের বিষদ আলোচনা)।

৫২। রাজে হকীকৎঃ (হযরত মসীহর প্রকৃত ইতিহাস এবং মুবাহালার আসল উদ্দেশ্য)।

৫৩। কাশফুল গেতাঃ (বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে নিজের ধর্ম-বিশ্বাস এবং নিজের বংশের ইতিহাস জ্ঞাপন)।

৫৪। আইয়্যাম-উস-সোলেহঃ (দলিল-প্রমাণসহ দাবী এবং প্লেগের ভবিষৎদ্বাণী)।

৫৫। হকীকাতুল মাহদীঃ(ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলির পর্যালোচনা এবং রক্তপাতকারী মাহদী সংক্রান্ত বিশ্বাসকে অনৈসলামিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন)।

৫৬। মসীহ হিন্দুস্থান মেঁঃ(ক্রুশে বিদ্ধ হইবার দুর্ঘটনার পর মসীহ (আ.)-এর ভারতে আগমন প্রতিপন্ন করা হইয়াছে)।

৫৭। সেতারায়ে কায়সারিয়াঃ (নিজ বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে অবহিত করেন এবং তাঁহাকে ইসলাম কবুল করিবার আহ্বান)।

৫৮। তরইয়াকুল কুলুবঃ (কতকগুলি ভবিষৎদ্বাণী পূর্ণ হইবার বিস্তারিত বিবরণ)।

৫৯। তোহফায়ে গযনবিয়া ঃ (মিঞা আবদুল হক গযনবীর আপত্তিসমূহের প্রত্যুত্তর)।

৬০। রুইদাদে জলসায়ে দোয়াঃ (ট্রান্সভাল বিজয়ে দোয়া এবং আহতদের জন্য চাঁদার আবেদন)।

৬১। খুৎবায়ে এলহামিয়াঃ (আরবী ভাষায় কুরবানীর প্রকৃত মর্ম এবং কতকগুলি আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা)।

৬২। লুজ্জাতুন-নূরঃ (গ্রন্থকার দৃঢ়বিশ্বাস এবং ধর্ম জ্ঞানের যে স্রোত ঈমানের ক্ষেত্রে আনিয়াছেন, তাহা আরব, সিরিয়া বাগদাদ, ইরাক এবং খোরাসানের উলামাকে সেই শুভ সংবাদ দানের চিঠি)।

৬৩। গভর্ণমেন্ট ইংরেজী আওর জেহাদঃ (জেহাদের প্রকৃত মর্ম বর্ণনা)।

৬৪। তুহফায়ে গোলড়বিয়াঃ (পীর মেহের আলী শাহ এবং অন্যান্য উলামার আপত্তিসমূহের প্রত্যুত্তর)।

৬৫। আরবাইন (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ)ঃ (রসূলগণের সত্যতার নিদর্শন এবং মানুষকে একটি নেয়ামতের (দানের) প্রতি আহ্বান)।

৬৬। এজাযে মসীহঃ (আরবী ভাষায় সূরা ফাতেহার তফসীর এবং গোলরভী প্রভৃতি আলেমদিগকে ইহার সমতুল্য তফসীর লিখিবার আহ্বান)।

৬৭। এক গলতি কা ইযালাঃ (যিল্লি বা উম্মতী নবুয়তের বিশদ ব্যাখ্যা)।

৬৮। দাফেউল বালাঃ (প্লেগ হইতে বাঁচিবার উপায় এবং কতকগুলি আপত্তি খন্ডন)।

৬৯। আল হুদাঃ (আরবী ভাষায় "আলমিনার" নামক পুস্তিকার খন্ডন)।

৭০। নযূলুল মসীহঃ (তাঁহার সত্যতার লক্ষণ এবং পীর গুলড়বীর লিখিত পুস্তক " সায়ফে চিশতিয়াই"-এর প্রকৃত স্বরূপ ও মর্ম ব্যাখ্যা)।

৭১। কিশতিয়ে নূহঃ (প্লেগ হইতে বাঁচিবার উপায় এবং আহমদীয়া সিলসিলার শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা)।

৭২। তুহফাতুন নদওয়াহ্‌ঃ (নদওয়াহ-এর উলামাকে আহ্বান)।

৭৩। এজাযে আহমদীঃ (অনবদ্য আরবী কবিতা সম্বলিত লেখা এবং মৌলবী সানাউল্লাহ প্রমুখ উলামাকে তদ্রূপ কবিতা লিখিতে পারিলে টাকা দশ হাজার পুরস্কার দিবার ঘোষণা)।

৭৪। রিভিউ বর মুবাহাসা বাটালবী ও চকরালবীঃ (কুরআন, সুন্নত এবং হাদীস সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ)।

৭৫। মওয়াহিবুর রহমানঃ (স্বীয় সত্যতার নিদর্শণ এবং কতকগুলি ভবিষৎদ্বাণীর বিস্তারিত আলোচনা)।

৭৬। নাসীমে দাওয়াতঃ (হিন্দু ধর্মের মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা)।

৭৭। সনাতন ধর্মঃ (আর্য সমাজীদের ধর্মমত খন্ডন)।

৭৮। তাযকিরাতুস শাহাদাতায়েনঃ (কাবুলে মিঞা আবদুর রহমান এবং সাহেবযাদা আবদুল লতীফ মহোদয়গণের শাহাদাত বরণ প্রসঙ্গে)।

৭৯। সিরাতুল আবদালঃ (আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের লক্ষণ সম্বন্ধে অতি বাগ্মিতাপূর্ণ আরবী পুস্তক)।

৮০। লেকচার লাহোরঃ (ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করত: ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন)।

৮১। লেকচার সিয়ালকোটঃ (গ্রন্থকার ইহাতে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন এবং হিন্দুদের জন্য প্রতিশ্রুত কৃষ্ণ হইবার দাবী করিয়াছেন)।

৮২। আহমদী আওর গয়ের-আহমদী মে ফরকঃ (আহমদী এবং গয়ের-আহমদীর মধ্যে পার্থক্যমূলক বিষয়াবলীর বিবরণ)।

৮৩। লেকচার লুধিয়ানাঃ (লুধিয়ানায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় আলোচনা প্রসঙ্গে)।

৮৪। আল ওসীয়্যতঃ (নিজের মৃত্যু সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, বেহেশতী মাকবারা ও নিযামে ওসীয়্যত স্থাপন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর 'কুদরতে-সানীয়া' তথা খেলাফত প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঐশী সংবাদ ও জামা'তের প্রতি উপদেশাবলী)।

৮৫। চশমায়ে মসীহীঃ ("এনাবিউল ইসলাম" নামক পুস্তিকার উত্তর)।

৮৬। তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়াঃ (পাঁচটি ভূমিকম্প হওয়া সম্বন্ধে ভবিষৎদ্বাণী)।

৮৭। কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হামঃ (আর্য সমাজীদের ধর্মমতের খন্ডন)।

৮৮। বারাহীনে আহমদীয়া (৫ম খন্ড)ঃ (মো'যেজা (অলৌকিক ক্রিয়া) কাহাকে বলে এবং বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিত

ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কীরূপে পূর্ণ হইয়াছে, উহার বিস্তারিত আলোচনা)।

৮৯। হকীকাতুল ওহীঃ (এলহাম এবং ওহীর ব্যাখ্যা এবং ২০৮টি নিদর্শন সম্বলিত পুস্তক)।

৯০। চশমা'য়ে মা'রেফতঃ (আর্য সমাজীদের ধর্ম-মতের খন্ডন এবং কুরআন শরীফ এবং রসূলে করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত আপত্তি-সমূহের খন্ডন)।

৯১। পয়গামে সুলেহঃ (হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আহ্বান)।

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর মৃত্যুর মাত্র একদিন পূর্বে যে পুস্তকটি রচনার কাজ শেষ করেছিলেন তার নাম "পয়গামে সুলেহ"। সুতরাং তিনি যে 'লেখনী সম্রাট' ছিলেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি নিজেই লিখে গেছেন ঃ

"ইসলামের শত্রুগণকে আমি কুরআন শরীফের অকাট্য যুক্তি দ্বারা হেস্তনেস্ত করে দিয়েছি এবং ইসলামের নূরকে কলমের মাধ্যমে প্রদর্শন করে সবাইকে অপরাধী সাব্যস্ত করে লাঞ্ছিতের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছি এবং এভাবে ইসলামের সকল শত্রুদের অন্তরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছি।" (দুররে সমীন)।

তিনি নিজ দাবীর সত্যতার সম্পর্কে বলেছেনঃ সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্, যাকে আরেকভাবে খোদার ঐশী গ্রন্থসমূহে মসীহ্ মাওউদ বলা হয়েছে- তাঁকে শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হবে। আর শয়তানী-বাহিনী এবং মসীহ্‌র মাঝে এটাই শেষ যুদ্ধ হবে। সেদিন শয়তান তার সমস্ত শক্তিসহ, সব বংশধরসহ, সর্বপ্রকার পরিকল্পনাসহ এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবে।

ভাল এবং মন্দের মাঝে পৃথিবীতে এমন যুদ্ধ কখনও হয় নি, যেমনটি সেদিন হবে। কেননা, সেদিন শয়তানের ষড়যন্ত্র আর শয়তানী জ্ঞান-গবেষণা উন্নতির চরম শীর্ষে উপনীত হবে। যত পন্থায় শয়তান মানুষকে বিপথগামী করতে পারে, সেই সব পদ্ধতি সেদিন সহজলভ্য হবে। তখন প্রচন্ড এক যুদ্ধের পর যা প্রকৃতপক্ষে একটি আধ্যাত্মিক যুদ্ধ- খোদার মসীহ বিজয় লাভ করবেন আর শয়তানী শক্তি ধ্বংশপ্রাপ্ত হবে। আর এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত খোদার মাহাত্ম্য, মহিমা, পবিত্রতা ও একত্ববাদ পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে।" [লেকচার লাহোর]

হযরত আহমদ (আ.) আরো বলেনঃ "অস্ত্র-যুদ্ধের দ্বারা ইসলামের বিজয়ের মধ্যে তেমন কোন সার্থকতা নেই। পবিত্র কুরআনের অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে রূহানী কামালাত (উৎকর্ষ) প্রদর্শনকারী মোজাহেদগণ দ্বারা মানব হৃদয়ের ওপর যে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার হয়, অথবা যে বিজয় সংঘটিত হয়, উহাই প্রকৃত-বিজয়। ইসলামের জন্য বর্তমানে যে রূহানী-বিজয় হতে চলেছে, তা দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী 'ইয়াজাউল হারব' (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ যুদ্ধ রহিত করবেন) বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য।"- (এযালায়ে আওহাম, ২য় খন্ড)।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ

"আজ ইসলামের ওপর কোনরূপ ধর্মীয়-যুদ্ধ চাপানো হচ্ছে না, বরং ইসলাম সংবাদপত্র ও গণমাধ্যগুলোর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ কারণে বর্তমানে জিহাদ হচ্ছে, সত্য ও শান্তিপূর্ণ ইসলামের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ বই-পুস্তক প্রকাশ করা। এটিই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় করে যাচ্ছে। আমরা ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষামালা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করে চলেছি।"...."আমাদের সমস্ত শিক্ষা ও প্রত্যেক বিশ্বাস অত্যন্ত স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত। সেগুলো আমাদের প্রকাশনা ও ওয়েবসাইটগুলোতে খুবই সহজলভ্য। আমাদের মিশনারীগণ যে কোন সময় যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সদা প্রস্তুত। আমরা আমাদের কোন বিশ্বাস কখনো গোপন করি নি এবং ভবিষ্যতেও কখনো করবো না।"

[পাক্ষিক আহমদী, ১৫/০১/২০১৪ইং এবং সিংগাপুরে প্রদত্ত ২৮/০৯/২০১৩ইং মূল ইংরেজী ভাষণ দেখুনঃ alislam.org]

[চলবে]

প্রকাশিত হয়েছে

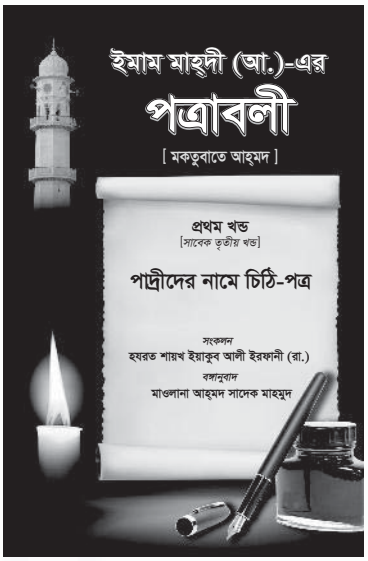

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই তিনটির মূল্য একত্রে ১৭৫/- (একশত পচাত্তর টাকা)।

বই তিনটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

শান্তির নিলয় কাদিয়ান

মীর মোবাশ্বের আলী

গত বছর রোযার ঈদে, অর্থাৎ ২০১৩ সালের জুলাই মাসে, ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে প্রায় আট দিন ছুটি পেয়ে যাই। আবার সে সময় আমার ছেলের পরিবার, নাতি নাতনিসহ ঈদ উপলক্ষে একত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সব মিলিয়ে মনস্ত করি, কাদিয়ান যাব। বুড়ো মানুষ, একা একা চলা ফেরার অসুবিধা, ভ্রমণে একটু একটু দ্বিধা, আল্লাহ্ তাও দূর করে দিলেন। জনাব মোতাহার চৌধুরী, আনন্দে আমার ভ্রমণ সাথী হতে রাজি হলেন। তারও কাদিয়ান যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রচুর।

আমাদের ভ্রমণ পথ (Itinerary) হয় এরকম-ঢাকা থেকে প্লেনে কলিকাতা। সেখানে একদিন থেকে দিল্লী। পরে কাদিয়ান। আর ফেরার পথে দিল্লী হয়ে সরাসরি ঢাকা। আমরা ৭ই জুলাই কলিকাতা থেকে দিল্লীর পথে রওনা হই। বিকাল ৩ টার দিকে দিল্লী বিমান বন্দরে পৌঁছাই। সেখানে বিভিন্ন লোককে কাদিয়ানে যাওয়ার সহজ উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে দেখা যায় অনেকে কাদিয়ান সম্বন্ধে জানে অনেকে জানে না। তবে শিখরা কাদিয়ান ও আহমদী সম্বন্ধে মোটামুটি অবহিত। সিকিউরিটির এক শিখ-সিপাহিকে প্রশ্ন করলে সে উত্তর করে যে সে জানে সেখানে (কাদিয়ানে) নানা রকম অনুষ্ঠানাদি হয়। সবচাইতে বিখ্যাত হচ্ছে সালানা জলসা। বাৎসরিক জলসা, ধর্মীয়-অনুষ্ঠান ছাড়াও একটি সামাজিক ও বানিজ্যিক কর্মকান্ড। রিসর্ট এলাকায় ব্যবসায়ীরা যেমন টুরিস্ট আগমনের অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকে, তেমনি কাদিয়ানেও লোকজন জলসার অপেক্ষায় থাকে।

দিল্লী এয়ারপোর্ট থেকে, বাস যায় জলন্ধর হয়ে অমৃতসর পর্যন্ত। শহরে বাসষ্ট্যান্ড থেকে অনেক বাসও যায়। আবার ট্রেনেও দিল্লী থেকে অমৃতসর যাওয়া যায়। বাস কোম্পানীর নাম কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল- কেন এরকম নাম ঠিক বুঝা গেল না। তবে বাসটি খুবই ভাল–বিরাট (৫০ সিট মার্সিডিজ কোম্পানীর) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আমাদের একটা ধারণা কাদিয়ান যেতে হলে অমৃতসর হয়ে অথবা বাটালা হয়ে কাদিয়ান পৌঁছতে হয়। তবে জলন্ধর থেকে বরং আরও কম সময়ে কাদিয়ান পৌঁছানো যায়, টেক্সিতে ঘন্টা দুই লাগে।

আমরা এই বাসে ১৩০০ টাকা করে টিকিট কিনে প্রায় ১১ ঘন্টায় অর্থাৎ খুব সকালে জলন্ধর শহরে পৌঁছাই। আমাদের জন্য কাদিয়ান থেকে আসা ট্যাক্সি সেখানে অপেক্ষা করছিল। আহমদী ড্রাইভার, যে কাদিয়ানে ট্যাক্সি চালায়, আগে থেকে টেলিফোন করে আনান হয়েছিল। এ কাজটা তিনি নিয়মিত করেন অর্থাৎ জলন্ধর বা অমৃতসর থেকে যাত্রী কাদিয়ান নিয়ে যান-তিন চার জন যাত্রির ভাড়া ১৫০০ টাকা। আমরা ৮ জুলাই সকাল ৯ টার দিকে কাদিয়ান পৌঁছাই।

খুবই ছোট গ্রামাঞ্চল হলেও কাদিয়ানের তাৎপর্য্য অপরিসীম। এই স্থান আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুত প্রেরিত-পুরুষ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্মস্থান, আর তিনিই মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আবির্ভূত ইমাম মাহ্দী। তাঁর পবিত্র নাম মির্যা গোলাম আহমদ এবং পুণ্যভূমি কাদিয়ান গ্রামে জন্ম বলে তাঁর নামের সঙ্গে কাদিয়ানী যুক্ত হয়ে হয়েছে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। এই পবিত্র নাম-এর ঐতিহাসিক ভৌগলিক-অবস্থান বহু ভবিষ্যদ্বাণীর অংশ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ বা নিদর্শন স্বরূপ।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে "মাহ্দী (আ.) কাদেয়া নামক গ্রাম হইতে আবির্ভূত হইবেন" (জাওয়াহেরুল আসরার, পৃষ্ঠা ৫৬)

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে "মসীহ্ দামেস্কের পূর্বদিকে আবির্ভূত হবেন। কাদিয়ান অবশ্যই দামেস্কের পূর্বদিকে, তবে প্রনিধান যোগ্য বিষয় হচ্ছে, দামেস্ক থেকে সোজা নাক বরাবর পূর্বদিকে হাটতে থাকলে একজন লোক কাদিয়ান হিট করবে বা কাদিয়ান পৌঁছবে। এর মানে হচ্ছে দুটি জায়গা একই অক্ষরেখায়। এটা মসীহ্ মাওউদের সত্যতার যুক্তি অনেক বেশী জোরদার করে ও উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করার মত বিষয়।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর একটি এলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে কাদিয়ানে এত লোক

মিনারাতুল মসীহ্

সমাগম হবে যে, রাস্তা ক্ষয়ে গর্ত হয়ে যাবে ও কাদাময় হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র মামুর বা প্রেরিত-পুরুষ যেখানে জন্ম নেন ও প্রচার করেন, সেখানকার জয় জয়কার অবশ্যম্ভাবী, ভবিষ্যতে সেখানে বিশাল জনসমাগমের নিদর্শন দেখা যাবেই। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর আক্ষরিক-পূর্ণতা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। ১৯৯১ সালের সালানা জলসায় খলীফা রাবে মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) কাদিয়ানে এসেছিলেন। সেই জলসায় অভূতপূর্ব আনুষ্ঠানিকতা ও বহুল উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রায় দুই শত লোক এই জলসায় যোগ দেন। মোট যোগদানকারী ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। কাদিয়ানের রাস্তায় যানবাহন বেশী না থাকায় অধিকাংশ লোক রাস্তায় হেটে চলাফেরা করতে থাকে। এজন্য রাস্তা এবরো থেবরো ও গর্ত হয়ে যায় এবং বৃষ্টি হওয়ায় তা কর্দমাক্ত হয়ে পরে। ফলে মসীহ্ মাওউদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এখন অবশ্য কাদিয়ানে অনেক পাকা রাস্তা, তবে প্রান্ত এলাকায় কাচা রাস্তাও আছে।

উল্লেখ্য যে পবিত্র কুরআনে সূরা হজ্জের ২৮নং আয়াতে বলা হয়েছে "তারা তোমার কাছে পায়ে হেটে আসবে এবং এমন বাহনেও (আসবে), যা দীর্ঘ সফরের ক্লান্তির দরুন জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে। এগুলো দূরদূরান্ত থেকে গভীর (গর্ত হয়ে যাওয়া) রাস্তা দিয়ে আসবে"। (আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কুরআন মজীদের অনুবাদ পৃ: ৬৮৮)

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জন্ম ও প্রায় সকল কর্মকান্ডের স্থল কাদিয়ান। তাঁর উপস্থিতির মহিমায় এই ছোট গ্রাম এক অসাধারণ তাৎপর্য লাভ করে। ধর্ম-চর্চ্চাত বটেই, আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত মানুষের কাছে থাকার জন্য মানুষ কাদিয়ানে হিজরত করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান সাহেবও বাংলা ছেড়ে বসবাস করার জন্য কাদিয়ানে বাড়ি করেন।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) লাহোরে মৃত্যুবরণ করলেও তাকে কাদিয়ানেই সমাধিস্থ করা হয়। প্রথম খলীফা হযরত হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) তার নেতা মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর এক কথায়, নিজ গ্রাম ভেরা, যেখানে নিজ ভবন তৈরী করছিলেন; তা ছেড়ে কাদিয়ান থেকে যান। খলীফা হিসাবে তার নির্বাচন হয় কাদিয়ানে। সেখানেই তার মৃত্যু হয় ও তাকে কবর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় খলীফা মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ও কাদিয়ানেই নির্বাচিত হন। কাদিয়ানে আহমদীয়াতের সবটা-সময় এরকম চলে নাই। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের সময় পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ হিংস্রতা ও মারামারির খেলা শুরু হয়। হাজার হাজার লোককে কচুকাটা করে, মৃতদেহ সীমান্তে ও অন্যপাড়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বায়তুদ্দোয়ায় নামাযরত লেখক

এই গণহত্যা ও হিংস্রতারর সময় কাদিয়ানে আহমদী মুসলমানদের কেউ নিহত হয় নাই। এরজন্য দায়ী ছিল কাদিয়ানবাসীদের এতায়াত (আনুগত্য), শৃঙ্খলা ও ঐশী-খলীফার অসাধারণ দূরদর্শিতা ও নেতৃত্ব, এতে আহমদী যুবকদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। তারা অসাধারণ শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও প্রেরণার আদর্শে পাহাড়া দেওয়া থেকে শুরু করে, কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। ফলে আহমদীরা সবাই সংঘবদ্ধ ভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে হিজরত করে। কিছু লোক কাদিয়ানে সেখানকার ঐতিহাসিক স্থাপনা, নিদর্শনাবলী, সম্পত্তি রক্ষা ও দেখাশুনার জন্য থেকে যান। এদের সংখ্যা ছিল ৩০৩ জন এবং তাদেরকে 'দরবেশ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এরা পরবর্তীতে বিশেষ বুযুর্গ ও দ্বীনি-ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত হন। এদের মধ্যে তিন জন ছিলেন বাংলাদেশী। একজনের নাম আবদুল মুতালিব, আর একজন হচ্ছেন, হাফেজ আতাউর রহমান। তিনি তার পিতাসহ কক্স বাজারের রামু এলাকা থেকে দিল্লী যান। তিনি ধার্মিক, পীর-বংশের সন্তান ছিলেন। তারা উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারে দিল্লী গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ইমাম মাহ্‌দীর খবর পান ও যাচাই করে বয়আত করেন বা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি আহমদীয়াতের শিক্ষা, যুক্তি ও সৌন্দর্যে এতটাই মুগ্ধ হন যে, তিনি তার পিতাকে দেশে পাঠিয়ে নিজে কাদিয়ান চলে যান এবং বাকি জীবন সেখানেই থেকে যান। তিনি আর কখনো দেশে ফিরেন নাই। তার পরিবার আজও কাদিয়ানেই আছেন ও জামাতের কাজে সম্পৃক্ত। তার এক ছেলে গেষ্ট হাউজে কর্মরত।

এরপর যার কথা বলতে চাচ্ছি তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। তিনি ছোট বেলায় সরাইল মীর বাড়ি অর্থাৎ আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তিনি খুব কম বয়সে বয়াত করে বিরোধিতার শিকার হন। বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলে আমার দাদা মীর সেকান্দর আলী সাহেব তাকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেন। তিনি বাড়ির ছেলের মতই লেখাপড়া ও কাজকর্ম করতেন। তিনি খুবই সৎ-স্বভাব ও নেক-প্রকৃতির হওয়ায় দাদার প্রীতি অর্জন করতে সক্ষম হন। কাদিয়ানে তার ছেলের মুখ থেকে শোনা বিবরণ শুনে মুগ্ধ হই। আমার দাদার হার্নিয়া রোগ ছিল। একবার তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বাথ টাবে গরম পানিতে শরীর ডুবিয়ে কাৎরাচ্ছিলেন। বালক মুতালিব তার হাত ধরে ছিলেন। দাদা দোয়া করেন যে, আল্লাহ্ আমি বুঝতে পারছি আমার অন্তিম কাল উপস্থিত, কিন্তু আমি যেন এভাবে অসুন্দর ভাবে যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে না মরি। এর কয়েকদিন পরে তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। মোতালেব সাহেব তার শয্যার পাশেই ছিল। দাদার শরীর পা থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে থাকে এবং তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই অতি শান্তিপূর্ণ ভাবে পরলোকগমন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমার দাদা তার ছেলেদের ডেকে বলেছিলেন, মোতালেব যদি স্ব-ইচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে না যায়, তবে যেন কোনদিন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া না হয় বা যেতে বলা না হয়। মোতলেব সাহেব বেশী দিন থাকেন নাই। তিনি ধর্মীয় শিক্ষালাভ করে মুয়াল্লেম হওয়ার জন্য চলে যান। তিনি মুর্শিদাবাদে দীর্ঘ দিন মোয়াল্লেম হিসাবে কাজ করেন ও বড় জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। কাদিয়ানে প্রায় দুই শত বাংলা ভাষাভাষি লোক আছে। তাদের বেশীর ভাগই মুর্শিদাবাদ এলাকার। একজন মুর্শিদাবাদী আহমদী রিক্সা চালান। তিনি আমাদেরকে মোতালিব পরিবারের লোকদের বাড়ি নিয়ে যান দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য।

একটা ঘটনা শুনাচ্ছি, যেটা মোতালিব সাহেবের মেজ ছেলের কাছ থেকে শোনা। মোতালিব সাহেব মুর্শিদাবাদ থেকে স্থায়ী ভাবে কাদিয়ান যাওয়ার জন্য সব বাঁধা-ছাধা করে নিয়েছেন। দুপুর বেলা একটার সময় ট্রেন। এমন সময় সাড়ে দশটার দিকে ৭/৮ জন যেরে তবলীগ আসেন, যাদের কেউ কেউ তার পূর্ব পরিচিত। তিনি তার যাত্রার কথা বলা প্রয়োজনীয় মনে না করে তাদেরকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন ও নিজের টিকেট ফেরত দেন। এই ৭/৮ জনের মধ্যে একজন তখনই বয়আত করেন; মোতালেব সাহেব পরের দিন কাদিয়ান যাত্রা করেন। প্রচারের প্রতি তার অনুরাগ (commitment) এতটাই ছিল।

আমরা সকাল ৯টার দিকে কাদিয়ান পৌঁছাই। আহমদী ড্রাইভার, যার কথা আগে বলা হয়েছে, আমাদের নতুন গেষ্ট হাউজে নিয়ে যায়। গেষ্ট হাউজটা বেশ বড় হোষ্টেলের মত, যাতে অনেক লোকের সঙ্কুলান হয়। আমার সঙ্গী মোতাহার চৌধুরীর রুমটি পছন্দ হয় নাই। তিনি গিয়ে পুরান গেষ্ট হাউজে থাকার ব্যবস্থা করে আসেন। এটা নবায়ন করা হয়েছে। বড় রুম, ভাল ফিক্‌চার, এয়ার কন্ডিশন, বসার লাউঞ্জ, মোটকথা একেবারে হোটেল-স্যুটের মত। সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে মসজিদে মোবারক থেকে এক ফার্লং-এরও কম দুরত্বে। কাদিয়ানে পদার্পন করলে মনে হয় যেন বেহেশ্‌তে পদার্পণ করেছি। বেহেশ্‌তের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশান্তি, 'সালামুম কাউলান মির রাব্বির রহিম' (সূরা ইয়াসিন : ৫৯) বার বার কৃপাকারী প্রভু প্রতি পালকের পক্ষ থেকে বাণী হবে সালাম; এবং মূল সুর বা কথাই হচ্ছে সালাম বা শান্তি।

মসজিদ মুবারকের একাংশ

কাদিয়ানেও তাই। আহমদী হিসাবে কাদিয়ানে পদর্পণ করলেই মনে হবে শান্তির রাজ্যে পদার্পণ করেছেন। জীবনে অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে আরও চাওয়া, প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া। এখানে এরকম কিছুই নাই। আছে সন্তুষ্টি আর এতায়াত (আনুগত্য)। প্রত্যেকেই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট। আজ কিছুটা অতৃপ্তি হলেও পরে অসাধারণ ধৈর্য্যের ফলে অশান্তি দূর হয়ে যায়। মনে করুন, একজন কর্মচারী তার বাড়ি সংস্কারের জন্য স্থান চেয়ে স্থান পেল না, সে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে ধৈর্য্য ধরবে। পরের বছর পাবে, না হয় তার পরের বছর পাবে, যদি একেবারেই না পায়, তাহলে মনে করবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয় এ সময় সে এ কাজ নিয়ে ডুবে থাকুক। তার প্রচেষ্টা অন্য কিছুতে প্রয়োগ করলে হয়ত তা বেশী ফলপ্রসূ হবে।

এ বিষয়টা যুবক বা খোদ্দামের বেলায় বেশী প্রযোজ্য। কেননা তারাই বেশী প্রতিযোগিতামূলক ও কোন কিছু অর্জনের প্রয়াশী এবং ব্যর্থতায় নৈরাশ্য ও অশান্তি ভোগ করে। কিন্তু কাদিয়ানের মনে হয় এটাই সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য যে, এটা সকলের জন্য শান্তির আবাসস্থল। কাদিয়ানে অর্থাৎ এই এলাকায় বসবাসকারীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। এর মধ্যে পাঁচ হাজার আহমদী, অর্থাৎ শত করা দশ ভাগ আহমদী। বাকিদের প্রায় সবাই শিখ ও হিন্দু। লোকসংখ্যা মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ হওয়া সত্বেও আহমদীরা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণে শিষ্টতার জন্য এই জনসংখ্যা সবার প্রশংসার পাত্র। প্রথম না হলেও আহমদীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা হচ্ছে ভারতে। সারা ভারতের জাতীয় কেন্দ্র- আহমদী জাতীয় হেড কোয়াটার্স হচ্ছে কাদিয়ান। কাজেই এখানে বহু কর্মচারী ও কর্মকর্তা রয়েছেন। তাছাড়া বহু লোক শেষ-জীবন মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জন্মস্থানে কাটাতে আসেন। তারা শুধু আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য দোয়া করেই সময় কাটিয়ে দেন। কাদিয়ানে প্রায় দুইশত বাংলা ভাষাভাষি লোক আছে। তাদের বেশীর ভাগই পশ্চিম বাংলার, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের।

এক সময়, অর্থাৎ দেশ বিভাগের আগে (১৯৪৭) কাদিয়ান বিশেষ জনবসতি (settlement) হিসাবে গড়ে উঠে, যেখানে আহমদীদের বা মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অনুসারীদের একটা বিশেষ অবস্থান বা প্রাধান্য ছিল। যদি শুধু মাত্র পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়, তাহলেও বলা যেতে পারে কাদিয়ান খুবই সাজানো গোছানো, বিশেষ উন্নত ও পরিশীলিত। পেশাগত বিচারেও কাদিয়ানের এ দিকটার প্রশংসা অনেক বিদেশী লোকও করে গেছে। বলা যেতে পারে কাদিয়ানের আদলেই রাবওয়া পরিকল্পিত হয়। প্যাটরিক নামে একজন ইংরেজ ভূগোলবিদ, যে তার বিখ্যাত বই 'Political Geography of Indo-pak Sub continent' এ উল্লেখ করেন, রাবওয়া পরিকল্পনার দিক থেকে সারা বিশ্বে না হলেও এশিয়াতে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এর কারণ জামা'তের কর্মকান্ড খলীফার একক নেতৃত্বে পরিচালিত। তাই লে আউট বা লোকজ-স্থাপনা একটা বিশেষ চিন্তা বা পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে পারে। যেমন কাদিয়ানে মসজিদে মুবারক ও মসজিদে আকসা ছাড়া আরও চৌদ্দটি মসজিদ আছে; উল্লেখ্য যে, সব কটিই আহমদী মসজিদ। কাদিয়ানে সুন্নি বা অন্য ফিরকার মুসলমান নেই বললেই চলে। মসজিদই হচ্ছে মহল্লার প্রাণকেন্দ্র এবং সবকটাতে বাজামাত ওয়াক্তি নামায হয়, কোন বেতন ভোগী ইমাম বা মুয়াজ্জিন ছাড়া।

একটা বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করছি যে, এরকম একটি মসজিদ থেকে কেন্দ্রীয় ভাবে মাসে দুইবার অর্থাৎ দুই সপ্তাহ পরপর গরুর মাংস ভিতরণ করা হয়।

বেহেশতী মাকবেরা

এইজন্য আট, দশটা গরু জবাই করা হয় ও পাঁচ হাজার লোক বা প্রায় এক হাজার পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে ৭৫০ গ্রাম করে মাংস দেওয়া হয়। সবাই উৎসাহের সঙ্গে এই মাংস নিতে আসেন।

কাদিয়ানের যানবাহন সম্বন্ধে বলতে হয়। এখানে কোন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ বাস বা স্কুটার নাই। সামান্য কয়েকটা পাডেল রিক্সা আছে। বেশ কিছু প্রাইভেট মটর গাড়ি আছে। লোকজন বেশীর ভাগ বাইক বা মোটর বাইকে চলাচল করে। এটা লক্ষ করার মত যে, আহমদী মহিলারাও বোরখা পরে বাইক ও মটর বাইকে চলাচল করেন। আগে কাদিয়ানের বেশীর ভাগই আহমদীদের অধিকারে ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের সময় অনেকটা হাত ছাড়া হয়ে যায়। এখনও আহমদী এলাকা বেশ বড় ও চিহ্নিত করা যায়। এই এলাকা খুব সাজান গোছান। তালিমুল স্কুল কলেজ, বিভিন্ন অফিস, কর্মচারীদের জন্য কলোনির মত বাসস্থান, অনেক অতিথি শালা (Gust House) বড় ছোট একক বাসস্থান ও প্রচুর মাঠ ও খোলা জায়গা মিলেই সবটা এলাকা। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিই স্বয়ং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজ বরকতময় হাতে প্রতিষ্ঠিত। যেমন ইংরেজি সাময়িকী Review of Religinos তিনি নিজ পবিত্র হাতে শুরু করেন, যা আজও ধারাবাহিক ভাবে ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিচ্ছে। এটা হয়ত পৃথিবীর সবচাইতে পুরাতন ক্রমাগত চলমান সাময়িক পত্রিকা।

কাদিয়ানে অনেক দেশী-বিদেশী লোক জামা'তের মাধ্যমে জায়গা কিনে রেখেছে। যেমন ইন্দোনেশীয় জামা'ত তাদের গেষ্ট হাউজ তৈরী করার জন্য অনেকটা জায়গা কিনে রেখেছে। বাংলাদেশেরও এরকম পরিকল্পনা আছে।

কাদিয়ানের মূল আকর্ষণীয় স্থান হচ্ছে ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় স্থাপনাগুলি। মসজিদে আকসা, মসজিদে মুবারক, মিনারাতুল মসীহ্, বাইতুদ্দোয়া, কাসরে নবুওয়ত ও বেহেশ্‌তী মাকবেরা এর অন্তর্ভুক্ত। মসজিদে আকসা ও মসজিদে মুবারক একেবারেই কাছাকাছি বা মিলিত (Combined structure) কাঠামো। মসজিদে আকসায় দরস দিলে তা মসজিদে মুবারকে বসে শুনা যায়। রোযার সময় করাও হয়েছিল তাই। মসজিদে আকসার ভেতরটা খুব বড় নয়। ষোল ফিট দূরে দূরে খিলান দিয়ে যোগ করা কলাম (Column), পূর্ব-পশ্চিমে আটচল্লিশ ফুট আর উত্তর দক্ষিণে লম্বায় একশত ষাট ফুটের মত। বাইরে বাধানো চত্বর। মসজিদে আকসার চত্বরে রয়েছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাবার কবর। আরও আছে মিনারাতুল মসীহ্। মিনারাতুল মসীহ্‌র গায়ে চাঁদা-দানকারী (Donor) অনেকের নাম লেখা আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ জামা'তের দ্বিতীয় আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের নামও আছে।

একই চৌহাদ্দিতে (Boundary) মসজিদে মুবারক। এর নির্মাণ কাঠামো মসজিদে আকসার মতই, আকারও প্রায় সমান। এখানে একপাশে দোতলার মেঝে থেকে একটু উঁচুতে একটা ছোট কুঠুরি (Cell) আছে, যার নাম বায়তুদ্দোয়া বা দোয়া ঘর। একই চৌহদ্দিতে অবস্থিত কাসরে নবুওয়ত, অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ (আ.) বাসস্থান থেকে এসে বেশীর ভাগ সময় মসজিদ মুবারকে কাটাতেন, ও অনেক সময় ধরে দিনরাত বায়তুদ্দোয়ায় বসে আল্লাহ্‌কে ডাকতেন ও দোয়া করতেন। এই কুঠুরিতে তিনজন পাশাপাশি সেজদা দিতে পারে। তাই দর্শনার্থীরা একটু সময় দোয়া করার জন্য অনেকক্ষণ লাইন দিয়ে থাকে। দিনরাত প্রায় কোন সময় খালি থাকে না। যে সিঁড়ি দিয়ে মসজিদ মুবারকে উঠতে হয়, সেটা চমৎকার ভাবে পাথর বসিয়ে নতুন করা হয়েছে। কাদিয়ানে ভবন সমূহের প্রশংসনীয় সংস্কার করা হয়েছে।

কাদিয়ানের অন্যতম প্রাণকাড়া আকর্ষণ হচ্ছে বেহেশতী মাকবেরা। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মৃত্যুর কিছুদিন আগে (১৯০৫) সালে আল ওসীয়্যত বইটি লেখেন। তাঁর ওসীয়্যতের অনুশাসন অনুযায়ী মৃত্যুর পূর্ব ও পরের প্রয়োজনে ওসীয়্যত প্রথার প্রচলন ও বেহেশতী মাকবেরা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জীবনী লেখক ইয়ান এডামসন বেহেশতী মাকবেরার প্রশংসনীয় অনুবাদ করেন Cclestial Cemetery। এই এলাকাটা বেশ বিরাট। এখানে রয়েছে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও খলীফা আউয়াল হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) এর কবর। এই কবর আড়ম্বরহীন। এখানে কোন আতিশয্যের সুযোগ নাই। শুধুই যিয়ারত, শুধুই দোয়া।

এখানে আছে বহু বুযুর্গের কবর ও কতবা। ওসীয়্যতকারী বহু বাঙ্গালী আমাদের আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত জনের কতবা। শান্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। কোন ভিড়, হৈ চৈ, সুযোগ নেয়ার চেষ্টা বা ব্যবসার কসরৎ নাই। শুধুই প্রশান্তি।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপলব্ধি ও দোয়ার আকুতি, মন আকুল হয়, বিগলিত হয়। মনে হয়, এ পার্থিব-জীবন তুচ্ছ, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ বা আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়াই চরম প্রাপ্তি ও প্রশান্তি।

এতায়াতে নেযাম

মাহমুদ আহমদ সুমন

"এতায়াতে নেযাম" অর্থাৎ নেযামের আনুগত্য বা ব্যবস্থাপনার আনুগত্য। মূল বিষয় হলো আনুগত্য। ইসলামে যে সব আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তার মধ্য আনুগত্য প্রদর্শন করা আল্লাহ্ পাকের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদেশ। আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে চেষ্টা করবো বিষয়টিকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্ট করার।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস, তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। এমনটি হলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। তুমি বল, আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে, তাহলে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অস্বীকারকারীদের পছন্দ করেন না" (সূরা আলে ইমরান: ৩২-৩৩)।

এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, যদি তোমরা আমাকে ভালোবাস, তাহলে সেই মহান রসূলকে ভালোবাস, তাঁর অনুসরণ করো এবং আনুগত্য কর। আর এই মহান রসূলের ভালোবাসার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা আমরা লাভ করতে পারি। তাই প্রথমে আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। তার পরেই আমরা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য অর্জন করতে পারবো।

আমরা যদি রসূলের আনুগত্য করি, তাহলে তা মূলত আল্লাহ্ তা'লারই আনুগত্য করা হবে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন, "যে-ই এ রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে। আর যে মুখ ফিরিয়ে রাখে (সে ক্ষেত্রে স্মরণ রেখো) আমরা তোমাকে তাদের রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি" (সূরা নিসা: ৮১)।

আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যকে যেভাবে আমাদের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে, তেমনি যারা আমাদের মাঝ থেকে কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত হবে, তাদেরও আনুগত্য করার নির্দেশ মহান আল্লাহ্ তা'লাই প্রদান করেছেন। যারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আদেশ দেয়ার অধিকারী নির্বাচিত হোন, যদি তাদের আনুগত্য করি, তাহলে তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ রসূলের আনুগত্য প্রকাশ পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্তৃপক্ষেরও আনুগত্য কর। কিন্তু (কর্তৃপক্ষের সাথে) কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ করলে এ বিষয়টি আল্লাহ্ ও রসূলের সমীপে উপস্থাপন কর, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখ। এ হলো সর্বোত্তম (পন্থা) এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো" (সূরা আন নিসা: ৬০)।

এই আয়াত সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, কুরআন শরীফে নির্দেশ এসেছে, "আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরে মিনকুম"-এখানে 'উলিল আমরে মিনকুম'-এর আনুগত্যের পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে। কেউ যদি মনে করে সরকার 'মিনকুম'-এর অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলে এটি তার প্রকাশ্য ভ্রান্তি। যে সরকার শরিয়ত সম্মত নির্দেশ দেয়, তারা 'মিনকুম'-এর অন্তর্ভূক্ত। উদাহরণস্বরূপ যারা আমাদের বিরোধিতা করে না, তারা আমাদের অন্তর্ভূক্ত। কুরআনের স্পষ্ট ইশারা থেকে প্রমাণিত যে, সরকারের আনুগত্য করা উচিত, আর তার কথা মেনে নেয়া উচিত" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৭১)। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) এক স্থানে বলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ্, রসূল এবং উলিল আমরের এতায়াত আবশ্যক। "আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম" কুরআনের এই স্পষ্ট নির্দেশ.. প্রথম শাসক এবং বাদশাহ আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আলেম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ" (আল বদর, ৮ম খন্ড, ৯ ডিসেম্বর, ১৯০৯)।

আনুগত্যের বিষয়টি হযরত রসূল করীম (সা.)-এর হাদীস থেকে আরো স্পষ্ট হয়। তিনি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করল। অনুরূপ, যে আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল এবং যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল' (বুখারী ও মুসলিম)। এই যে আনুগত্যের বিষয়, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি আমাদের শাসকের অবাধ্যতা করি, তাহলে তা আল্লাহ্ এবং মহানবী (সা.)-এর অবাধ্যতায় গিয়ে পৌঁছবে। তাই কোন অবস্থাতেই তাদের অবাধ্যতা করা যাবে না, যাদেরকে আল্লাহ্

তা'লা "উলিল আমর" অর্থাৎ যাদেরকে কর্তৃত্বশীল নিয়োগ করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে একমাত্র সৌভাগ্যশালী জামা'ত হচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত। এ জামা'তে আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত ইমাম রয়েছেন, যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেন। আমাদের কাজ হচ্ছে এ ঐশী ইমামের পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা। তিনি যা বলেন, তা সাথে সাথে গ্রহণ করা অর্থাৎ শুনামাত্র মানা। আমরা যদি আমাদের প্রিয় খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করি, তাহলে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষানুযায়ী সেই আনুগত্য হবে আল্লাহ্ এবং রসূলের। আর যদি কোনভাবে অবাধ্যতা করি, তাহলে তা আল্লাহ্ এবং রসূলের অবাধ্যতার সামিল হবে। এই ঐশী-ইমাম কর্তৃক সারা বিশ্বে যারা 'উলিল আমর' নিযুক্ত হয়েছেন, তাদেরও পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে বলা হয়েছে, আর এই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'শাসকের নির্দেশ শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, চাই তা তার পসন্দ হোক বা অপসন্দ হোক, যতক্ষণ না পাপাচারের আদেশ দেয়া হয়। পাপাচারের আদেশ দেয়া হলে তা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার কোনও অবকাশ নেই' (বুখারী ও মুসলিম)। এই হাদীস দ্বারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র রসূল এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, যারা আমাদের ওপর কর্তৃত্বশীল অর্থাৎ আদেশ দেয়ার অধিকারী, তাদের প্রত্যেক নির্দেশ শুনা মাত্রই আনুগত্য করতে হবে, কেবল মাত্র সেই ধরণের আদেশ পালনে নিষেধ রয়েছে যা আল্লাহ্‌র শিক্ষার পরিপন্থি বা শির্ক।

সমাজ ও দেশের যে ব্যক্তিকেই আল্লাহ্ তা'লা আমীর বা শাসক নিযুক্ত করেন, তার আনুগত্য করা তখন প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর, যদিও আঙ্গুরের মত (ক্ষুদ্র) মাথাবিশিষ্ট কোন হাবশী গোলামকে তোমাদের শাসক নিয়োগ করা হয়' (বুখারী)। অপর এক স্থানে হযরত রসূল করীম (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সুদিনে ও দুর্দিনে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে এবং তোমার অধিকার খর্ব হওয়ার ক্ষেত্রেও বা তোমার ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হলেও শাসকের নির্দেশ শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার জন্য অপরিহার্য' (মুসলিম)।

ইসলামে এমন আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, যে আনুগত্য একনিষ্ঠভাবে করা হয়। শুনার সাথে সাথে তা মান্য করার নামই হলো আনুগত্য। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "মু'মিনদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয় যেন সে (অর্থাৎ রসূল) তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়, তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয়ে থাকে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম'। আর এরাই সফল হবে" (সূরা আন নূর: ৫২)। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত সরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার পক্ষে কোন যুক্তি থাকবে না। যে লোক এমন অবস্থায় মারা যাবে যে, তার ঘাড়ে আনুগত্যের বন্ধন নেই, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু' (মুসলিম)। এটি অত্যন্ত ভয়ের বিষয় যে, আমরা যদি আনুগত্য প্রদর্শন না করি, তাহলে আমাদের মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের। কেউ কি এমন আছেন, যে চাইবে তার মৃত্যু অজ্ঞতার মৃত্যু হোক? এমনটি কারো কামনা নয়। সবাই চায়, তার মৃত্যু যেন শান্তিময় হয়। তাই আমাদেরকে আনুগত্যের বিষয়টি মাথায় রেখে আদেশ দেয়ার অধিকারীদের পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে, আর এর মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

যারা আনুগত্য প্রকাশ করবে, আল্লাহ তা'লা তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে " আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এ হলো মহা সফলতা" (সূরা নিসা: ১৪)। আনুগত্যশীলদের জন্য আল্লাহ তা'লা বিশেষ পুরস্কারেরও ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, "আর যে (সব ব্যক্তি) আল্লাহ্ ও এ রসূলের আনুগত্য করবে, এরাই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন, (অর্থাৎ এরা) নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহদের (অন্তর্ভুক্ত হবে)। আর সঙ্গী হিসেবে এরাই উত্তম" (সূরা নিসা: ৭০)। আরেক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর তোমাদের মাঝে যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং সৎকাজ করবে, তাকে আমরা দু'বার পুরস্কার দিব। আর আমরা তার জন্য অতি সম্মানজনক রিয্‌ক প্রস্তুত করে রেখেছি" (সূরা আহযাব: ৩২)।

অপর দিকে যারা আনুগত্য প্রকাশ করবে না, তাদের কি পরিণাম হবে তা-ও আল্লাহ তা'লা স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, "আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাগুলো লংঘন করে, তিনি তাকে এমন এক আগুনে প্রবেশ করাবেন, যেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে এক লাঞ্ছনাদায়ক আযাব" (সূরা নিসা: ১৫)। অপর এক স্থানে বলা হয়েছে "আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে, তার জন্য নিশ্চয় থাকবে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে" (সূরা আল জিন: ২৪)।

আমাদের মাঝে যদি আনুগত্য না থাকে, তাহলে আমাদের সকল নেককর্ম বিফলে যাবে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বৃথা যেতে দিও না" (সূরা মুহাম্মদ: ৩৪)। আরো বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, এ রসূলের আনুগত্য কর এবং (অবাধ্যতা থেকে) সাবধান থাক" (সূরা আল মায়েদা: ৯৩)।

অনেকে হয়তো মনে করেন যে, যাদেরকে আদেশ দেয়ার অধিকারী করা হয়েছে তারাতো আমাদের অধিকার সঠিকভাবে প্রদান করেন না, তাই তাদের আনুগত্য করা আমাদের জন্য জরুরী নয়। এই ধরণের মনোবাসনা যাদের রয়েছে, তাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস উপস্থাপন করছি, যাতেকরে ধারণার পরিবর্তন হয়।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুনাইদা ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালামা ইবনে ইয়াযীদ আল জুফী (রা.) হযরত রসূল করীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের ওপর যদি এরূপ শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হয়, যারা তাদের অধিকার আমাদের নিকট থেকে পুরোপুরি আদায় করে নেয়, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য অধিকার দেয় না, তখন আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি? মহানবী (সা.) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সালামা পুনরায় জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা শ্রবণ করবে

ও আনুগত্য করে যাবে। কারণ তাদের (পাপের) বোঝা তাদের ওপর, তোমাদের বোঝা তোমাদের ওপর' (মুসলিম)।

অপর এক স্থানে মহানবী (সা.) বলেন, 'আমার পরে তোমরা অধিকার হরণ ও বহু অপসন্দনীয় জিনিসের সম্মুখীন হবে। সাহাবারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার জন্য আপনার নির্দেশ কি? তিনি (সা.) বলেন, এরূপ অবস্থায় তোমরা তোমাদের নিকট প্রাপ্য যথারীতি পরিশোধ করবে এবং তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

তাই আমাদের কাজ হলো আনুগত্য করে যাওয়া। আমরা যেহেতু মানুষ, আর মানুষের কোন না কোন ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। এজন্য কারো কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে সাথে সাথে আনুগত্য প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকা ঠিক নয় বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে। যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন, সর্বাবস্থায় তাদের আনুগত্য করতে হবে। মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি তার নেতার মধ্যে কোন অপ্রীতিকর কিছু লক্ষ্য করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য-ধারণ করে। কারণ যে ইসলামী রাষ্ট্রশক্তি থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে মারা যায়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে' (বুখারী ও মুসলিম)।

তাই যাদেরকে আদেশ দেয়ার অধিকারী করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোন অধিকার ইসলামে নেই। শাসকদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরণের বিক্ষোভ, শ্লোগান, ভাঙ্গচুর, অবরোধ এসব ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী কাজ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে পরিপূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষের আনুগত্য প্রদর্শন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এ ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৯ম ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ১৫/০৫/২০১৪ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশী বাজার, ঢাকা বরাবর পৌঁছাতে হবে। আগামী ২১,২২,২৩ এবং ২৪ মে, ২০১৪ তারিখে ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আবেদনকারীকে অবশ্যই ২০/০৫/২০১৪ তারিখ সোমবার জামেয়ার অফিস সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ

(১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ. এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর (৫) ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি-বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে (৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং এই তিন বছর জামা'তের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১১) আবেদনকারীকে অবশ্যই খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্থানীয় হতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১২) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড-এ ভাল ফলাফল করতে হবে। (১৩) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে- অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামা'তের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতগ্রহণকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে। (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে (জ) জামা'তি/মজলিসি চাঁদা পরিশোধ রয়েছে মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামা'তের এমন দু'জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামা'তের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তবে তা উল্লেখ করুন।

বি. দ্র. প্রত্যেক স্থানীয়-জামা'তে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বর ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১ অথবা ০১১৯১৩৬৩৪১৮।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

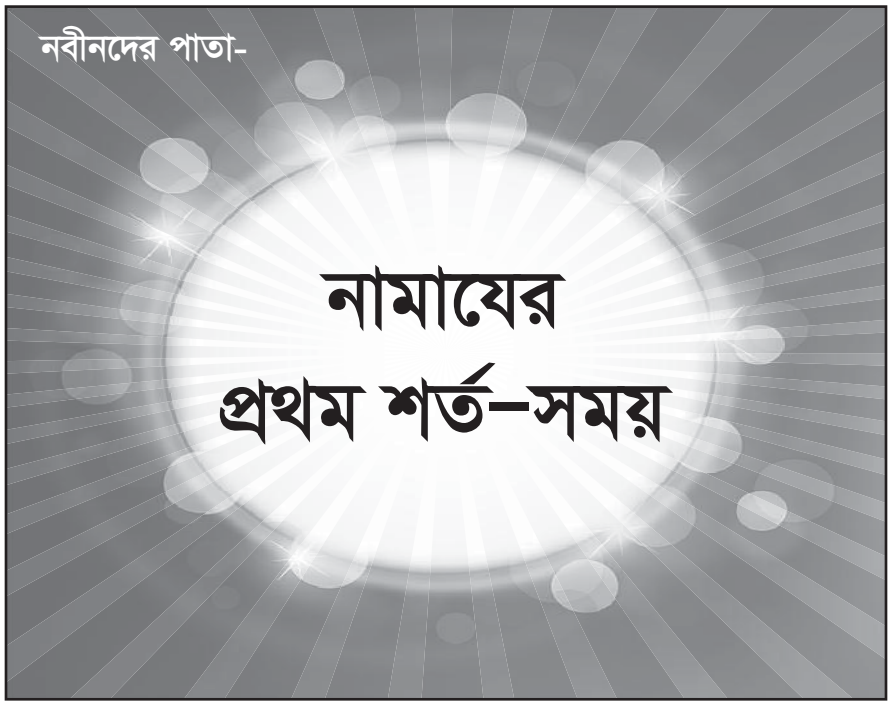

নামাযের প্রথম শর্ত–সময়

একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহান কাজ শুরু করার পূর্বে যেভাবে যথাযথ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, তেমনি নামাযের মত মহান ইবাদতকে সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করার জন্য কিছু বিষয় সম্পন্ন করা জরুরী, যেগুলোকে নামাযের শর্ত বলা হয়, আর এগুলো পাঁচ প্রকার। যথা : (১) সময় (২) পবিত্রতা (৩) সতর আওরাত অর্থাৎ পর্দা (৪) কিবলাহ্ (৫) নিয়্যাত।

সময় : পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয, যার বর্ণনা এই–

(১) ***ফজর:*** রাত যখন শেষ হয়ে যায় এবং শুভ্রতা প্রকাশ পায়, তখন পূর্ব আকাশে সাদাভাব ছড়তে থাকে, সেই সময়কে ফজর বলে এবং 'সুবহে-সাদিক'ও বলে। এই সময় সূর্য উদয় হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত থাকে। নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় ঘড়ি অনুযায়ী এটা দেড় ঘন্টার থেকে কিছু কম সময় হয়ে থাকে। এই সময়ে দুই রাকাত ফরয নামায বাজামাত আদায় করা হয়। উত্তম ও ভাল এটাই যে, কিছু আবছা অন্ধকারে যেন নামায শুরু করা হয়, ক্বিরাত যেন লম্বা হয় এবং আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর নামায যেন শেষ করা হয়, যাতে অধিক থেকে অধিক লোক বাজামাত নামাযে শামিল হতে পারে। ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত নামায পড়া জরুরী।

(২) ***যোহর*** : যোহর এর সময় সুর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং সেই সময় পর্যন্ত থাকে, যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া সেই জিনিসের বরাবর হয়ে যায়। সেই সময় চার রাকাত সুন্নত নামায, এরপর চার রাকাত ফরয নামায, তারপর দুই রাকাত সুন্নত নামায আদায় করা হয়। যদি কেউ চায়, তাহলে এরপর দুই রাকাত নফল নামায পড়তে পারে। এর দ্বারা অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়লে অধিক সওয়াব হয়। কিন্তু এই নফল নামায বসেও পড়তে পারেন। অবশ্য ফরয ও সুন্নত নামায যথাযথ কারণ ছাড়া বসে পড়া ঠিক নয়। যদি কোন ব্যস্ততা অথবা বাধ্যবাধকতার কারণে প্রথম সাদৃশ্যে যোহর এর নামায পড়া না যায়, তাহলে দ্বি-সাদৃশ অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের ছায়া সেই জিনিসের দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এই নামায হবে। ঘড়ি অনুযায়ী যোহর এর সম্পূর্ণ সময় নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় প্রায় তিন ঘন্টা হয়ে থাকে। যোহর এর নামায গরমকালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এবং শীতকালে তাড়াতাড়ি পড়া ভাল। জুমুআর নামাযেরও একই সময়, যা যোহরের নামাযের সময়। জুমুআর নামায প্রকৃতপক্ষে যোহরের নামাযের স্থলাভিষিক্ত। ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত নামায পড়া জরুরী।

(৩) ***আসর :*** প্রত্যেক জিনিসের ছায়া দ্বিগুণ হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আসর বলা হয়। ঘড়ির হিসাব অনুযায়ী নাতিশীতোষ্ণ এলাকাসমূহে আসরের সময় প্রায় দুই-আড়াই ঘন্টা হয়ে থাকে। এই সময়ে চার রাকাত নামায ফরজ। যদি কেউ চায় তাহলে ফরযের পূর্বে চার রাকাত সুন্নতও পড়তে পারে। কিন্তু আসরের ফরয পড়ার পর কোন সুন্নত অথবা নফল নামায বৈধ নয়। যদি তাড়াহুড়া থাকে এবং কোন জরুরী কাজ উপস্থিত হয়, তাহলে দ্বিতীয় সাদৃশ্য (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া) শুরু হওয়া মাত্রই আসরের নামায পড়া যেতে পারে, কিন্তু উত্তম এটাই যে, দ্বিতীয় সাদৃশ্য শেষ এবং তৃতীয় সাদৃশ্য শুরু হওয়ার পর আসরের নামায যেন পড়া হয়। এভাবে রৌদ্রের রং ফ্যাকাশে হওয়ার পূর্বেই তা পড়ে নেওয়া উচিত। কেননা কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়া বেশি দেরি করা এবং যখন রৌদ্রের রং হলুদ হয়ে যায় আর সূর্য ডোবার সময় নিকট হয়, এমন সময় নামায পড়া অপছন্দনীয়।

যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন ব্যস্ততার কারণে যদি দেরি হয়ে যায়, তো যোহরের নামায দ্বিতীয় সাদৃশ্যে (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ছায়া যখন দ্বিগুণ হয়) পড়তে পারেন। আর যদি তাড়াহুড়া বা দ্রুততা থাকে, তাহলে আসরের নামাযও এই সাদৃশ্যে হতে পারে। এই দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, দ্বিতীয় সাদৃশ্যের সময়টি প্রকৃতপক্ষে যোহরের নামাযেরও এবং আসরের নামাযেরও। অর্থাৎ এই সময় উভয়ের মধ্যে মিলিত। এটাই কারণ যে, সফর, অসুস্থতা অথবা কোন ইজতেমায়ী ধর্মীয় কাজে ব্যস্ততার কারণে যোহর ও আসরের নামায জমাও হয়। কারণ, এই উভয় নামাযের সময় অল্পকিছু পার্থক্যের সাথে নিজের অভ্যন্তরে ধারাবাহিকতা রাখে।

(৪) ***মাগরিব :*** সূর্য অস্ত যাবার পর থেকে পশ্চিম-দিগন্তে দৃষ্টিগোচর হওয়া লালিমা অর্থাৎ লালচে রং অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত সময়কে মাগরিব বলা হয়। ঘড়ির হিসাব অনুযায়ী নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই সময় দেড় ঘন্টা থেকে কিছু কম হয়ে থাকে। এই সময়ে তিন রাকাত ফরয নামায পড়া হয়, এরপর দুই রাকাত সুন্নত নামায এবং এরপর সুযোগ ও ইচ্ছানুযায়ী দুই রাকাত নফল নামাযও পড়তে পারেন।

লালচে ভাবের পর পশ্চিম-দিগন্তে যে সাদাভাব প্রকাশিত হয়, সেটাকে শাফাক বা গোধুলী বলা হয়। এই সাদাভাব অদৃশ্য হওয়ার যে সময়, সেটা মাগরিব ও ইশার

মাঝখানে মিলিত অর্থাৎ যদি কোন বাধ্যবাধকতার কারণে দেরি হয়ে থাকে, তাহলে এই সময়ে মাগরিবের নামাযও হতে পারে। আর যদি জরুরী কাজের জন্য দ্রুততা বা তাড়াহুড়া থাকে, তাহলে এই সময়ে ইশার নামাযও পড়তে পারেন। এভাবেই বৈধ বাধ্যবাধকতার উপস্থিতিতে মাগরিব ও ইশার নামায জমাও করা যায়।

(৫) ***ইশা :*** ইশার সময় গোধুলী অর্থাৎ সাদাভাব অদৃশ্য হওয়ার পর শুরু হয় এবং ফজরের শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু ভালো ও উত্তম সময় অর্ধরাত পর্যন্ত। ইশার সময়ে চার রাকাত নামায ফরয আর এরপর দুই রাকাত সুন্নত। দুই রাকাত নফল নামাযের যিকিরও কিছু রেওয়ায়েতে এসেছে। বিত্‌র নামায তিন রাকাত হয়ে থাকে। এই নামাযের সময় ইশার ফরয ও সুন্নত নামায পড়ার পর থেকে শুরু হয় এবং ফজরের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। যে ব্যক্তির রাতের শেষের অংশে উঠা নিশ্চিত না থাকে, তার জন্য উত্তম এটাই যে, সে যেন ইশার নামাযের পর শুয়ে পড়ে। এরপর রাতের শেষের অংশে উঠে তাহাজ্জুদের আট রাকাত নামায পড়া অনেক বরকতের কারণ হয়। তাহাজ্জুদের পর এবং ফজরের উদয় হওয়ার পূর্বে বিত্‌র পড়া ইশার নামাযের সাথে বিত্‌র পড়ার থেকে অধিক উত্তম, এর দ্বারা অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।

ভুলে যাওয়া অথবা ঘুমিয়ে থাকার কারণে যদি সময়মত নামায পড়া যেতে না পারে, তাহলে যেই সময় মানুষের স্মরণ আসে অথবা জাগ্রত হয়, সেই সময় প্রস্তুতি নিয়ে সেই নামায পড়ে নিতে হবে। কারণ তার সেই গত হওয়া নামাযের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই সময় নির্ধারিত ছিল।

অস্বাভাবিক অঞ্চল, যেখানে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার থেকে অধিক অথবা দিনরাত যদিও চব্বিশ ঘন্টার, কিন্তু এদের পরস্পরের পার্থক্য এত অধিক যে কুরআন ও সুন্নত অনুযায়ী নামাযের পাঁচটি পরিচিত সময়ের পার্থক্য করা অনেক মুশকিল। যেমন : উত্তর মেরুর এমন অঞ্চল, যেখানে সন্ধ্যার শাফাক এবং সকালের শাফাকের (শাফাকের মানে সেই লালিমা ও সাদাভাব যা সূর্য ডোবার ও উদয় হওয়ার সময় দিগন্তে প্রকাশিত হয়) মধ্যে পার্থক্য হয় না, অর্থাৎ মাঝখানে অন্ধকার আড়াল হয় না, সেখানে নামাযের সময় ঘড়ির হিসাব অনুযায়ী অনুমানের দ্বারা নির্ধারণ করা হবে এবং সময় নির্দিষ্ট করার জন্য সূর্য উদয় ও সূর্য অস্ত যাবার ওপর নির্ভর করে নমুনা পরিচিতির বাধ্যবাধকতা জরুরী হবে না। আবার এমন অঞ্চলসমূহ, যেখানে নামাযের সময় চব্বিশ ঘন্টার ভেতর এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে যে, এদের মধ্যবর্তী বিরতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের নামাযের সময়ের মধ্যবর্তী বিরতির সাথে যার প্রশস্ততা মিলে। সমস্ত জনগণের সামাজিক-অভ্যাস অনুযায়ী এই অঞ্চলসমূহে কাম-কাজের সময় যদিও সূর্য বিদ্যমান থাকুক, দিন এবং আরাম ও ঘুমানোর সময় যদিও সূর্য আকাশে চমকায়, তবুও রাত গণনা করা হবে।

সময়ের প্রথম দিকে নামায পড়া উত্তম। তথাপি যুগের ইমাম এবং খলীফায়ে ওয়াক্ত এর ব্যস্ততার উপস্থিতিতে অথবা লোকদের স্বাচ্ছন্দের উদ্দেশ্যে আগে অথবা দেরিতে নামায পড়ার যে সময় নির্ধারণ করা হবে, সেটা আরো উত্তম। কারণ গুরুত্বপূর্ণ জামাতী দায়িত্বসমূহের দিক থেকে খলিফায়ে ওয়াক্ত ভালো জানেন যে কোন কাজ আগে আর কোনটি পরে রাখা উত্তম ও বরকতের হয়। এভাবে জামাতে নামাযের জন্য নির্ধারণ করার মধ্যে এই বিষয়কে অগ্রগণ্য রাখাও শরিয়তের উদ্দেশ্য অনুযায়ীই হয় যে, মানুষ নামাযের জন্য স্বাচ্ছন্দে এবং অধিক সংখ্যায় কোন্ সময় জমা হতে পারবে, যাতে অধিক থেকে অধিক লোক জামাতে শামিল হয়ে অধিক থেকে অধিক সওয়াব হাসিল করে।

নামাযের সময়ের হিকমত :

(১) নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে অল্প অল্প বিরতির পর খোদায়ে হাইয়্যুল কাইয়্যুম এর নাম যেন নেওয়া হয়। কারণ যেভাবে গরমের মৌসুমে কিছুক্ষণ পর পর মানুষ এক-দুই ঢোক পানি পান করতে থাকে যেন গলা ভেজা থাকে এবং তার শরীরে শীতলতা পৌঁছতে থাকে, এমনই ভাবে কুফর ও বেঈমানীর গরম-বাজারে মানুষের আত্মাকে স্বাদ ও সতেজতা পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা অল্প অল্প বিরতির পর নামায নির্ধারণ করেছেন, যেন গুনাহের গরম তার আত্মাকে ঝলসে না দেয়, আর বিষাক্ত-পরিবেশ তার আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোকে বিলুপ্ত বা বিলীন করে না দেয়। সুখ দুঃখ প্রত্যেক অবস্থায় মানুষ নামাযের মাধ্যমে খোদা তা'লার দিকে মনযোগ নিবদ্ধ করার সুযোগ পায়। যখন দুনিয়ার সুন্দর প্রতারনার চেহারা তাকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে, তখন নামাযের সাহায্যে সে খোদার দিকে নত হয়। নামাযের জন্য সময় নির্ধারণ করার মাধ্যমে জামাতী রূহ্‌কে জীবন্ত রাখার সুযোগ পাওয়া যায়। এভাবে মানুষ সহজে জমা বা একত্র হতে পারে। আবার সময়ের নির্দিষ্টকরণকে মানুষের নিজের ইচ্ছার ওপর না রাখার মধ্যে এই হিকমত রয়েছে যে, যেন মানুষের সময়মত নামায আদায় করার চিন্তা থাকে আর তার দায়িত্বের অনুভূতি জাগ্রত থাকে। যদি সময়ের নির্দিষ্টকরণ মানুষের ওপর রাখা হত, তখন সময়ের আনুগত্যের গুরুত্ব চলে যেতো আর এর মধ্যে দুর্বলতা প্রকাশিত হতে থাকতো।

(২) যেহেতু হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে, এইজন্য একই সময়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থাকার পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে ইবাদতের হুকুম দেওয়া হয়েছে। কেননা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনযোগ কায়েম রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, এতে মানসিক হয়রানি বা বিস্বাদ তৈরী হয়। কিন্তু এর বিপরিত দিকে যদি সময় সংক্ষিপ্ত হয় এবং বিরতি দিয়ে কয়েকবার ইবাদত সম্পন্ন করার সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে স্বাদ বা প্রফুল্লতা কায়েম থাকে, ইবাদত সহজ হয়ে যায় এবং বন্দেগী বা দাস্তব প্রকাশেরও সুযোগ বার বার পাওয়া যায়। তাঁর অর্থাৎ খোদার স্মরণ হৃদয় তাজা থাকে, সারা সময় খোদার ইবাদতেই অতিবাহিত হয় আর এভাবে মানুষ দুনিয়ার কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি উদাসীন হয় না এবং দুনিয়াতে থেকেও সে এর থেকে পৃথক থাকে এবং "দাস্ত দারকার দিল বায়ার" এর সাদৃশ্য তার নিকট সত্য বলে মনে হয়।

(৩) সত্য ভালবাসা সবসময় নিজের সাথে কিছু প্রকাশ্য আলামত বা নমুনাও রাখে, আর প্রেম বা ভালবাসার এক বড় নমুনা হচ্ছে এই যে, মানুষ উঠতে বসতে নিজের প্রেমাস্পদের যিক্‌র করে এবং তার স্মরণের মাধ্যমে নিজের হৃদয় তাজা রাখে। যখন কোন ব্যক্তি নিজের কোন প্রিয়জনকে স্মরণ করে, তখন তার ভালবাসা হৃদয়ে তাজা হয়ে যায় আর তার চেহারা চোখের সামনে এসে যায়। নামাযও আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ এবং তাঁর সাক্ষাতের এক মাধ্যাম। এই জন্য ইসলাম এটা জরুরী আখ্যায়িত করেছে যে, মানুষ যেন অল্প অল্প বিরতির পর খোদা তা'লার নাম নেয় আর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায়।

(৪) নামাযের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করার মধ্যে একটি হিকমত এই যে, মানুষের ওপর দায়িত্ব যত বড় থাকে, ততই তীব্রতার

সাথে সেই দায়িত্ব আদায় করার প্রতি তাকে বার বার অনুশীলন করানো হয়, যেন এটা নিশ্চিত থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লার বান্দা তার হুকুম মানার জন্য সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় এবং প্রস্তুত। কিছু লোক এই আপত্তি করে যে, এই যামানায় ব্যস্ততা এত বেড়ে গেছে যে নামাযের জন্য এত সময় বের করা কঠিন। এই আপত্তির উত্তর হচ্ছে এই যে, নামাযের উদ্দেশ্য যদি খোদার ভালবাসার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, আল্লাহ্ তাআলার গুনাবলীকে নিজের অভ্যন্তরে তৈরী করার জন্য সাহায্য অর্জন করে, আর তার জন্য অনুশীলন করা হয়, তাহলে যেই যামানায় ব্যস্ততা বেড়ে যায় সেই যামানায় নামায বার বার পড়ার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়া উচিত। কারণ ইহা স্পষ্ট যে, যখন উদ্দেশ্যকে ভুলিয়ে দেওয়ার জিনিস অধিক হবে, তখন উদ্দেশ্যের দিকে বার বার মনযোগ আকর্ষণেরও অধিক প্রয়োজন হয়। অতএব এই যামানায় যদি দুনিয়াবী-ব্যস্ততা বেড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে নামাযের প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে গেছে।

অত:পর নামায যদি আকিদা বা বিশ্বাস প্রকাশের মাধ্যম হত, তখন এই আপত্তি কিছু গুরুত্ব রাখতো। কিন্তু যেমনটি সবাই জানে যে, নামাযের উদ্দেশ্য শুধু ইবাদতের স্বীকারোক্তি নয় বরং এর উদ্দেশ্য মুনুষের আত্মার মধ্যে সেই সামর্থ তৈরী করা, যার সাহায্যে সে বস্তুজগত থেকে উড়ে গিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছুতে পারে, আর তার দিমাগ দৈহিক কামনা-বাসনায় লিপ্ত না থাকে বরং উচ্চ চরিত্র অর্জন করে। কেননা কুরআন করীমের বর্ণনা মোতাবেক নামাযের সাহায্যে মানুষ মন্দসমূহ থেকে বাঁচে আর উচ্চতর চরিত্র হাসিল করে। আর এভাবে তার সত্তা মানবজাতির জন্য অধিক থেকে অধিক উপকারি হয়ে যায়, আর দেশ ও জাতির সে এক উপকারি অস্ত্র হয়ে যায়। আর যে আমল বা কর্ম নিজের ভেতর এই গুণাবলী রাখে, পার্থিব কাজ-কর্মের আধিক্যের যুগে এমন নামাযের প্রয়োজনীয়তা কম হয় না বরং আরো অধিক বেড়ে যায়।

(৫) নামাযের পাঁচটি ওয়াক্ত নির্ধারণ করার মধ্যে এই হিকমতও রয়েছে যে :

(১) সূর্য উদয় হওয়ার পর মানুষ দুনিয়ার কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে যায়, আর দ্বিপ্রহরের সময় সে কিছু বিশ্রাম আর খাওয়া ও পান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এর বিপরীতে খোদার স্মরণের জন্যেও কিছু সময় রাখা হয়েছে, যেন মানুষ কাজকর্মের সুযোগ বা সামর্থের জন্য নিজের খোদার কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং ভবিষ্যতে অধিক কল্যাণ অর্জন করার জন্য দোয়া করতে পারে।

এই পতন বা অবনতির সময় নামায মানুষকে এই দিকেও মনযোগ দেওয়ায় যে, যেভাবে সূর্যের চমকানোর মধ্যে পার্থক্য আসছে, সেভাবে মানুষের যৌবনও ক্ষয়ের নিশানার মধ্যে রয়েছে, আর তার হৃদয়ও উদাসীনতার মরিচা দ্বারা নিজের ঔজ্জ্বল্য হারাতে পারে। এই জন্য মানুষকে এই পরিবর্তন থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং আরোও সমৃদ্ধি বা সাফল্যের সেই উৎসের দিকে তার মনযোগ দেওয়া উচিত, যার ওপর কখনো পতন বা বিলুপ্তি আসে না, যাতে তার আত্মা পতন বা ক্ষয়ের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকে, আর তার দৈহিক-স্বাস্থ্যও কায়েম থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে যে, যোহরের সময় রূহানী আসমানের দরজা খোলা হয় আর সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমলসমূহ উপরে উঠানো হয়। এমন সময়ে নামায রূহানী উর্ধারোহণের কারণ হয়, আর নিজের জন্য এক উত্তম সাক্ষ্য প্রস্তুত করে।

(২) আসরের সময় কাজকর্ম গোছানোর চিন্তা হয়। এই জন্য ব্যস্ততা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকে। বিভিন্ন বিষয় মানুষের মনযোগকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে। এই সময়ে মনযোগ নিজের দিকে আকর্ষিত হয়। এই সময়ে নামায নির্ধারণ করা দ্বারা এটি প্রমাণ করা হয় যে, সে এমন অবস্থায়ও নিজের প্রভুকে ভোলে না, আর সব বিষয় থেকে নিজের মনযোগ সরিয়ে তারই দিকে নিজের মনযোগ ফিরায় আর বিভিন্ন বাধা সত্ত্বেও নিজের খোদার সামনে উপস্থিত হয়। অত:পর এই সময় বিনোদন ও খেলাধূলার। এই সময়ে নামাযের হুকুম দিয়ে এদিকে মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মনুষকে অসমাঞ্জস্যতা ও গ্লানি থেকে প্রত্যেক অবস্থায় বাঁচা উচিত। আবার এদিকেও মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আসমানী-সূর্যের মত মানুষের জীবনের সূর্যও ধীরে ধীরে চলছে এবং অস্তমিত হবার কাছাকাছি পৌঁছুচ্ছে। এই জন্য এই অবকাশ বা সুযোগকে মালে গনিমত (যুদ্ধলব্ধমাল) মনে করা উচিত, আর একে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।

(ফিকাহ আহমদীয়া থেকে)

অনুবাদ: আসিফ আহমদ

(চলবে)

কবিতা-

ভক্তি

মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ

ভক্তি করে ভক্তজনে
ভোজের অভাব যার
সাধু বেশে সাধন করে
দেখি অন্ত:সার।

মুখের ভেতর আলো ফোটে
আধার কেবা কয়
কথার বানে মুক্তো ঝরে
আধার সে কি রয়।

আমি জানি তত্ত্ব-কথা
মানুষ তেমন কই
আপন গুছায় ব্যস্ত সবাই
আমি পড়ে রই।

দিক-বিদিক ছুটে যাব
হব পরবাসী–
ঝরনা পাড়ে পাহাড় তলে কাটবে
সময়
থাকবো দিবা নিশি।

তুমিও যদি চাও গো যেতে
এসো আমার সাথে
আমিই আমার পথ ধরেছি
থাকবো আপন বেশে।

মানুষ আজ ইসলাম ছেড়ে কোন পথে?

ইন্নাদ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম'। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা তাঁর বান্দা, শুধু তাঁর ইবাদত করি, গুণগান গাই। আর তাঁর দেয়া হালাল রুজি খাই। এই পৃথিবীতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করে বলেছেন– "তোমরা আমার ইবাদত কর।" তিন বেলা যেমন আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন আছে, ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পাঁচ বেলা তাঁর ইবাদত করার প্রয়োজনও আছে। পৃথিবী ধ্বংসের প্রায় শেষ প্রান্তে আমরা অবস্থান করছি। এখন একজন ধর্ম-সংস্কারক দরকার। তিনিও এসেছেন বটে। তিনি হচ্ছেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.), যার জন্ম ভারতের কাদিয়ান নামক স্থানে। হাদীসে আছে–"তোমরা যদি তার নাম শোন আর যদি সামনে বরফের পাহাড় থাকে, তবে তার ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও তার হাতে বয়আত নিও"। আমরা তার কথা শুনেছি, জেনেছি, বুঝেছি, আর তার হাতে বয়আত নেয়েছি। রসূলের হাদীসে শেষ যামানার লক্ষণ এবং ইমাম মাহদী আমার বাস্তব নিদর্শন বর্ণিত আছে। যেমন–আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহ্‌র নবী (সা.) বলেন, যখন অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জিত হবে, কাউকে বিশ্বাস করে সম্পদ গচ্ছিত রাখা হবে কিন্তু তার খিয়ানত করা হবে, যাকাতকে তখন দেখা হবে জরিমানা হিসেবে, ধর্মীয়-শিক্ষা ব্যতিত বিদ্যা অর্জন করা হবে, একজন পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে, কিন্তু তার মায়ের সাথে বিরূপ আচরণ করবে, বন্ধুকে কাছে টেনে নেবে কিন্তু তার পিতাকে দুরে সরিয়ে দিবে, মসজিদে উচ্চস্বরে শোরগোল হবে, জাতির সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটি সমাজের শাসকরূপে আবির্ভূত হবে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি জনগণের নেতা হবে, একজন মানুষ যে খারাপ কাজ করে খ্যাতি অর্জন করবে, তাকে তার খারাপ কাজের ভয়ে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে, বাদ্যযন্ত্র এবং নারী-শিল্পীর ব্যাপক প্রচলন হয়ে যাবে, মদ পান করা হবে, বংশের লোকজন তাদের পূর্ববতী মানুষগুলোকে অভিশাপ দিবে, এমন সময় আসবে যখন তীব্র বাতাস প্রবাহিত হবে, ঘন ঘন ভূমিকম্প হবে এবং সেই ভূমিকে তলিয়ে দিবে। (তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, হাদীস নং ১৪৪৭)

আমি মনে করি এর কোনটাই অপূর্ণ নেই। মানুষের না-বোঝার কোন অবকাশ নেই। মানুষ কেন বুঝতে পারছে না? ধর্ম থেকে মানুষ আজ দূরে সরে যাচ্ছে। গান, বাজনা, নাটক, কৌতুক, সিরিয়াল, যাত্রা ইত্যাদির দিকে মানুষ বেশী বেশী ঝুকে পড়ছে। মানুষ মানুষে হানাহানি, কাটাকাটি, মিথ্যাচার, খুন, যখম, গুম, চুরি, নারী নির্যাতন, বেহায়াপনা, অশ্লীল সিনেমা, মদ্যপান, সুদ, ঘুষ, ডাকাতি, কোলাহল, ইত্যাদি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

এথেকে পরিত্রাণ দিতে পারে একমাত্র কুরআন ও হাদীস এর সঠিক দিক নির্দেশনা। ধর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বেশী হচ্ছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে মানুষ দেখা যায় না, অথচ কোন গানের অনুষ্ঠানে মানুষের আগ্রহের কমতি হবে না। আজ ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমন মানুষ অবিশ্বাস করে, কিন্তু অবিশ্বাস করার মত কোন যুক্তি তারা দেখাতে পারবে না। আর যারা অবিশ্বাস করে, তারা কুরআন হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) যদি সত্য না-ই হত, তবে আহমদীদের ওপর এত অত্যাচার হত না। কেন আমাদের মসজিদে বোমা ফাটিয়ে মানুষ মারা হয়, কেন আমাদের মসজিদ ভাঙতে আসা হয়? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, এই যামানায়, এই সময়ে, একমাত্র আহমদী মতই ঠিক, আর ঠিক বলেই এদের ওপর এতো অত্যাচার, এতো যুলুম। কেন তারা আমাদের ওপর অত্যাচার করবে? কেন তারা আমাদের নামে কুৎসা রটনা করবে? আমরা তো এক আল্লাহ্, এক কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হক অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি এবং মানি। আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, এই যামানায় অন্য মুসলমানরা যতটা না ধর্মের প্রতি আগ্রহী, তাদের তুলনায় আমরা হাজার গুণ বেশী ইসলামের প্রতি আগ্রহী। আমরা ধর্ম প্রচারে বিশ্বাস করি। কারণ কোন্ ব্যক্তি কি বলল, তা নিয়ে আমরা বৃথা মাথা ঘামাই না বরং কুরআন হাদীস কি বলল, যুগের ইমাম এবং তাঁর খলীফা কি বলল, আমরা তা নিয়ে দিন রাত ভেবে সময় পার করি। আর আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। আমাদের একমাত্র সংবিধান কুরআন। কুরআনের প্রতিটি অক্ষরে আমরা বিশ্বাস করি এবং মানি। আজ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ কুরআন হাদীস সম্বন্ধে অজ্ঞ। তারা কুরআন হাদীস পড়তে জানে না এবং শেখার চেষ্টাও করে না। এই জন্য যারা জানে, বুঝে, তাদের কাছে আসুন, জানুন, বুঝুন আর সঠিক পথ বেছে নিন। 'চিলে কান নিয়ে গেছে, একথা শুনে সারা দিন চিলের পিছন পিছন ছুটলাম কানে হাত না দিয়ে, তা কি করে হয়?

আমরা আহমদী, শেষ যামানার কান্ডারীর হাতে বয়আত নিয়েছি, এতে আমাদের অপরাধ কোথায়? রোগ প্রতিরোধের জন্য কিছু দিন আগে রুবেলার টিকা দেয়া হল–কেউ আগে তার শিশুটিকে টিকা দিয়েছে আবার কেউ পরে। আমি এটা দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছি, আমরাও আমাদের আখেরাতের ঠিক ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে আগে বয়আত নিয়েছি। আপনারা আসুন, জানুন, বুঝুন। তিনি এসেছেন কি-না খোঁজ নিন এবং আখেরাতের প্রতিরোধক হিসেবে তার হাতে বয়আত নিন।

সাতক্ষীরা জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম সুন্দরবন নামক স্থানে জলসা হল। ধর্মের অনেক কথা শোনান হল। মানুষ স্বল্পতা। কেন এমন হবে। ধর্মের কথা বললে মানুষ আসবে না তা হয় না। তবে আমি তাদেরকে, ধন্যবাদ দেব যারা অনেক দূর হতে জলসা শুনতে

এসেছেন। আমাদের দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। আরও বেশী নামায, রোযা, কুরআনের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। আমাদের খলীফা আছেন। তিনি প্রতি শুক্রবার খুতবার মাধ্যমে আমাদের সঠিক দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে আগ্রহী করে তুলছেন। বিশ্বে আজ এক এক সময় এক একজন মুসলিম নেতা আবির্ভূত হচ্ছেন। তাদের অস্তিত্ব কত দিনের তা-কি বলতে পারবেন? খুব অল্প সময়। তারপর তাদের খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের নেতা এক, আমাদের সংবিধান এক, আমাদের ভিতরে কোন বিরোধ নেই, কোন ক্ষমতার লড়াই নেই। এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে। আমরা এক কমান্ডের নির্দেশ মেনে চলি। আমরা বিপথে পা বাড়াই না। আমাদের বন্ধন অটুট, আমরা ঠুন্‌কো বিশ্বাসে বিশ্বাসী হই না। আমাদের বিশ্বাস অগাধ। আমরা যা বলি, তাই করি। যা করতে নিষেধ করি, তা করতে দেই না। এই বিশ্বাস আমাদের মৃত্যু আসা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

অনেকে মনে করেন, আহমদীরা যাদু জানেন, তাই তারা মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি কাছে টানতে পারেন। সুতরাং তাদের পাশে যাওয়া উচিৎ হবে না। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, আমরা যাদু জানি। আর কুরআন হাদীসের যাদু জানি। এই যাদু এমন যাদু যে, যেকোন মহূর্তে, যেকোন মানুষকে অল্প সময়ে আমরা ঘায়েল করতে পারি। আমরা মানুষকে এতটা ভালবাসি যে অন্যরা তা পারে না। আমরা কোন মানুষকে ঘৃণা করি না। আমাদের মাহ্‌দী (আ.) তা শিখান নি। আমরা ভালবাসা দেই প্রত্যেকটা মানুষকে। ভালবাসা দিয়ে তাকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করি। কঠোরতা করি না। বোমা মারি না। তিরস্কার করি না। এই যদি হয় আমাদের যাদু-বিদ্যা, তবে তাই হোক।

কি কারণে আজ বৃথা সময় নষ্ট করছেন। সময়ের মূল্য দিন। সঠিক সিদ্ধান্ত বেছে নেয়ার সময় এসেছে। এরপরে আর সময় থাকবে না। নূহ নবী কিস্তি তৈরী করে জোড়ায় জোড়ায় জীব উঠিয়েছিলেন, যারা তাঁর কিস্তিতে উঠেনি, তারা ডুবে মরেছিল। ফেরাউনকে অনেকবার আল্লাহ্ সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সে সুযোগকে বার বার হাত ছাড়া করেন বরং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে পানিতে ডুবে মরেছিলেন। এগুলো বাস্তব-সত্য।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এসেছেন। আসুন আমরা তাঁর হাতে বয়আত নিই। তাঁর দিকনির্দেশনা মেনে চলি, তবেই আমরা ধর্মের সঠিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। আমার জ্ঞান অল্প তবে এটুকু বুঝি, আমাদের ভিতরে অনেকে আছেন যারা কুরআন হাদীস নিয়ে গবেষণা করেন। আসুন তাদের পাশে। শুনুন, বুঝুন এবং কিছু শিখুন। গান-বাজনা সমাজের ভাইরাস। এই ভাইরাসকে দুর করে প্রকৃত ইসলাম ধর্মকে পুনরুদ্ধার করি। যা ভাল তাই করি, যা মিথ্যা তা বর্জন করি। সত্য পথে বেছে নেই। মানুষকে ভালবাসতে শিখি।

কারণ হাদীস বলে, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার ইচ্ছা থাকলে প্রথমে মানুষকে ভালবাসতে শিখ। যার যার আমল তার তার কাছে। নিজের আমলকে আরো শক্তিশালী করতে হলে কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জন করি এবং অপরকে বুঝাই।

আল্লাহ্ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ সালাউদ্দীন ঢালী
সুন্দরবন

হুয়াশ্ শাফী
HOWASHAFI

পুরাতন ও জটিল রোগের হোমিও চিকিৎসা করাতে চাইলে

আপনারা ডাক, টেলিফোন অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে রোগের বিবরণ জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে পারেন। ই-মেইল করার সময় অবশ্যই ইংরেজী অথবা উর্দূতে লিখতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

Dr. Rana Saeed A Khan
4, Kings Wood Avenue
Thornton Heath
Surrey, CR7 7HR

Tel: 00447878760588 (Mobile) Res:00442080904449
Email: howashafi313@gmail.com
Website:www.alislam.org/howashafi

পাক্ষিক আহমদী-তে আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদীতে নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com, masumon83@yahoo.com

সংবাদ

আহমদনগর-শালসিড়ি'র ৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শালসিড়ি'তে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয় মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

গত ২৮ ও ২৯ মার্চ ২০১৪ ইং রোজ শুক্রবার ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শালসিড়ি'র মসজিদ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় আহমদনগর-শালসিড়ি'র ৫ম আঞ্চলিক সালানা জলসা। জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ। আরবি কাসিদা পাঠ করেন জনাব এনামুর রহমান ও তার দল। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

জলসায় শুভেচ্ছা-বক্তব্য রাখেন পঞ্চগড় ২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম সুজন, বনগ্রাম-বেংহারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বোদা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ ফারুক (টবি)। শুভেচ্ছা বক্তব্যে অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশের সংবিধান প্রদত্ত সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন যে, ধর্ম গোত্র নির্বিশেষে সবাই মিলে একত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, আর সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা যে দেশের জন্য কল্যাণকর এবং সমাজের শান্তিকামী ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব রাখেন, এজন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন পঞ্চগড়-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য
জনাব এ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম সুজন

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন বনগ্রাম-বেংহারী ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ

উদ্বোধনী ভাষণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ন্যাশনাল আমীর, মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান শৃংখলা, প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জলসায় অংশগ্রহণকারী সব সদস্যবৃন্দকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রকৃত শিক্ষা নিষ্ঠার সাথে পালন করার আহ্বান জানান।

জলসায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব ইসরাঈল দেওয়ান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শালসিড়ি। বক্তৃতা পর্বে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ অনুসরণেই মানবজাতির মুক্তি' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরুব্বী সিলসিলাহ। জলসার এ পর্যায়ে একটি বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান। এরপর 'আহমদীয়াত বিশ্বকে কি দিয়েছে' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৫ ও সেক্রেটারী উমরে খারেজা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ'

বক্তব্য রাখছেন যথাক্রমে- আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ ও মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

বক্তব্য রাখছেন যথাক্রমে- মওলানা শরীফ আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন ও এস. এম. ইব্রাহীম

বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। এই বক্তৃতার মধ্য দিয়েই জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। মাগরীব এশা জমা নামাযের পর লন্ডন থেকে এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা সকলেই জলসা গাহে বসে শ্রবণ করেন। খুতবার পর প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়, এতে প্রায় পঞ্চাশ জন মেহমান অংশ নেন। যথাসময়ে 'সত্যের সন্ধান' অনুষ্ঠান শুরু হলে মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সত্যের সন্ধানের সম্মানিত আলোচক বৃন্দ কুরআন হাদীসের আলোকে প্রদান করেন। সঠিক উত্তর পেয়ে মেহমানগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

জলসার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় শনিবার সকাল ৯-৩০ মিনিটে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৫ ও সেক্রেটারী উমরে খারেজা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌলবী তাহের আহমদ। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব রাহুল আহমদ। বক্তৃতা পর্বে 'মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মুরুব্বী সিলসিলাহ। এরপর 'এতায়াতে নেযাম' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব এস, এম ইব্রাহীম, রিজিওনাল কায়েদ, চট্টগ্রাম।

জলসার এ পর্যায়ে 'নযমুল মাহদী' থেকে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব নাজমুস সাকিব। এই অধিবেশনের শেষ বক্তৃতা ছিল 'তরবিয়তে আওলাদ' প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, সদর, মজলিস আনসরুল্লাহ্, বাংলাদেশ।

জলসার অনুষ্ঠান ধারণ করছেন এমটিএ-এর স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মওলানা ইলিয়াস আলী। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব জুবায়ের আহমদ রিয়াদ। বক্তৃতা পর্বে 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শরীফ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব ইউনুস আলী আকন্দ। 'কবুলিয়াতে দোয়া ও খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের উপায়' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরুব্বী সিলসিলাহ। জলসার এ পর্যায়ে স্বরচিত নযম পাঠ করেন জনাব জি, এম, সিরাজুল ইসলাম। ধন্যবাদ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ তাহের যুগল, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগর। জলসার সমাপ্তি-ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। জলসায় প্রায় ৩ হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শান্তিপূর্ণ ভাবে জলসা সমাপ্ত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মেহমানগণ জলসার প্রশংসা করেন।

ডেস্ক রিপোর্ট

ছবি- সুমন মাহমুদ ও মোবারক আহমদ

বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তৃতীয় আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০১৪ মাহিগঞ্জে অনুষ্ঠিত

গত ৩১ মার্চ ২০১৪ ইং রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহিগঞ্জ মসজিদ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় বৃহত্তর রংপুর (মাহিগঞ্জ) তৃতীয় আঞ্চলিক সালানা জলসা। জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় সকাল ১০ টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবী এস,এম রাশিদুল ইসলাম। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। উর্দু নযম পাঠ করেন মৌলবী তাহের আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব।

বক্তৃতা পর্বে 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাহমুদ আহমদ সুমন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব নাসের আহমদ। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) রাহমাতুল্লিল আলামিন ও খাতামান নবীঈন' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলনা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরুব্বী সিলসিলাহ। এরপর 'তরবিয়তে আওলাদ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, সদর, মজলিস আনসরুল্লাহ্, বাংলাদেশ। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার প্রথম অধিবেশনের সামাপ্তি হয়।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় দুপুর ২-৪৫ মিনিটে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবী আসলাম আহমদ এবং উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব সানী ও তার দল। বক্তৃতা পর্বে 'মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। 'ঈসা (আ.) এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব জি, এম সিরাজুল ইসলাম। 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সত্যতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মুরুব্বী সিলসিলাহ।

'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর রসূল প্রেম' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শরীফ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। শেষে সভাপতি সাহেব সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘটে।

বাদ মাগরীব বিশেষ তবলীগি অনুষ্ঠান হয়। এতে বেশ কিছু মেহমান অংশগ্রহণ করেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সত্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন, যেগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়।

ডেস্ক রিপোর্ট

শান্তিনগর হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২২/০২/২০১৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টায়, ৭, চামেলী বাগ, জনাব মরহুম মোস্তফা আলী সাহেব (প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ)-এর বাসার ছাদে জনাব তাসাদ্দক হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাল্য জীবন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব ফজলুর রহমান। মহানবী (সা.) এর ইসলাম প্রচার-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব হাসিব আহ্‌সান রতন। বিশ্ব নবী (সা.) এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদার ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার, মুরুব্বী সিলসিলা। জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম একটি নযম পরিবেশন করেন।

শেষে সভাপতি সাহেব মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষেপে তুলে ধরেন এবং তবলীগের পদ্ধতি সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন। লাজনা সদস্যারা উপস্থিত থাকায় ইসলামের বিজয়ের পিছনে লাজনাদের ত্যাগের বিষয়টি হৃদয়গ্রাহীভাবে তিনি তার বক্তৃতায় তুলে ধরেন। সভায় লাজনাসহ প্রায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

পটুয়াখালী জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন

গত ২৪/০২/২০১৪ তারিখ পটুয়াখালী জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। জলসার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব হাসিবুর রহমান শান্ত। নযম পাঠ করেন জনাব কাইয়ুম হাওলাদার। বক্তৃতাপর্বে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মুরুব্বি সিলসিলাহ। জনাব কাইয়ুম হাওলাদার এবং স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব এস, এম দেলোয়ার হুসেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৩২ জন আহমদী সদস্য এবং ৩ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

খাকদানে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন

গত ৩১/০১/২০১৪ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খাকদানে জনাব সুলতান আহমদ মাষ্টার, যয়ীম, আনসারুল্লাহর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আবু বকর সিদ্দিক, নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুর রহমান খলিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মুরুব্বি সিলসিলাহ, মৌলবী আব্দুর রহমান, মোয়াল্লেম এবং সভাপতি। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণনগরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন

গত ১৭/০১/২০১৪ তারিখে কৃষ্ণনগর জামা'তে সীরাতুননবী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন করা হয় জনাব আলী আহমদ মাষ্টার, প্রেসিডেন্ট, কৃষ্ণনগর-এর সভাপতিত্বে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শাহ্ জালাল, নযম পাঠ করেন জনাব কাইয়ুম হাওলাদার। বক্তৃতাপর্বে ইসলাম প্রচারে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ, জনাব আব্দুর রাজ্জাক, জনাব নাজমুল হাসান এবং সভাপতি সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৪ জন আহমদী ও ৩ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

নওশাদ আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রামে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন

লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম-এর উদ্যোগে গত ৩১ জানুয়ারী, ২০১৪ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জলসার কার্যক্রম স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট সাহেবার দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়।উক্ত জলসায় ১১৫ জন লাজনা নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। এতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের নানা দিক সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

সারাহ্ সাঈদ

তাহেরাবাদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন

গত ৪ মার্চ রোজ মঙ্গল বার বাদ আসর তাহেরাবাদ মসজিদ প্রাঙ্গনে স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে মহানবী (সা.) জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, জিন্নাত আলী, ফরহাদ হোসেন ও আব্দুল খালেক মোল্লা। জলসায় ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

সফলতার সাথে ১৩তম বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২১/০২/২০১৪ তারিখ হতে ২৭/০২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিভাগীয় (রংপুর) ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শালশিড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জামা'ত হতে আগত ৫৩ জন ওয়াকেফীন, ১৮ জন পিতা ও ২২ জন মাতা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানটি ২০/০২/২০১৪ তারিখ বাদ জুমুআ শুক্রবার শুরু হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। দোয়া ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় ৩-২০ মি:।

এতে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট মৌলবী ইসরাইল দেওয়ান, স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. সেলিম আহমদ কাজল। পিতাদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহমুদ আহমদ, সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। শেষে সভাপতি সাহেব দিক নির্দেশনা ও নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। ৭ দিনের এই ক্লাসে শিক্ষক ছিলেন মৌ. তাহের আহমদ, মৌ. সেলিম আহমদ কাজল, মৌ. শাহআলম খান এবং ক্লাস পরিচালনায় ছিলেন মওলানা আব্দুল মতিন।

উক্ত সম্মেলনে কুরআন, হাদীস, বাংলা নযম, উর্দু নযম, বাংলা বক্তৃতা, উর্দু বক্তৃতা, উর্দু শিক্ষা এবং দ্বীনি মালুমাত, ব্যবহারিক নামায, আযান, ওযু এবং ওয়াকফে নও বই হতে বয়স অনুযায়ী সিলেবাস কমপ্লিট করা এবং উর্দুতে কথা বলার বিষয়ে বিশেষ ভাবে ক্লাস নেয়া হয়।

আল্লাহ্‌র রহমতে ওয়াকেফীনে নওগণ এ বিষয়ে বেশ উন্নতি লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। এছাড়া প্রতিদিন বাদ মাগরীব হতে রাত ৮ টা পর্যন্ত সকল ওয়াকফে নও ও মাতা-পিতাদের হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক হতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। ১ দিন বাজামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা করা হয়।

আল্লাহ্‌ তা'লার রহমতে ৭ দিনের এই সম্মেলন অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পরিচালিত হয় এবং সকল প্রকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এবার ওয়াকেফীনদের গ্রেড অনুযায়ী প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। তথাঃ এ গ্রেড- ১৭ জন, বি গ্রেড- ১৭ জন ও সি গ্রেড- ১৯ জন এবং মা-বাবাদের দ্বীনি মালুমাতের ওপর লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়।

পরিশেষে ২৭/০২/২০১৪ বাদ যোহর সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আলহাজ্জ তাহের আহমদ

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২০১৩-২০১৪ অনুমোদিত আমেলা নিয়ে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ শুক্রবার বাদ আসর বার্ষিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এখতিয়ার উদ্দিন শুভ কায়েদ-এর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মশালা শুরু হয়। এরপর তিনি জামা'তি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে আমেলা সদস্যদের পরীক্ষা নেয়া হয় ও পুরস্কার দেয়া হয়। হুযুর (আই.)-এর খুতবা সরাসরি শ্রবণ করাও কর্মশালার অংশ ছিল।

তৌহিদুর রহমান দীপি

দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়

ঘাটুরা

গত ২৩ মার্চ বাদ মাগরীব মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মুছা মিয়া, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম, সেলিম, উর্দু নযম পেশ করেন জনাব এস, এম, ইব্রাহীম, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ঘাটুরা।

বক্তৃতা পর্বে শুরুতে প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব আহমদ উজ্জ্বল। এছাড়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মৌ. খলিলুর রহমান, মোয়াল্লেম ও জনাব এস, এম, হাবিবুল্লাহ, সেক্রেটারী তালিম তরবিয়ত।

সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। এতে ৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

ক্রোড়া

গত ২৩/০৩/২০১৪ রোজ রবিবার বাদ মাগরীব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে প্রেসিডেন্ট জনাব গাজী মাজহারুল খোকন এর সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন জনাব শামীম আহমদ ভুইয়া ও জনাব ইমদাদুল হক আদর। অনুষ্ঠানে দিবসের তাৎপর্য ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা এবং তাঁকে মানার গুরুত্ব সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন জনাব আসাদুজ্জামান ভুইয়া, জনাব তছলীম আহমদ, জনাব এনামুল হক এবং মৌলবী আব্দুল হাকিম, মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির মূল্যবান বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে কয়েকজন অআহমদী মেহমানসহ মোট ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়া

গত ২৪-০৫-২০১৪ বেলা ৩ ঘটিকায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার উদ্যোগে প্রেসিডেন্ট নার্গিস আক্তার এর সভাপতিত্বে এহেসান ভূঞা সাহেবের আঙ্গিনায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসে কুরআন তেলাওয়াত করেন রৌশন আরা। নযম পাঠ করেন জিন্নাতুল ফেরদৌস।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন নাজমা আহমদ। সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও ২৩ মার্চ-এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সামসুন্নাহার কল্পনা। আরো বক্তব্য রাখেন সামিয়া শরীফ মিতু।

সবশেষে প্রেসিডেন্ট এর বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৫৮ জন লাজনা নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

নার্গিস আক্তার

গাজীপুর

গত ২৬/০৩/২০১৪ তারিখ দুপুর ১২টা হতে 'মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস' উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সভার প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা নযম পেশ করেন যথাক্রমে সাহাবউদ্দিন আহমদ ও শেখ হাম্মাদ আহমদ। এরপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য পেশ করেন, সর্বজনাব কবির আহমদ, (২৩ মার্চের গুরুত্ব ও তাৎপর্য), মৌলবী লুৎফর রহমান, (হযরত মসীহ্ মাওউদ আ. এর রসূল প্রেম)। পরিশেষে সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

জায়েদুল কাদের

ময়মনসিংহ

গত ২৩ মার্চ ২০১৪ রোজ রবিবার বাদ আছর স্থানীয় মসজিদে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব হাফিজুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ময়মনসিংহ। কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফজলে এলাহী এবং নযম পাঠ করেন জনাব ফাহী আহমদ। এরপর ২৩ মার্চ এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব ফজলে এলাহী, মৌ. মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ময়মনসিংহ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে ৩ জন মেহমানসহ আহমদী ভাই বোনেরা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ

খুলনা

গত ২৮/০৩/২০১৪ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক-এর সভাপতিত্বে দারুল ফজল বায়তুর রহমান মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ মফিজুর রহমান এবং নযম পাঠ করেন জনাব মুনিবুর রহমান আসিফ। অত:পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনকালীন সময়ে যুগের লক্ষণাবলী ও এর পূর্ণতা এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা ও তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোহাম্মদ ওমর আলী এবং মুরুব্বী সিলসিলাহ মওলানা খুরশিদ আলম।

সবশেষে সভাপতি সাহেব ২৩ মার্চ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস হিসাবে পালনের তাৎপর্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবীসমূহের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উপদেশাবলী স্মরণ করিয়ে সে মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনা করে সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় ১৫ জন আনসার, ১২ জন খোদ্দাম, ৭ জন আতফাল, ২৫ জন লাজনা, ৪ জন নাসেরাত ও ২ জন মেহমানসহ মোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এন, এ, শাহীন আহমদ

গত ২৩ মার্চ, রবিবার বাদ মাগরিব থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত স্থানীয় জামে মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন নাসিম আহমদ, নযম পাঠ করেন যথাক্রমে রায়হান আহমদ রুদ্র ও আলমগীর কলিন। দিবসটির ওপর প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব মোরশেদ হুসেন, সেক্রেটারী তালিম। দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরুব্বী সিলসিলাহ, মৌ. আবু তাহের, মোয়াল্লেম এবং সবশেষে সভাপতি সাহেব জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে মোট ১৭১ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমীর
আ.মু.জা. ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ১১ এপ্রিল, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে বাদ জুমুআ মসীহ মাওউদ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শাহিন আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব আহনাফ হাসান অনন্ত। বক্তৃতা পর্বে : 'মসীহ মাওউদ দিবসের পটভূমি ও গুরুত্ব' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব আলহাজ্জ কায়সার আলম, জেনারেল সেক্রেটারী, তেজগাঁও জামা'ত। এরপর 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। সবশেষে সভাপতি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তার বক্তৃতায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে মান্য করার গুরুত্ব এবং তার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘটে। এতে জামা'তের ৫৫ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবদুস সালাম

পুরুলিয়া

গত ২৩/০৩/২০১৪ তারিখে পুরুলিয়া জামা'তে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুস সাত্তার।

স্থানীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব আল আমীন হক তুষার উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। জনাব রকিবুল আহমদ শান্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন। পরবর্তীতে জনাব এনামুল হক সরকার নযম পাঠ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ডাঃ আজহারুল ইসলাম 'মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের প্রেক্ষাপট' আলোচনা করেন। মৌ. শামীম আহমদ 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জীবনী' আলোচনা করেন। 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর সত্যতার নিদর্শন' সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব সোহেল রানা দেওয়ান।

সবশেষে প্রধান অতিথির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আল আমীন হক তুষার

নূরনগর

গত ২১/০৩/২০১৪ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নূরনগরে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। জামা'তের প্রবীন সদস্য জনাব মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালানা করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শেখ আব্দুস সালাম এবং নযম পাঠ করেন ফালগুনি খাতুন। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মুহাম্মদ সোহেল রানা, আহমদ সালমান পার্শী, ফাহাদ, আরাফাত, শিশির ও জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। পরিশেষে সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের হয়।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

নাসেরাবাদ

গত ২৮/০৩/২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাসেরাবাদ এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ শাহ জামাল, নযম পাঠ করেন জনাব মহন উদ্দীন। বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ আব্দুল করিম, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, মোহাম্মদ শাহ জামাল, মোহাম্মদ শাহিন আহমদ, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুস সাদেক, মোহাম্মদ গিয়াস মোল্লা, এ,এইচ এম জহির উদ্দীন, মোহাম্মদ আরিফ আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুর রহমান এবং মৌ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভূইয়া। সবশেষ সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ মতিউর রহমান

কৃষ্ণনগর

গত ২৮/০৩/২০১৪ তারিখে বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কৃষ্ণনগর মসজিদে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আহমদ-এর সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জালাল আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব রাশেদুল ইসলাম।

বক্তৃতা পর্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব নাজমুল হাসান, আব্দুর রাজ্জাক মাষ্টার এবং মাহমুদুল হাসান মিনহাজ।

সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদুল হাসান মিনহাজ

ফাজিলপুর

গত ২৮/০৩/২০১৪ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব নুরে এলাহী'র সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুল মমিন, নযম পাঠ করেন যথাক্রমে মমিন আহমদ ও সফিকুর আহমদ। এরপর হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন, জনাব ইমতিয়াজ আহমদ অনিন্দ, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমনের সময় ও বয়আত গ্রহণের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সাইফুল ইসলাম। সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। তারপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কার্যক্রম

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় গত ২৯ মার্চ, ২০১৪ রোজ শনিবার পঞ্চগড়ের আঞ্চলিক জলসাতে বিনামুল্যে রক্তের গ্রুপিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত সময় ১৪৪ জন পুরুষ এবং ৯২ জন লাজনা সদস্যার ব্লাড গ্রুপিং সম্পন্ন হয়। পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালিত দিনব্যাপী এ কার্যক্রমে ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ্ যেন এ ধরণের কার্যক্রমের সার্বিক সফলতা দান করেন।

শামিম আহমদ

তেরগাতী

গত ২৩/০৩/২০১৪ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতী'র উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব টিপু সুলতান। নযম পরিবেশন করেন মৌ. নাসের আহমদ আনসারী। এরপর বক্তৃতা পর্বে আহমদ চরিত, ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সালে বয়আতের উল্লেখযোগ্য নবযুগ সূচনা, সাদাকাতে মসীহ্, বয়আতের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য, ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় বক্তাগণ সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন।

বক্তাগণ হলেন সর্বজনাব সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, নজরুল ইসলাম, নূরুল ইসলাম এবং মৌ. নাসের আহমদ আনসারী। সভাপতি সমাপ্তি ভাষণ দান ও দোয়া পরিচালনা করেন। উক্ত দিবসে ৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২৮/০২/২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে মসজিদ মিলনায়তনে সফলতার সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর সভানেত্রীত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন আফরিন আহমদ হিয়া। বাংলা ও উর্দু নযম পাঠ করেন বুশরা আক্তার ও খাওলাদীন উপমা। অত:পর বক্তৃতা পর্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) স্মরণে বক্তব্য রাখেন উম্মে কুলসুম চায়না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আমাতুন নূর। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জাকিয়া আহমদ রুমকী। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক নিয়ে আলোচনা করেন আফসানা আহমদ টুম্পা। অত:পর সভানেত্রী ভাষণ প্রদান করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৩২ জন লাজনা এবং ৮ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা'র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

গত ১৪/০৩/২০১৪ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ ঢাকা'র বনভোজন উদযাপিত হয়। গাজীপুরে মনোমুগ্ধ পরিবেশে ঢাকা লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট-এর নেতৃত্বে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। বনভোজনের জায়গা ছিল গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা। দোয়া ও সদকা প্রদান এর মাধ্যমে বনভোজনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সকাল ৮-৩০ মিনিটে বকশি বাজার থেকে দু'টি বাস ভ্রমণ শুরু করে। সকালের নাস্তা বাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। চৈত্রের মিষ্টি সকাল হালকা হালকা গরমের মধ্যে দুতলা বাস এর অন্য রকম আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে সকাল ৯-৩০ মিনিটে গন্তব্য স্থলে পৌঁছি। পৌঁছার পর বনভোজনের প্রথম ক্ষণে ক্ষণিক বিশ্রাম, হালকা নাস্তা ও সুন্দর পরিবেশ ভুলার নয়। বনভোজনে খেলাধূলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় দুপুরের খাওয়ার পর। বনভোজন স্থলে জুমুআ ও আসর নামায জমা আদায় করা হয়। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে বাস ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্যে বনভোজন শেষ হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার ১৪তম নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখ নাসেরাতুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে ১৪তম নাসেরাত দিবস পালিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন রহিমা জাকির (ভাইস প্রেসিডেন্ট-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা) অনুষ্ঠান শুরু হয় দোয়ার মাধ্যমে। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান সকাল ৯-১০ মিনিটে দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধন করেন ঢাকা আমেলার সম্মানিত সদস্যা মোহতরমা রোকেয়া আহমদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমাতুল কাইয়ুম (নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ) এই অনুষ্ঠানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক "মিনানুর রহমান"-এর আলোকে "আরবী সকল ভাষার জননী" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, ইলোরা ফারুক আহমদ, (সে: নাসেরাত, মগবাজার হালকা)। দিবসে নাসেরাতদের সিলেবাসের উল্লেখিত বিষয়ের ওপর বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা, দলগত নযম, কুইজ এবং খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৪৯ জন নাসেরাত, ৪৫ জন লাজনা, ৮ জন শিশু এবং ৬ জন ছোট আতফাল উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ও সভানেত্রীর পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

শাহজাদী রোকেয়া

ঘাটুরা জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ১২/০৩/২০১৪ তারিখে বাদ মাগরীব ঘাটুরা জামা'তের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব এস, এম, হাবিবুল্লাহ্, সেক্রেটারী তালিম তরবিয়ত । সম্মানিত অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করেন, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম, আরমান, কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঘাটুরা। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম, মহিবুল্লাহ্। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন পর্যায়ক্রমে জনাব এস, এম, ইরফান, মৌ. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মোয়াল্লেম। জনাব মোহাম্মদ মুসা মিয়া, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা। দিবসের একপর্যায়ে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব নোবেল আহমদ। এরপর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এস, এম, আরমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ১৭/০৩/২০১৪ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার সভানেত্রীত্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন স্বপ্না মোস্তারি। দোয়া পরিচালনা করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মুক্তা বশির। নযম পরিবেশন করেন ছালমা নূর রুচি। বক্তৃতা পর্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বপ্না মোস্তারি। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জন্ম ও খেলাফত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন লাকী আহমদ।

ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন মুক্তা বশির। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন উক্ত অনুষ্ঠানের সভানেত্রী সাহেবা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে লাজনা ২২ জন এবং নাসেরাত ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

লাকী আহমদ

খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর রিজিওনাল মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ১ম বার্ষিক কর্মশালা ও ১ম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা-২০১৪ অনুষ্ঠিত

গত ২১ ও ২২ মার্চ, ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনায় খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর রিজিওনাল মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ১ম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। উক্ত কর্মশালা ও ইজতেমায় কেন্দ্র হতে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ বাংলাদেশের মোহতরম সদর এর প্রতিনিধি ও নায়েব সদর জনাব নঈম আলম খান এবং তাঁর সফর সঙ্গী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মুহাম্মদ ফজলুর রহমান যোগদান করেন। খুলানা-সাতক্ষীরা-যশোর রিজিওনের ১০ টি স্থানীয় মজলিসের মধ্যে ৪টি মজলিসের যয়ীম/যয়ীমে আলা ও তাদের মজলিসে আমেলার সদস্যসহ খুলনা-যশোর জেলার জেলা নাযেম জনাব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা জেলার জেলা নাযেম জনাব এস, এম রেজাউল করিম এবং খুলানা-সাতক্ষীরা-যশোর রিজিওনের রিজিওনাল নাযেম ও খুলনার আমীরও উপস্থিত ছিলেন। মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ বাংলাদেশ এর মোহতরম সদর এর প্রতিনিধি ও নায়েব সদর এর সভাপতিত্বে ২১ মার্চ, ২০১৪ তারিখ বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। কর্মশালায় হুযূর (আই.) কর্তৃক অনুমোদিত ৩৬তম মজলিসে শূরার প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নের ওপর বিশদ আলোচনা করা হয়। উক্ত কর্মশালা মাগরীব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সর্বমোট ২৫ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

মাগরিব এশার নামায আদায়ান্তে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শ্রবণের পর রাত ৮ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১ম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ বাংলাদেশ এর সদর এর প্রতিনিধি ও নায়েব সদর জনাব নঈম আলম খান-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ২১ ও ২২ মার্চ, ২০১৪ দু'দিন ব্যাপী ১ম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমায় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায, দরসে কুরআনসহ তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, দ্বীনি মালুমাত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, বক্তৃতা, পয়গামে রেসানী ও প্রশ্নোত্তর (কুইজ) প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন খেলাধূলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম এবং রিজিওনাল নাযেম ও স্থানীয় আমীর।

অত:পর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন খুলনা-যশোর জেলার জেলা নাযেম এবং ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সভাপতি সদর এর প্রতিনিধি ও নায়েব সদর জনাব নঈম আলম খান আনসারুল্লাহ্‌ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌দের দিক নির্দেশনা উল্লেখ পূর্বক অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

পরিশেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দু'দিন ব্যাপী এই ১ম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে, গত ১৭/০৩/২০১৪ তারিখ রাত ১২.১০ মি. এর দিকে কোড্ডা জামা'তের বীর মুক্তিযুদ্ধা (বিপি) জনাব সুবেদার আবু তাহের সাহেব এর স্ত্রী মোছাম্মত সালেহা বেগম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর। মরহুমা দীর্ঘ দিন লাজনা ইমাইল্লাহ কোড্ডার প্রেসিডেন্ট হিসেবে জামা'তের সেবা প্রদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মেহমান নেওয়াযীর ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন অনন্য তেমনি প্রতিবেশীদের সাথে ব্যবহারও ছিল অসাধারণ। ধনী-গরীব সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন এবং কারো কোন বিপদ দেখলে তিনি এগিয়ে যেতেন। তিনি অত্যন্ত সরল সোজা জীবন অতিবাহিত করতেন। জামা'তের সকল অনুষ্ঠানে যোগদানের চেষ্টা করতেন এবং জামা'তি পুস্তক পাঠের প্রতি তার আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জদ নামায আদায় করতেন এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। কুরআন এবং হাদীসের অনেক দোয়া মরহুমার মুখস্ত ছিল।

মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই ছেলে, চার মেয়ে, নাতী-নাতনি ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমার নামাযে জানাযায় অত্র এলাকার অ-আহমদী প্রতিবেশীরাও অংশ নেন। মহান আল্লাহ্‌ তা'লা যেন মরহুমাকে জান্নাতের উচ্চ মকামে স্থান দান করেন এবং মরহুমার স্বামী এবং সন্তানদেরকে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করেন সে জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি, সেই সাথে মরহুমার পুণ্যময় কর্মগুলো যেন বংশপরম্পরায় জীবিত থাকে সেজন্যও দোয়ার আবেদন রইল।

শরীফ আহমদ চৌধুরী (মন্টু)

"সমগ্র জগৎ অবিশ্বাসী হলেও সত্য চিরকালই সত্য এবং সমগ্র জগৎ সমর্থনকারী হলেও মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা"

[হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)]

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম

হুযূর (আই.) বলেন, আজ আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে ভালবাসা ও খোদাপ্রেম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলীর আলোকে কিছুটা আলোকপাত করবো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অগণিত স্থানে খোদাপ্রেম এবং তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপায় ও উপকারীতা সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি এর তত্ত্ব, রহস্য ও দর্শন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বয়ং খোদাপ্রেমে বিভোর ছিলেন আর তিনি তাঁর অনুসারীদের ভেতরও খোদাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য দেখার বাসনা পোষণ করেছেন।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্র হতে হুযূর যেসব মূল্যবান অংশ পাঠ করেন, তার সারাংশ হল, মানুষের ভেতর যত ইন্দ্রিয় আছে তার মধ্যে ভালবাসার শক্তিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়। হৃদয়ে কোন কিছু ভাল লাগলেই মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর যেকোন জিনিষের সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা এবং উৎকর্ষ মানুষকে সহাজতভাবে আকৃষ্ট করে। আর আল্লাহ্‌ই একমাত্র পরিপূর্ণ সত্তা এবং সকল সৌন্দর্যের আধার একমাত্র তিনিই। তাই আমাদের উচিত, পিতামাতা এবং এই জড় জগতের সকল উপায় উপকরণের চেয়েও তাঁকে বেশি ভালবাসা এবং সত্যিকার অর্থে তাঁর ইবাদত করা। আমাদের প্রতি খোদার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে সর্বদা তাঁকে হাজির-নাযির জেনে তাঁর ইবাদত করা। মনে রাখতে হবে, জাগতিক উপায় উপকরণ কোনই মূল্য রাখে না। কেননা, এগুলো সবই খোদার সৃষ্টি। তাই আমাদের উচিত, সৃষ্টিকে ছেড়ে, স্রষ্টার প্রেমে বিলীন হবার চেষ্টা করা। আর খোদাকে ভালবাসার জন্য তাঁর পূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে সদা যত্নবান থাকা আবশ্যক।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (৪ এপ্রিল ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সদাচারী হয়ে পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে, এর জন্য তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি হুযূর পাঠ করেন, এরমধ্যে একটি হলো, কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না, তার এমন এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশ্‌ত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁকে দেখেছি এবং সকল সৌন্দর্য তাঁর মাঝে খুঁজে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করার যোগ্য। নিজের পূর্ণ সত্তা বিসর্জন দিয়ে হলেও এই মনি ক্রয়যোগ্য। হে বঞ্চিতরা! এই ঝর্নার দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। এটি জীবনের উৎস যা তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে। আমি কী করবো এবং কী করে এই সুসংবাদ মানব হৃদয়ে গেঁথে দিবো! মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন্ জয় ঢাক পিটিয়ে বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করে বলবো: 'ইনিই তোমাদের খোদা'। কোন্ ঔষধ দিয়ে আমি চিকিৎসা করবো, যাতে শোনার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়!"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক বর্ণিত খোদাপ্রেমের দর্শন বুঝার তৌফিক দিন এবং তাঁর সঙ্গে সত্যিকার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণে ভূষিত হবার সৌভাগ্য দান করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কানাডার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২৩ মার্চ, ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। কানাডার বিভিন্ন স্থানের সহস্রাধিক আহমদী-সদস্য এই জলসা উদযাপন করে ১৮টি ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক ও স্থানীয় সেন্টারে। ভেনকোভারের নব নির্মত মসজিদ বায়তুর রহমানে মসীহ্ মাওউদ দিবসের জলসা উদযাপন করা হয়। গত বছর হুযূর (আই.) এই মসজিদটির উদ্বোধন করেন। এ মসজিদে এটিই ছিল প্রথম মসীহ্ মাওউদ দিবসের জলসা।

বিভিন্ন ব্যানারে সুসজ্জিত করা হয় মসজিদটি। ভেনকোভারের চারটি হালকার প্রায় সকল সদস্যই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। গাড়ি পার্কের স্থানটি ছিল তার ধারণ ক্ষমতায় পরিপূর্ণ, যেখানে কি-না ১৫০টি গাড়ী পার্ক করা হয়।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াত ও দূররে সামিন হতে নযম পাঠের মাধ্যমে। বক্তৃতাপর্বে 'মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন'-এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য পেশ করেন মুরুব্বী সিলসিলাহ বিলার খোকা সাহেব। মূল স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয় বয়আতের দশটি শর্ত। তারপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর 'ইসলামী নীতিদর্শন' বইয়ের ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন স্থানীয় আমীর সাহেব। মাগরীবের নামাযের পর রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, তারপর সম্পন্ন করা হয় এশার নামায। অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমীর সাহেব তার অনুভূতির কথা এমটিএ-কে বলেন.....

"আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে বলেন যে, আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব। আলহামদুলিল্লাহ্, আজকে ভেনকোভার জামাত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার একটি অংশে পরিণত হয়েছে, কেননা এই নবনির্মিত মসজিদে প্রথমবারের মত আমরা জলসা মসীহ্ মাওউদ উদযাপন করতে পেরেছি। অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উদযাপিত হয়েছে, লোকসমাগমও ছিল বেশ এবং সকলেই আন্তরিকতার সাথে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছে।"

বৃহত্তর টরেন্টোর তিনটি ভিন্ন রিজিওন বায়তুল ইসলাম মসজিদে তাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, অর্থাৎ এই মসজিদে তিনটি রিজিওনের জন্য তিনবার মসীহ্ মাওউদ দিবসের আয়োজন করা হয়। তিনটি রিজিওন হচ্ছে টরেন্টো, পীস ভিলেজ ও ভন। তারা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে তাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় জামাত ক্যালগ্যরির বায়তুল নূর, যেখানে ১০টি হালকার সমন্বয়ে জলসা মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। অটোয়াতে জলসা মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয় বায়তুল ইসলাম মসজিদ, টরেন্টো, কানাডায়।

রেডক্রসের সাহায্যার্থে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, অস্ট্রেলিয়ার দাতব্য তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু

ব্রিটিশ রেডক্রসের শাখা হিসেবে ১৯১৪ সালে অস্ট্রেলিয়ায় রেডক্রসের কার্যক্রম শুরু হয়। সে হিসেবে এ বছর অস্ট্রেলিয়ায় রেডক্রসের শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এই মানবসেবা-মূলক সংগঠনটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ ও রক্তদান কর্মসূচির মতো অন্যান্য নানা রকম সেবা প্রদান করে থাকে। অস্ট্রেলিয়ায় বুশ ফায়ার ও বন্যার মতো দুর্যোগের কারণে প্রতিবছরই অনুদান সংগ্রহ করার দরকার হয়। সেজন্য রেডক্রস ডোর-নক অ্যাপিলের মাধ্যমে অনুদান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

অস্ট্রেলিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা গত দুই দশক ধরে মানব-সেবা-মূলক কর্মকাণ্ডে রেডক্রসকে সহায়তা করে আসছে।

অস্ট্রেলিয়ান রেডক্রসের শতবর্ষ পূর্তিতে এ বছর জামা'তের সদস্যগণ সারাদেশ ব্যাপী রেডক্রস ডোর-নক অ্যাপিলে অংশ নিয়েছে এবং অনুদান সংগ্রহ করে দিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে প্রতি বছর শত শত আহমদী স্বেচ্ছাসেবক ঘরে ঘরে গিয়ে রেডক্রসের জন্য অনুদান সংগ্রহ করে দেয়।

গত ১৬ মার্চে অস্ট্রেলিয়া জুড়ে একটি *রেডক্রস ডোর-নক অ্যাপিল* কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রায় শ' খানেক আহমদী মুসলিম স্বেচ্ছাসেবী সিডনির *বাইতুল হুদা* মসজিদ প্রাঙ্গনে সমবেত হয়। রেডক্রস ডোর-নক অ্যাপিল কার্যক্রমে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী দল। প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও কম-বয়সী ভলান্টিয়ারদের মাঝে অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রকাশ দেখা গেছে।

সিডনির খোদ্দাম ও আতফালগণ কয়েক শ' বাড়িতে নক করেছে এবং অনুদান আদায় করেছে।

এদিকে, সিডনি থেকে পনের শ' কিলোমিটার দক্ষিণে, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার এডিলেইডে, আহমদীয়া জামা'তের স্বেচ্ছাসেবীরা Woodville South Beverley, Woodcroft ও Morphett Vale অঞ্চলে রেডক্রস ডোর-নক অ্যাপিলে অংশ নিয়েছে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে রেডক্রসের জন্য অনুদান সংগ্রহ করেছে। এডিলেইডের নবনির্মিত মাহমুদ মসজিদে এই কার্যক্রম শুরু করা হয়। জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যগণ এতে অংশ নেন। ২০ জন আতফাল, ৪৫ জন খোদ্দাম এবং ১৬ জন আনসার স্থানীয় ৪০টি রাস্তায় বিভিন্ন বাড়িতে নক করেন। আল্লাহর ফযলে তারা মোট ৯০২ ডলার অনুদান সংগ্রহ করেন।

এছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে, সিডনি থেকে প্রায় হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ব্রিসবেনে আহমদীরা *রেডক্রস ডোর-নক অ্যাপিলে* অংশ নিয়েছে। প্রায় ৪২ জন ভলান্টিয়ার সাত দিন ব্যাপী বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মোট ২১টি শিফটে অনুদান সংগ্রহ করেছে।

রেডক্রসের জন্য অনুদান সংগ্রহের এই অভিযান পুরো মার্চ মাস জুড়েই চলবে। আরো দুই শ' আহমদী ভলান্টিয়ার এই কার্যক্রমে অংশ নেবে বলে জানিয়েছে। এ বছর অস্ট্রেলিয়ার মেট্রোপলিটান সাবার্বগুলোতে কমপক্ষে ৮০০০ [আট হাজার] ডলার অনুদান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নাসেরাতুল আহমদীয়া হল্যান্ডের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে নাসেরাতুল আহমদীয়া হল্যান্ড এর উদ্যোগে ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় নাসেরাত সেক্রেটারীর হেদায়েত অনুসারে দেশের স্থানীয় ও রিজিওনাল মজলিসগুলোতে অত্যন্ত সফলতার সাথে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়। এরজন্য মসজিদগুলো অনেক আগেভাগেই প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী যা 'সবুজ ইশতেহার' নামে পরিচিত, তা সবিস্তারে পাঠ ও এর পূর্ণতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। প্রোগ্রামে মোহতরমা ন্যাশনাল সদর সাহেবা লাজনা অংশ গ্রহণ করেন। হযরত মসুলেহ্ মাওউদ (রা.) এর পবিত্র-জীবন ও সফলতার বিভিন্ন দিক নিয়ে নাসেরাতগণ সবুজ ওড়না পরিধান করে এবং বক্তৃতা ও কুইজ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

এই মহতী দিনটিতে ছোট নাসেরাতরা সুন্দর ও সুস্বাদু খাবার ইত্যাদি তৈরী করে।

উল্লেখ্য, নাসেরাতদের স্টলে বিভিন্ন জিনিস বিক্রয় করার মাধ্যমে মসজিদ ফান্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে, আলহামদুলিল্লাহ্।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কর্তৃক তাঞ্জানিয়ার কোস্টা অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির কুপ খনন

তাঞ্জানিয়ার ভুগর্ভে পানির কোন অভাব না থাকলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পানীয় জলের বড়ই অভাব, তাই গ্রামের লোকেরা অপরিস্কার পানির উৎস অর্থাৎ, পুকুর এবং সমুদ্র হতে পানীয় জল সরবরাহ করে থাকে। এই জন্য তাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এই সমস্যা সমাধানে কোস্টা অঞ্চলে পানির কুপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় এতদাঞ্চলে ইতোমধ্যেই ৮টি কুপ খনন করা হয়েছে। এরূপ নিঃস্বার্থ সেবার কারণে এলাকার লোকজন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ। তাঞ্জানিয়াতে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে বিশুদ্ধ পানির অভাব খুবই প্রকট। আহমদীয়া জামা'ত তাঞ্জানিয়া, ইন্টারন্যাশনার এসোসিয়েশন অফ আর্কিটেক্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স IAAAE এর যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় তাঞ্জানিয়ার দুর্গম গ্রামাঞ্চলে বিকল পাম্পগুলো মেরামত করে এবং নলকূপ স্থাপন করে। এসব পাম্প মেরামতের কাজ গত ৬-৭বছর পূর্বেই আরম্ভ করা হয়েছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একটি টিম গঠন করেছিল যাতে এসব অকার্যকর যান্ত্রিক পাম্পগুলো তারা পরিদর্শন করে এবং সেগুলো পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে। তাঞ্জানিয়াতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের এই প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত একশ'টি নলকূপ বসানো হয়েছে এবং এর মাধ্যমে একলক্ষ মানুষ সুমিষ্ট পানীয় জল পাচ্ছে। পুরো আফ্রিকাতেই বিশুদ্ধ পানির অপ্রতুলতা কারো অজানা নয়। কিন্তু এমনও এলাকা রয়েছে যেখানে এক বা দুই বালতি বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহের জন্য মানুষকে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ পাড়ি দিতে হয়।

এই প্রকল্পের কাজ সীমাহীন তাই যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি গ্রামে কূপ খনন না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত IAAAE এর সহায়তা এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর দোয়ার মাধ্যমে এই প্রকল্প চলমান থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম

হুযূর (আই.) খুতবায় বলেন, আজ আমি আপনাদের সম্মুখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি মহান নিদর্শন তুলে ধরবো। ১৯০০ সালের ১১ই এপ্রিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার নির্দেশে আরবীতে একটি খুতবা প্রদান করেন, যেহেতু ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে এই বক্তৃতা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাই এর নাম খুতবা ইলহামীয়া রাখা হয়েছে।

জামা'তের অনেকেই হয়তো এই খুতবার প্রেক্ষাপট ও বিশেষত্ব সম্পর্কে জানে না আর আজও যেহেতু ১১ই এপ্রিল তাই একজন বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে আমি এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করছি।

১৯০০ সালের ঈদুল আযহার আগের দিন অর্থাৎ আরাফতের দিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার নির্দেশে দিন ও রাতের বেশির ভাগ সময় দোয়াতে কাটনোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর তিনি এদিন সকালে মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে বন্ধুদের নাম ও ঠিকানা ইত্যাদির একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিতে বলেন যাতে দোয়ায় তাদের স্মরণ রাখা যায়।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (১১ই এপ্রিল ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

পরের দিন অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল সকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয় যে, ***'তুমি আরবী বক্তৃতা করো, তোমাকে শক্তি দেয়া হবে আর এই বক্তৃতায় আরবী ভাষার বাগ্মীতা প্রকাশ পাবে।'***

খোদার নির্দেশে তিনি কাদিয়ানে উপস্থিত সবাইকে মসজিদে আসতে বলেন এবং মৌলভী আব্দুল কলীম সিয়ালকোটি সাহেব এবং মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে সঙ্গে সঙ্গে এই বক্তৃতা লিখে নিতে নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, কোনো শব্দ বুঝতে না পারলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে নিবে, কেননা পরে আমার মনে নাও থাকতে পারে।

এরপর প্রায় দুই'শ নিষ্ঠাবান অনুসারীর উপস্থিতিতে তিনি আরবী ভাষায় এমন এক বাগ্মীতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে যান যে, কীভাবে একজন মানুষ খোদার বিশেষ সাহায্যে প্রকাশ্য দিবালোকে ইলহামী ভাষায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রতিটি বাক্য তিনবার করে উচ্চারণ করেন, এ সময় তাঁর চেহারা অন্য রকম ছিল এবং তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর। এছাড়া পুরো পরিবেশটাই তখন ছিল ভাবগম্ভীর।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, সে সময় আমি নিজের থেকে কিছুই বলছিলাম না বরং আমার মুখ দিয়ে খোদার ফিরিশতা কথা বলছিল। কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই অনর্গল তিনি চমৎকার আরবী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, একটি বাক্য বলার পর পরের বাক্য কি হবে তা আমি জানতাম না কিন্তু আমার সামনে লাল কালিতে লেখা শব্দগুচ্ছ ভেসে উঠতো আর নির্দ্বিধায় আমি তাই বলতাম।

খুতবার শেষে হুযূর মৌলভী সিয়ালকোটি সাহেবকে এর উর্দূ অনুবাদ পাঠ করে শোনাতে বলেন। এরপর হুযূর (আ.) আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা করেন আর উপস্থিত সবাই তাঁর সঙ্গে সিজদা করেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে হুযূর (আ.) বলেন, সিজদার সময় আমাকে একটি কাগজে লাল অক্ষরে 'মোবারক' লেখা শব্দ দেখানো হয়েছে। এর অর্থ আমার দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়েছে।

১৯০১ সালে এই খুতবা বই আকারে ছাপানো হয়, হুযূর (আ.) স্বয়ং এর উর্দূ ও ফার্সী অনুবাদ করেন আর এই বইয়ের নাম দেয়া হয় খুতবা ইলহামীয়া।

এই খুতবার ভাষা দেখে আরবের শিক্ষিত এবং আলেম সমাজও অভিভূত হয়েছে। এবং তারা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে খোদার বিশেষ সাহায্য ছাড়া কোন মানুষ অনর্গল এরূপ বক্তৃতা করতে পারে না।

এরপর এই খুতবা পড়ে মিশরের আব্দুল করীম সাহেবের বয়আত গ্রহণের ঘটনা এবং ফিলিস্তিনের আল্লামা আব্দুল কাদের আল মাগরেবী কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাও হুযূর (আই.) স্ববিস্তারে খুতবায় তুলে ধরেন।

খুতবার শেষ দিকে হুযূর (আই.) খুতবা ইলহামীয়া হতে বিভিন্ন নির্বাচিত অংশ আরবীতে পাঠ করেন এবং এর অনুবাদ করেন। হুযূর (আই.) আরববাসীদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা উপলব্ধি করে তাঁর জামাতভুক্ত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এসব মূল্যবান নিদর্শনাবীর মর্ম বুঝার এবং সে অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন।

জুরিখের কংগ্রেস ভবনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুইজারল্যান্ড কর্তৃক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জুরিখের কংগ্রেস ভবনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুইজারল্যান্ড একটি শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করার সৌভাগ্য লাভ করে। এতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ছাড়াও বড় বড় ৫টি ধর্ম অর্থাৎ, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদী এবং শিখ ধর্মের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন এবং স্ব-স্ব ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে সমসাময়ীক সমস্যাবলীর সমাধান তুলে ধরেন। এ সময় উপরোক্ত ধর্মের প্রতিনিধিরা প্রদর্শনী আয়োজনেরও ব্যবস্থা করে। আহমদীয়া জামাতের প্রদর্শনীতে বিভিন্ন রোলআপ ব্যানার প্রদর্শন করা হয় আর এতে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান শিক্ষা তুলে ধরা হয়। এছাড়া জার্মান ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন এবং বিভিন্ন বই-পুস্তকও প্রদর্শন করা হয়। এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য শহরবাসীর মাঝে নিমন্ত্রণপত্র বিতরণ করা হয়। আর এ কাজে অ-মুসলমানরাও অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছেও নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করা হয়।

পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে সম্মেলন আরম্ভ হয়। এরপর প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধি ১৫ মিনিট করে শান্তির উপায় সম্পর্কে নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষার বরাতে আলোকপাত করার সুযোগ লাভ করেন। এরপর বিরতি, আর এ সময় আপ্যায়ন ও পারস্পরিক মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর আমন্ত্রিতদের প্রশ্ন করার জন্য সুযোগ দেয়া হয়। উপস্থিত আলোচকবৃন্দ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। অত্যন্ত সফল এই অনুষ্ঠানে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্য হতে ৫০জন নারী পুরুষ যোগদান করেন। তারা এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অতিথিবৃন্দ ইসলামী বই-পুস্তকের প্রতি গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করেন। উপস্থিত সকল অতিথিকে আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ হতে জার্মান ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন বই-পুস্তক উপহার দেয়া হয়। আর এভাবেই আহমদীয়াতের বাণী এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দৃষ্টিভঙ্গী কি তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ ঘটে। আলহামদুলিল্লাহ্।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org

www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে: KENTO ASIA LTD — Garments & Buying House; KENTO STUDIOS — IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

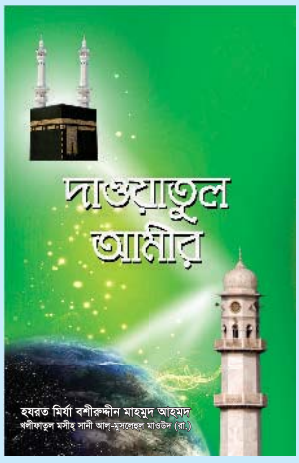

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম।**

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)।**

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

New Vol. No. **76** | 19th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

15th April, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com